চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 67 Tuesday, 6 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৬৭ সংখ্যা ❋ ২২ মাঘ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সোমবার শ্যামপুরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক সরঞ্জাম প্রদানের শিবির অনুষ্ঠিত হলো শ্যামপুর মধ্য চক্র সম্পদ কেন্দ্রে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

গ্যাস সিলিন্ডার চুরির অভিযোগে রানীরচড়া থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। উদ্ধার চুরি যাওয়া গ্যাস সিলিন্ডার, বাজেয়াপ্ত ব্যবহারকারী টোটো। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বাংলাদেশে গণধর্ষণের এক মামলায় ১০ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ৬ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ...বিস্তারিত পাতা ৬

অনেক নতুন কিছুর সাক্ষী হতে যাচ্ছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে তিনটি দেশে-কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

অসুস্থ অভিষেক! সাংসদের মন্তব্যে চরমে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ধরনা মঞ্চে দেখা যায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে বসে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, সেখানে একে একে অন্যান্য সাংসদরা হাজির হলেও দেখা মেলেনি তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেকের। কোথায় তিনি? রাজভবনের কাছে নিজে ধরনায় বসেছিলেন, অথচ দলনেত্রীর ধরনা মঞ্চে তিনি অনুপস্থিত রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা। এরই মধ্যে সামনে এল নতুন তত্ত্ব। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ, এমনটাই দাবি করলেন আর এক সাংসদ সৌগত রায়। তিনি নিজেও দিল্লি থেকে ফিরে উপস্থিত হন ধরনা মঞ্চে। তিনিই দাবি করলেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই অনুপস্থিত অভিষেক। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত নন তিনি, এটা তাঁর নিছকই ধারণা। গত শুক্রবার থেকে ৪৮ ঘণ্টার ধরনায় বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার

দাবিতেই ধরনা দেন তিনি। একটু পিছনে ফিরে তাকালেই মনে পড়বে, গত বছর এই একই দাবি নিয়ে দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছিলেন অভিষেক নিজে। ধরনা দিয়েছিলেন দেশের রাজধানীতে। ফিরে এসে বসেছিলেন রাজভবনের কাছে। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, বকেয়া না মিটলে আসরে নামবেন খোদ দলনেত্রী। অথচ লোকসভা নির্বাচনের আগে মমতার ধরনায় নেই অভিষেক। বিমানবন্দরে সৌগত রায়কে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, ''এসেছে নিশ্চয়। আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখুন। আমি তো ওর পিএ নই।'' এবার সেই একই প্রশ্নের উত্তরে সৌগত বলেন, ''আমি জানি না। আমার ধারণা ওর কোনও শারীরিক অসুস্থতা আছে। ওর সঙ্গে কথা হয়নি, তবে আমার মনে হয় চিকিৎসা চলছে।'' সূত্রের খবর, অভিষেকের অফিস থেকে দুটো তথ্য জানানো হচ্ছে। একাংশ বলছে, চিকিৎসার কাজে দিল্লিতে রয়েছেন তিনি, আর এক অংশ বলছেন ব্যক্তিগত কোনও জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন। শোনা যাচ্ছে, মমতা দিল্লি গেলে তাঁর সঙ্গেই কলকাতায় ফিরতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা উঠে গেলেও ধরনা মঞ্চ রয়েছে এখনও। ফিরে আসার পর সেখানে অভিষেককে দেখা যাবে কি না সেই জল্পনা রয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ বলেন, ''এটা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য অসুস্থতা। মনের অসুস্থতা, এর কোনও চিকিৎসা হয় না।'' তিনি আরও বলেন, ''সিবিআই, ইডি কিছু করতে গেলে তখনই নাটক হয়।''

ইডির উপর হামলার এক মাস অতিক্রান্ত, রাজ্যের থেকে ফের রিপোর্ট তলব বোসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ এক মাস হয়ে গেল। এখনও ধরা পড়ল না শেখ শাহজাহান। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডির অফিসাররা। রক্তাক্ত হয়েছিলেন তদন্তকারী অফিসাররা। সেদিনের ঘটনার পর, আজ ৫ ফেব্রুয়ারি। মাঝে এক মাস অতিক্রান্ত। এদিকে শেখ শাহজাহান কোথায় আছেন, তা এখনও ধোঁয়াশা। এসবের মধ্যেই এবার ফের সন্দেশখালির প্রসঙ্গে রাজ্যের থেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যের মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকার কাছে এই মর্মে চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজভবন থেকে।

মমতা দিল্লি যাত্রা বাতিল করলেন

আজকের বৈঠকে থাকবেন সুদীপ ও কল্যাণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার দুপুরে ঝটিকা সফরে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই মোতাবেক মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তায় থাকা অফিসাররাও দিল্লি চলে গেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁর দিল্লি যাত্রা বাতিল করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, ''রাজ্য বাজেট আসন্ন। জরুরি পরিস্থিতি। তাই এখন দিল্লি যেতে পারছি না।'' 'এক দেশ এক ভোট' প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। ওই কমিটির ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে একদিনের জন্য দিল্লিতে যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি অপারগতার কথা রামনাথ কোবিন্দজিকে জানিয়েছি। উনি বলেছেন, ঠিক আছে।'' তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবে আচমকা দিল্লি যাত্রা বাতিল করার রাজনৈতিক স্তরে এবং প্রশাসনের মধ্যে প্রবল কৌতূহল তৈরি হয়েছে। অনেকের মতে, ৮ ফেব্রুয়ারি যে রাজ্য বাজেট পেশ করা তা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই স্থির হয়েছিল। বাজেট পেশের ব্যাপারটা তিনি আগেই

জানতেন। তার পরই তাঁর দিল্লি যাত্রার বিষয়টি স্থির হয়েছিল। নবান্নের অনেকে মনে করছেন, বাজেটের ব্যাপারটা অনিবার্য ভাবে আসল কারণ হয়তো নয়। মূল কারণ হতে পারে ভিন্ন। নতুন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় তিনি কৌশলগত ভাবে দিল্লি যাত্রা এড়িয়ে গেলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত দিল্লি সফরের আগে রবিবার রাতে রাজধানীতে পৌঁছে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেন। পরে বেরিয়ে এসে শুভেন্দু বলেন, ''কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে বলেছি, ইতিমধ্যে বরাদ্দ টাকার হিসাব না পেলে নতুন বরাদ্দ করবেন না।'' শুভেন্দু আরও বলেন, ''ক্যাগ রিপোর্টেও ২ লক্ষ কোটি টাকার খরচ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।'' পর্যবেক্ষকদের অনেকের মনে করছেন, কেন্দ্র-রাজ্য অফিসার স্তরে বৈঠক করে বকেয়া পাওনার ব্যাপারে যে নিষ্পত্তি ঘটতে চলেছে, সে ব্যাপারে হয়তো তাঁর মত জানাতে দিল্লিতে গিয়েছেন শুভেন্দু। যাতে লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য কোনও বকেয়া টাকা না পায়।

বাদ যাচ্ছে না স্পিকারের গাড়িও, নিরাপত্তার প্রশ্নে বিধায়কদের গাড়িতে কড়া নজর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভার গেট পেরতে গেলেই ছুটে আসছেন পুলিশ আধিকারিক। গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখা হচ্ছে নির্দিষ্ট স্টিকার লাগানো আছে কি না। স্টিকার না থাকলে ছাড় পাবে না খোদ বিধায়কদের গাড়িও। এমনকী স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িও ছাড় পেল না। সোমবার সকালে দেখা গেল স্পিকারের গাড়ি প্রবেশ করার সময় আটকে রেখে চলল চেকিং। এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখা যায়নি বিধানসভায়। সূত্রের খবর, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে লোকসভায় স্মোক বম্ব নিয়ে হামলার ঘটনার পরই বিধানসভার নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন সেই নিরাপত্তাই ছবিই দেখা গেল সোমবার। তবে এবিষয়ে স্পিকার মুখ খুলতে চাননি। ২০২৩-এর ১৩ ডিসেম্বর আচমকা লোকসভা অধিবেশন চলাকালীন হামলার ঘটনা ঘটে। কয়েক জন ব্যক্তি স্মোক বম্ব নিয়ে ঢুকে পড়ে লোকসভায়। আচমকা এমন ঘটনায় চমকে গিয়েছিলেন সাংসদরাও। তড়িঘড়ি কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান তাঁরা। পরে একে একে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানতে পারে, দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা ওই হামলা চালানো হয়েছিল। এরপরই নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় নবান্ন। প্রত্যেকটি গাড়ি পরীক্ষা করে তবেই ছাড়া হচ্ছে। আর সব গাড়িতে স্টিকার রাখা বাধ্যতামূলক বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টিকার না থাকলে, বিধায়কের গাড়িও ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে না। সোমবার থেকেই এই নিয়ম কার্যকর হতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া বিধানসভায় সারা বছরের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে একজন ওসি পদমর্যাদার অফিসারকে। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপোশ করা হবে না।

বিধানসভার সামনে বিক্ষোভ এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের, পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য বিধানসভার বাইরে চরম উত্তেজনা। এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হল। পুলিশের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের প্রবল ধ্বস্তাধস্তি হয়। বেশ কয়েকজনকে চ্যাংদোলা করে, টানতে টানতে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। এমন আচরণের জন্য আরও ক্ষুব্ধ হন প্রতিবাদী চাকরিপ্রার্থীরা। সোমবার থেকেই বিধানসভা অধিবেশন শুরু। সংসদে হামলার ঘটনার পর থেকে বিধানসভাতেও নিরাপত্তার কড়াকড়ি হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন বিক্ষোভের ঘটনা কীভাবে ঘটল তা মগজে ঢুকছে না কারোর। চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, দীর্ঘ সময় ধরে এই নিয়োগ আটকে আছে। রাজ্যে খেলা হচ্ছে,

মেলা হচ্ছে কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে না। পুলিশের সঙ্গে কার্যত খণ্ডযুদ্ধের সময় একাধিক চাকরিপ্রার্থীর জামাকাপড় ছিঁড়ে যায় বলে অভিযোগ। কিন্তু পুলিশ কোনও ভাবেই তাঁদের রেয়াত করেনি। প্রতিবাদীদের টেনেহিঁচড়ে, চ্যাংদোলা করে ভ্যানে তোলা হয়। পুলিশের এই ভূমিকার কড়া নিন্দা করেছেন তাঁরা। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, নিয়োগ নিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান। লাগাতার প্রতিবাদ করে যাওয়ার পরও তা না হওয়ায় সোমবার তাঁরা এই প্রতিবাদ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে অধিবেশন শুরুর দিনই বিধানসভার বাইরে এমন বিক্ষোভের ঘটনা স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

নরেন্দ্রপুর স্কুলকাণ্ডে হাইকোর্টে নাকচ রাজ্যের যুক্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ নরেন্দ্রপুরে স্কুলে শিক্ষককে মারধরের মামলায় আবার আদালতে প্রশ্নের মুখে পুলিশ। সোমবার এই মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে। এর আগের শুনানিতে হাইকোর্ট প্রধান শিক্ষক-সহ এফআইআর-এ নাম থাকা সকল অভিযুক্ত অবিলম্বে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এদিনের শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, প্রধান শিক্ষক ছাড়া এফআইআর-এ নাম থাকা বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপরই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু প্রশ্ন করেন, ''কেন? প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করা যায়নি কেন?'' রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, প্রধান শিক্ষক আগাম জামিনের আবেদন করেছেন। সেসময়ে বিচারপতি আবার প্রশ্ন করেন, ''আগাম জামিনের আবেদন করলে কি গ্রেফতার করা যায় না?'' এই

পরিস্থিতিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়, প্রধান শিক্ষককে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে। তখন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ''আশা করি পুলিশ সব অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারবে।'' মাধ্যমিকের পরে ফের শুনানি। প্রসঙ্গত, নরেন্দ্রপুরের বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরে গত শনিবার শিক্ষকদের মারধর, নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। প্রহৃত শিক্ষক শিক্ষিকারা জানান, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সামনে আসে। অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক প্রভাব খাটিয়ে সেই অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর সে কারণের স্কুল চলাকালীন বহিরাগতদের ক্লাসে ঢুকিয়ে শিক্ষকদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই মামলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন বিচারপতি বসু। দ্রুত সকল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চে তাঁদের আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

২০২৪-তে বিজেপি একাই ৩৭০ আসনে জিতবে, আত্মবিশ্বাসী মোদি

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগেই এনডিএ জোট কত আসন পাবে, কত আসনে বিজেপি জয়ী হবে, তা সংসদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে দিলেন প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক দিকে, কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ অন্য দিকে, বিজেপি সরকারের আমলে উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে মোদির মন্তব্য, ''২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে এনডিএ ৪০০-র বেশি আসন পাবে।'' সোমবার লোকসভায় জবাবি ভাষণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে ধারাবাহিক আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। কখনও নেহরু জমানাকে দুষেছেন, কখনও ইন্দিরা গান্ধির সমালোচনা করেছেন। হাত শিবিরকে কটাক্ষ করে মোদির মন্তব্য, ''আপনাদের এই দীর্ঘ দিন ধরে বিরোধী দলে থাকার সংকল্পকে আমি সাধুবাদ জানাই আপনারা যে ভাবে বহু দশক ধরে এখানে (সরকারে) বসেছিলেন, একই ভাবে আপনারা সেখানে (বিরোধী দলে) বসার সংকল্প করেছেন... জনগণ অবশ্যই আপনাদের আশীর্বাদ করবেন।'' শুধু তাই নয়, এর পর আগামী লোকসভা ভোটে বিজেপি কয়টি আসন পাবে তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন মোদি। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, ''আমি দেশের মেজাজ দেখে বলছি, এনডিএ তো ৪০০ পার করবে। আর ভারতীয় জনতা পার্টিকে ৩৭০ সিট অবশ্যই দেবেন জনগণ।'' দু'বার ওই কথা বলার পর মোদির সংযোজন, ''হামারা তিসরা কার্যকাল বহত বড়া ফয়সেলো কা হোগা' (আমাদের তৃতীয় কার্যকাল অনেক বড় ফয়সলা নেবে)। লালকেল্লা, রামমন্দির উদ্বোধনের সময় বলেছি, দেশকে হাজার বছর সমৃদ্ধির শিখরে দেখতে চাই। তৃতীয় কার্যকালে সেই হাজার বছরের মজবুতির কাজ হবে। ভারতবাসীর প্রতি আমার অপার ভরসা।'' এরই পাশাপাশি কংগ্রেস-সহ বিরোধী জোটকে নিয়ে কটাক্ষের পর কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিরোধী আসন থেকে বিরোধিতা আসে। কিন্তু মোদি আক্রমণ শানিয়ে গিয়েছেন। তাঁর কথায়, ''বিরোধীদের লড়াইয়ের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ভোটে লড়ার মনোবল তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন।'' কংগ্রেসের উদ্দেশে কটাক্ষ হেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''এ বার কিছু তো নতুন ইস্যু আনতেন। কিছু তো নতুন জিনিস বলতেন এই ভোটের সময়। চলুন, এটাও আমি শিখাচ্ছি...।'' মোদি জবাবি ভাষণে বলতে থাকেন, ''বিরোধীদের যে ছন্নছাড়া অবস্থা এর জন্য দায়ী কংগ্রেস। ভাল বিপক্ষ হওয়ার সময় ছিল ওদের। ১০ বছর তো কম নয়। কিন্তু ওরা বিফল হয়ে গিয়েছে। আবার অন্য বিপক্ষকেও সামনে আসতে দেয়নি। তেজস্বী লোকজনকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক নতুন মুখ ছিলেন। তাঁদের উৎসাহ ছিল। কিন্তু নবীনদের ছবি উপরে এলে নিজেদের ঝাপসা হয়ে যাবে, এই ভয়ে কিছু করেননি তাঁরা।'' প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছে যে, সুস্থ গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিপক্ষ খুব জরুরি। কিন্তু বিরোধীর (কংগ্রেস) সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবারবাদ। ওই কথা বলার সময় বহরমপুরের সাংসদ তথা কংগ্রেসের লোকসভার নেতার দিকে তাকিয়ে বলেন, ''দেখুন অধীর চৌধুরীর অবস্থা। আমাদের খড়্গেজি এই সদন থেকে অন্য সদন শিফ্‌ট করে গিয়েছেন। গুলামজি তো পার্টি থেকেই শিফ্‌ট হয়ে গিয়েছেন।'' এর পর নাম না করে রাহুল গান্ধিকে খোঁচা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''একই প্রোডাক্ট বার বার লঞ্চ করে করে কংগ্রেসের দোকানে তালা পড়ার সময় এসে গিয়েছে।'' আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'পরিবারবাদের রাজনীতির' অভিযোগ আনতে গিয়ে মোদি বলেন, ''আমাদের রাজনাথ সিংহের কোনও পার্টি নেই। অমিত শাহের কোনও পার্টি নেই। দেশের গণতন্ত্রের জন্য পরিবারবাদ রাজনীতি বিপজ্জনক। কোনও পরিবারের দু'জন রাজনীতিতে আসতেই পারেন। ১০ জনও আসুন। স্বাগত। কিন্তু প্রশ্ন হল সেই পরিবারই যদি পার্টি চালায়... এটা বিপজ্জনক।'' মোদির সংযোজন, ''এটা আগে কখনও বলিনি। আজ বলে দিলাম।''

শুভেন্দুর শাহী-সাক্ষাত

হিসাব না পেলে টাকা পাঠাবেন না!

বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে নির্মলাকে নালিশ শুভেন্দুর

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলার সরকার যাতে আর কোনও ঋণ না পায় সেই চেষ্টা তিনি করবেন, এমনটা জানিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লিতে ঝটিকা সফরের আগেই তিনি দিল্লি পৌঁছে যান। সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে দেখা করে তিনি যে বাংলার ঋণ না পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, তা স্বয়ং জানিয়েছেন শুভেন্দু। যদিও অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে তা বলতে চাননি তিনি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা দাবি করেছেন যে, রাজ্য সরকার

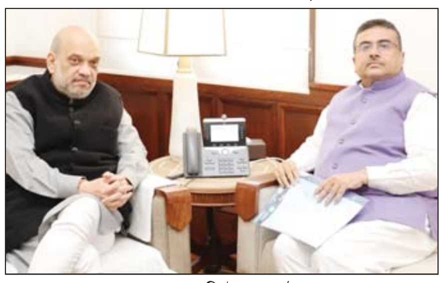

নতুন করে ৭ হাজার কোটি টাকা চাইতে পারে কেন্দ্রের থেকে। যদিও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বা অর্থ সচিব মনোজ পন্থ ঋণ নেওয়ার কোনও ইঙ্গিত দেননি। তাও সাত তাড়াতাড়ি দিল্লি গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কার্যত নালিশ করলেন। শুভেন্দু জানিয়েছেন, আগে নেওয়া ঋণের টাকার যথাযথ হিসাব না দিলে বাংলার সরকারকে যাতে টাকা না দেওয়া হয়, সেই আর্জি তিনি জানিয়েছেন কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রীকে। সংবাদমাধ্যমে শুভেন্দু জানান, ''কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের কাছে আমি বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেছি। ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে যাতে কেন্দ্র তদন্ত করে সেই আর্জি জানিয়েছি।'' পাশাপাশি জিএসটির টাকা নিয়েও যে বাংলায় দুর্নীতি হচ্ছে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন বলেও জানান। শুভেন্দু দাবি করেছেন, দেশের দুটি রাজ্যে কেন্দ্র থেকে জিএসটি বাবদ কোনও অডিট ছাড়া টাকা পাঠানো হচ্ছে। সেই দুটি রাজ্য কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গ। বিজেপি নেতার কথায়, ''পশ্চিমবঙ্গ দেশের একমাত্র রাজ্যে যেখানে ২০১৭ সালে জিএসটি লাগু হওয়ার পর থেকে অডিট হয়নি। তাই দাবি করেছি অডিট হওয়ার পর যাতে বাংলাকে টাকা দেওয়া হয়।'' বিজেপি বিধায়কের আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে যে টাকা রাজ্যে পাঠানো হয় তা দিয়ে সরকারি অফিসের ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয়েছে। এর মানে কেন্দ্রের টাকা রাজ্য সরকার নিয়ে নিচ্ছে। শুধু একশ দিনের কাজ ও আবাস যোজনা মিলিয়ে কেন্দ্রের কাছে বাংলার বকেয়া পাওনা রয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। এই দুই প্রকল্পের অনিয়মের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে অন্তত ডজন খানেক চিঠি পাঠিয়েছিলেন শুভেন্দু। তার পর দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্র অমিত শাহ এবং

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে কয়েকবার দেখা করেন তিনি। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরের আগে নয়াদিল্লি গিয়ে ঋণের বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রককে অবগত করতে চাইলেন তিনি। এদিকে সম্প্রতি স্টেট ফাইনান্সিয়াল অডিট রিপোর্টে ক্যাগ জানিয়েছে, ২০০২-০৩ সাল থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ত ২ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকা খরচের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট তারা পায়নি। এই নিয়ে অন্য বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজ্যে। এদিন প্রথমে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন শুভেন্দু। পরে বৈঠক করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কী কী বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে, তা বিস্তারিত জানালেও ধোঁয়াশা রেখে দিলেন শাহী-বৈঠক নিয়ে। দু দফা বৈঠক শেষে এদিন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, লকেট চট্টোপাধ্যায় ও শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় শুভেন্দু অধিকারীকে। সংসদ চত্বরে তাঁকে বৈঠকের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে মুখ খুলতে চাননি তিনি। শুভেন্দু বলেন, ''যে আলোচনা হয়েছে, তাতে যে রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে, সে নিয়ে কিছু বলব না। শুধু আপনাদের অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশনে নজর রাখতে হবে।''

লোকসভা ভোট হবে শিশুমুক্ত, নেওয়া যাবে না কোলে, কঠোর নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ নির্বাচনী প্রচারে কোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে না শিশুদের। লোকসভা নির্বাচনের আগে, সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি), রাজনৈতিক দলগুলিকে কড়া নির্দেশ পাঠাল নির্বাচন কমিশন। এই বিষয়ে তারা 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি গ্রহণ করবে বলে সতর্ক করেছে কমিশন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পোস্টার সাঁটা, প্যামফলেট বিতরণ বা স্লোগান দেওয়ার মতো কোনও ধরণের নির্বাচনী প্রচারের কাজে ব্যবহার করা যাবে না শিশুদের। কোনও দল হোক বা বিশেষ কোনও প্রার্থী, কোনও উপায়েই শিশুদের ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি, রাজনৈতিক প্রচারের সময় রাজনৈতিক নেতা বা প্রার্থীরা কোনও শিশুকে কোলেও রাখতে পারবেন না। কোনও শিশুকে গাড়িতে রাখা যাবে না বা নির্বাচনী সমাবেশেও নিয়ে যাওয়া যাবে না। আশা করা হচ্ছে, দিন কয়েকের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। তার ঠিক আগে এই নির্দেশিকা পাঠাল কমিশন। তারা জানিয়েছে,

কবিতা, গান, বক্তৃতা কিংবা রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর প্রতীক বা থবি প্রদর্শন-সহ কোনও উপায়েই রাজনৈতিক প্রচারে শিশুদের ব্যবহার করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। এমনকি শিশুরা যাতে কোনও রাজনৈতিক দলের সাফল্যের প্রচার না করে এবং বিরোধী দল বা প্রার্থীর সমালোচনা না করে, সেই দিকেও নজর রাখতে হবে। এছাড়া, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের কঠোরভাবে শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধ ও নিয়ম) আইন, ১৯৮৬ মেনে চলতে বলা হয়েছে। তবে, কোনও শিশুর বাবা-মা বা অন্য কোনও অভিভাবক যদি কোনও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারের সঙ্গে যুক্ত না হন, সেই ক্ষেত্রে সেই অভিভাবকে উপস্থিতিতে কোনও রাজনৈতিক নেতার সান্নিধ্যে আসতে পারবে সংশ্লিষ্ট শিশুটি। সেটাকে কমিশনের নির্দেশিকা লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। ভোট সম্পর্কিত কোনও কাজে নির্বাচন কমিশন বা প্রশাসনও শিশুদের ব্যবহার করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইন এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন যে সঠিকভাবে মানা হচ্ছে, তা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও রিটার্নিং অফিসারদের। প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়েছেন, নির্বাচন যাতে অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়, তার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সময়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে রাজনৈতিক দলগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

হাই কোর্টে গিয়ে কুণাল বৈঠক করলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার কলকাতা হাই কোর্টে গিয়ে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। বেশ খানিক ক্ষণ কথা হয়েছে দু'জনের। পরে কুণাল জানিয়েছেন, এসএলএসটি শরীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীদের তরফে তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে মামলায় তদ্বিরের বিষয়ে কথা বলেন। কুণালের দাবি, অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, ৭ ফেব্রুয়ারি মামলার শুনানির দিন রাজ্যের পক্ষ থেকে 'সদর্থক ভূমিকা' নেওয়া হবে। ২০১৬ সালের এসএলএসটি শরীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীদের প্যানেল প্রস্তুত হয়ে গেলেও নতুন মামলায় তা আটকে রয়েছে। নিয়োগের বিষয়ে রাজ্য সরকার শূন্যপদও তৈরি করেছিল। এ ব্যাপারটি গোড়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোচরে আনার কাজটি করেছিলেন কুণাল। কিন্তু আইনি জটে নিয়োগ কার্যকর হয়নি। বস্তুত, পর্ষদও হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, এই প্যানেল বৈধ। এর আগে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর কুণাল বলেছিলেন, ''রেকমেন্ডেশন (সুপারিশ) পেয়ে যাওয়ার পরেও চাকরি দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, এমন এক জনের নামে মামলা করা হয়েছে, যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।''

দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীরঃঅর্জুন রাম মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতি রয়েছে, যদি কোনও ব্যক্তি দুর্নীতিতে জড়িত থাকে এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা কাজ করবে না, সেটা তো হতে পারে না। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, কেন্দ্রীয় সংস্থা তাঁকে (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন) বহুবার ডেকেছিল এবং তিনি যদি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত না থাকেন, তবে তাঁর অনেক আগেই ইডি-র সামনে হাজির হওয়া উচিত ছিল।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালেরও সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, বিজেপির পক্ষ থেকে নাকি তাঁকে দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, তিনি মিথ্যা বলছেন, আবগারি মামলায় হয়তো তাঁর যোগ রয়েছে, সেই কারণেই কেন্দ্রীয় সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। তাঁদের মন্ত্রী অনেক দিন ধরে কারাগারে রয়েছেন, তিনি আদালতে যাচ্ছেন, মানে ব্যাপারটা গুরুতর।মেঘওয়াল আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১০ বছর ধরে দরিদ্র কল্যাণ বজায় রেখে প্রকল্প তৈরি করছেন, যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, সমস্ত প্রকল্প এতে অবদান রেখেছে, তবে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা।

দল থাকলে রোজগার থাকবে, লাভলি মৈত্র বিধায়কের বিতর্কিত ভিডিয়ো ভাইরাল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দল থাকলে রোজগার থাকবে, সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্রের এমন মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হল। লোকসভা ভোটে হারলে সদস্যদের পদত্যাগ করিয়ে দেব। সোনারপুরের কর্মিসভা থেকে রীতিমতো হুমকি দিয়েছেন বিধায়ক লাভলি মৈত্র। দিয়েছেন, গ্রুপবাজি বন্ধ করে দল ঠিক করার নিদান। পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের আরও বার্তা দিয়েছেন, দল থাকলে তবেই তো টাকা উপার্জন হবে? আর তা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।সোনারপুরের কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন লাভলি। তাঁর বক্তব্যের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, আর দু'মাস খুব বেশি হলে। আর তারপরই লোকসভা নির্বাচন। বুথ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন চলছে। তবে আপনাদের কিছু কিছু জনের ফাজলামোর জন্য প্রত্যেকটি অঞ্চলে এমন কিছু কিছু মানুষ রয়েছে, যাঁরা কোনও দলেরই নয়। সকালে তৃণমূল, রাতে বিজেপি, দুপুরে সিপিএম। দল থাকলে সব থাকবে। এরপরই লাভলি বলেন, দল থাকলে রোজগার হবে। দলটা না থাকলে কিছুই হবে না। কোথা থেকে কী করেন, কোথা থেকে কী আসে, আমার কাছে সব খবর রয়েছে। দলটা না থাকলে তো সেটা হবে না। আর তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মন্তব্য, নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে অনেক নেতা-নেত্রীই সংগঠনের পাঠ দেন। কিন্তু তা বলে ' থাকলে উপার্জন হবে', একজন বিধায়ক কেন কর্মীদের উদ্দেশে সেকথা বলবেন? দৃশ্যত কোনও কর্পোরেট সংস্থার কোনও বস কর্মীদের টার্গেট ফিক্স করে দিচ্ছেন, আর তা না হলে উপার্জন না হওয়ার ভয়ও দেখাচ্ছেন।বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই সরব বিরোধীরাও। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ওঁর উদ্বেগের মূল কারণটা আমরা জানি। কারণ মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে টাকা তোলা। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মানুষ যেভাবে সরে যাচ্ছে, কেউ হতাশ হয়ে সরে যাচ্ছে, সেখান থেকেই ওঁর উদ্বেগ বাড়ছে। দলের যে মূল লক্ষ্য টাকা তোলা, সেটাই সহজ সরলভাবে বলেছেন। লাভলির বক্তব্যের দায় ঝেড়েছে তৃণমূল। তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, কে কী বলছেন, আমি তাঁর দায়িত্ব

পাকিস্তানে থানার মধ্যে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ১০ পুলিশ কর্মী, জখম আরও ৬ জন

ইসলামাবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের ডেরা ইসমাইল খান জেলায় থানার মধ্যে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারালেন ১০ জন পুলিশ কর্মী। ভোররাতে থানার ভিতরে হামলা চালায় জঙ্গিরা, সেই হামলায় ৬ জন পুলিশ কর্মী জখমও হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ জেলার তহসিল দারাবনে সন্ত্রাসীরা ভারী অস্ত্র নিয়ে থানায় হামলা চালায়। আহত পুলিশ কর্মীদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।সন্ত্রাসীরা চারদিক থেকে গ্রেনেড ও ভারী গুলি নিয়ে থানায় হামলা চালায়। পুলিশও পাল্টা জবাব দেয়, কিন্তু সন্ত্রাসীরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। বাহিনী এলাকাটি ঘিরে রেখেছে এবং পালিয়ে যাওয়া জঙ্গিদের খুঁজে বের করার জন্য তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। এখনও কোনও জঙ্গি সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।

কানপুরে গাড়ি উল্টে ও নর্দমায় পড়ে গিয়ে মৃত্যু ৬ জনের, প্রাণে বেঁচে গেল দু'টি শিশু

কানপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের কানপুর দেহাত জেলায় যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে পড়ল নর্দমায়। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, এছা৷ও ওই গা৷তে দু'টি শিশু ছিল। সেই শিশু দু'টি প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। সোমবার ভোররাতে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত ৬ জন ডেরাপুর ও শিবরাজপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোররাতে সিকান্দ্রা থানার অন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। একটি গাড়িতে মোট ৮ জন ছিলেন, তিলক অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন তাঁরা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি প্রথমে উল্টে যায়, তারপর নর্দমায় পড়ে যায়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬ জন। আহত অবস্থায় দুই শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভারত, আমরা তোমাকে নিয়ে গর্বিতঃগ্র্যামি জয়ে প্রতিক্রিয়া শঙ্কর মহাদেবনের

লস এঞ্জেলেস, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃগ্র্যামির মঞ্চে ভারতের চার সঙ্গীতশিল্পীর মাথায় উঠল জয়ের শিরোপা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম' হিসাবে পুরস্কৃত হল ভারতীয় ব্যান্ড ' শক্তি গানের অ্যালবাম ' দিস মোমেন্ট'। এই ব্যান্ডের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে ভারতের চার সঙ্গীতশিল্পীর নাম। শঙ্কর মহাদেবন থেকে উস্তাদ জাকির হুসেন এই ব্যান্ডের সদস্য। ' ব্যান্ডের কণ্ঠশিল্পী হলেন শঙ্কর মহাদেবন। তবলা বাদক হিসাবে রয়েছেন জাকির হুসেন। বেহালায় গণেশ রাজাগোপালন। এবং অন্য তালবাদ্যে ভি সেলভাগণেশ। ২০২৩ সালের ৩০ জুন ' দিস মামেন্ট' অ্যালবামটি মুক্তি পায়। মোট আটটি গান রয়েছে এই অ্যালবামে।গ্র্যামি জয়ের প্রতিক্রিয়ায় শঙ্কর মহাদেবন আনন্দের সঙ্গে বলেছেন, ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার সহকারী সঙ্গীতশিল্পী পরিবার, বন্ধুবান্ধব সকলকে ধন্যবাদ। ভারত, আমরা তোমাকে নিয়ে গর্বিত। ৪ ফেব্রুয়ারি লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হয় ৬৬-তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস। ' ব্যান্ডের সদস্য হিসাবে বিজয়ী হওয়ার পাশাপাশি গ্র্যামির মঞ্চে দ্বিতীয় বার পুরস্কৃত হলেন উস্তাদ জাকির হুসেন। জাকিরের সৃষ্টি ' গ্র্যামির মঞ্চে পুরস্কার পায়। ' বেস্ট বাল মিউজিক পারফরম্যান্স' বিভাগে পুরস্কার পায় ' জাকিরের সঙ্গে বিজয়ী হয়েছেন ভারতীয় বংশীবাদক রাকেশ চৌরাসিয়া। এখনও পর্যন্ত তিনটি গ্র্যামি জিতেছেন জাকির। রাকেশের সাফল্যের মুকুটেও জ্বলজ্বল করছে দু'টি গ্র্যামি পুরস্কার।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মোহন যাদবের, মধ্যপ্রদেশের প্রগতি নিয়ে হয়েছে বার্তালাপ

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। সোমবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মধ্যপ্রদেশের প্রগতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মোহন যাদব। এছাড়াও নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়ে থাকতে পারে।প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাকে আশীর্বাদ করেছেন, যাতে মধ্যপ্রদেশে সরকার ভালভাবে কাজ করে এবং জনগণের জন্য সমস্ত কাজ করে। রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে মনোযোগ দেওয়ার বিষয়েও কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

কেন গ্রেফতার করা গেল না নরেন্দ্রপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষককে? নরেন্দ্রপুর মামলায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নরেন্দ্রপুর স্কুলের মামলায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি প্রধান শিক্ষককে। অভিযুক্ত শিক্ষক আগাম জামিনের আবেদন করার কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে ব্যাখ্যা পুলিশের। আগাম জামিনের আবেদন করলে কাউকে গ্রেফতার করা যায় না? সোমবার মামলার শুনানিতে প্রশ্ন তোলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজি বসু।এরপরই বিচারপতি বিশ্বজি বসু প্রশ্ন করেন, কেন ? প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করা যায়নি কেন? রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, প্রধান শিক্ষক আগাম জামিনের আবেদন করেছেন। সেসময়ে বিচারপতি আবার প্রশ্ন করেন, আগাম জামিনের আবেদন করলে কি গ্রেফতার করা যায় না?এই পরিস্থিতিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়, প্রধান শিক্ষককে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে। তখন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, আশা করি পুলিশ সব অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারবে। মাধ্যমিকের পরে ফের শুনানি।নরেন্দ্রপুরের বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরে গত শনিবার শিক্ষকদের মারধর, নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। প্রহৃত শিক্ষক শিক্ষিকারা জানান, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সামনে আসে। অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক প্রভাব খাটিয়ে সেই অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর সে কারণের স্কুল চলাকালীন বহিরাগতদের ক্লাসে ঢুকিয়ে শিক্ষকদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই মামলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন বিচারপতি বসু। দ্রুত সকল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চে তাঁদের আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

হঠাই প্রয়াত কাছের মানুষ,স্ত্রীকে নিয়ে স্কুটিতে শ্মশানে পৌঁছন গায়ক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ২০২১-এ মা'কে হারিয়েছিলেন গায়ক অরিজি সিং। এবার আরও এক খারাপ খবর। গায়ক হারালেন তাঁর আর এক কাছের মানুষ, তাঁর এতদিনের সঙ্গী, তাঁর দিদা ভারতী দেবীকে। রবিবার বার্ধক্যজনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। জিয়াগঞ্জেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অরিজিতের দিদা। রবিবার স্ত্রী কোয়েল সিংহকে স্কুটিতে বসিয়ে জিয়াগঞ্জ শ্মশানে যেতে দেখা যায় অরিজিকে। বার্ধক্যজনিত কারণে বেশ কয়েকদিন ধরেই ভুগছিলেন গায়কের দিদা। শিবতলা ঘাটের নিজের বা৷তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ভারতীদেবী। জিয়াগঞ্জ শহরের গঙ্গা তীরেই রয়েছে মহা শ্মশানে, সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ভারতী দেবীর। সেখানে অরিজি, কোয়েল ছাড়াও উপস্থিত ছিলে গায়কের বাবা সুরিন্দর সিংহ।্জিয়াগঞ্জের কামিনী দেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন ভারতী দেবী। শৈশবে অরিজিতের গানের তালিম শুরু হয় দিদার কাছেই। দিদার হাত ধরেই সঙ্গীত গুরু রাজেন হাজারির কাছে সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন গায়ক। স্বাভাবিক ভাবে মায়ের মৃত্যুর পর দিদার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ শিল্পী।্মাকে হারানো বেদনা এখনও তাজা গায়কের মনে। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সময়ে যদি গায়ককে তাঁর মায়ের ছবি উপহার দেওয়া হয়, তা হলে এখনও আবেগঘন হয়ে পড়েন গায়ক। করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর কলকাতায় নিয়ে এসে

সিসোদিয়ার জেল হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি, ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়াল দিল্লির আদালত

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেতা মনীশ সিসোদিয়ার বিচারবিভাগীয় হেফাজতের (জেল হেফাজত) মেয়াদ বৃদ্ধি করল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মনীশ সিসোদিয়ার জেলা হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে দিল্লির এই আদালত। দিল্লি আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় এই মুহূর্তে জেলে রয়েছেন সিসোদিয়া।বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সোমবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে পেশ করা হয় মনীশ সিসোদিয়াকে। এদিন সিসোদিয়ার বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে আদালত। অর্থা আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে।

হেমন্তের আর্জিতে ইডি-র প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট, ১২ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানি

রাঁচি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃসুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার কার্যকরী সভাপতি হেমন্ত সোরেন। ইডি-র গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন, হেমন্তের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবার ইডি-র প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।প্রসঙ্গত, জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে সম্পর্কিত মামলায় ইডি-র হাতে গ্রেফতার হন হেমন্ত সোরেন। এরপরই গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এ বিষয়ে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে প্রথমে আবেদন জানাতে হবে তাঁকে। সেই মতো ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের বিষয়ে সোমবার ইডি-র কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল উচ্চ আদালত। ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিজেদের উত্তর জানাতে হবে ইডি-কে। পরবর্তী শুনানি হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

ভারত-বিরোধী অবস্থানেই অটল থাকলেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভারত-বিরোধী অবস্থানেই অটল থাকলেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু।বছরের প্রথম ভাষণ দেওয়ার আগে নিজের দেশের পার্লামেন্টেই ধাক্কা খেলেন তিনি। কারণ অধিবেশন শুরুর আগেই প্রেসিডেন্টের ভাষণ বয়কটের সিদ্ধান্ত দুই প্রধান বিরোধী দলের।প্রতি বছরের শুরুতে পার্লামেন্টে বিশেষ ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট। দেশের সার্বিক উন্নতির চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি আগামী দিনে কোন পথে দেশ এগোতে পারে, সেই নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। কোনও সমস্যা হলে কীভাবে তার মোকাবিলা করা হবে সেই আলোচনাও হয় এই বক্তৃতায়। যেহেতু বছরের শুরুতে চিন সফরে গিয়েছিলেন মুইজ্জু (Mohamed Muizzu), তাই পার্লামেন্টে ভাষণ বেশ খানিকটা পিছিয়ে দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরে এটাই পার্লামেন্টে মুইজ্জুর প্রথম ভাষণ। এ দিন সংসদে বক্তব্য রাখেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। বিরোধী দলগুলি, যারা মুইজ্জুর ভারত-বিরোধী অবস্থানের সমালোচনা করেছিলেন, তারা এ দিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য বয়কট করেন। সংসদে বক্তব্য রাখতে এসে প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু জানান, মলদ্বীপে তিনটি উড়ান প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, তার একটি থেকে আগামী ১০ মার্চের মধ্যে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হবে। ১০ মে-র মধ্যে বাকি দুটি প্ল্যাটফর্ম থেকেও ভারতীয় সেনা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে বলে জানান তিনি।প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু বলেন, মলদ্বীপ ভারতের সঙ্গে চুক্তি রিনিউ করবে না। আমরা অন্য কোনও দেশকে আমাদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ বা তাকে খাটো করতে দেব না।্মলদ্বীপে ৮০ জন ভারতীয় সেনা মোতায়েন রয়েছেন মানবিক ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে উদ্ধারকাজের জন্য। প্রতিবেশী দেশ মলদ্বীপকে ২০০৯ সালে হেলিকপ্টার উপহার দিয়েছিল ভারত। পরে আরও কিছু যুদ্ধবিমান উপহার দেয়। মূলত এই বিমানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও মলদ্বীপের সেনাকে বিমান পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যই মোতায়েন রয়েছেন ৭৫ জন ভারতীয় সেনা। এই সেনা নিয়েই আপত্তি মলদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর। তিনি নির্বাচনী লড়াইয়েও ভারতের বিরুদ্ধেই প্রচার করেছিলেন।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার নগদ টাকা

বারুইপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃগয়নার দোকানে ডাকাতির তদন্তে নেমে বড় সাফল্য পেল বারুইপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হল প্রচুর রুপোর গয়না ও নগদ টাকা। ধরা পড়েছে এক গয়না ব্যবসায়ী।গত ২৫ জানুয়ারি বারুইপুরের ধপধপি এলাকায়.একটি গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় ৩১ জানুয়ারি আজিজুল ঘরামি নামে গোসাবার বাসিন্দা একজনকে ধরে পুলিশ। তাকে জেরা করেই আরও

আস্থা স্পেশাল ট্রেন'-এর যাত্রার সূচনা, অনুরাগ বললেন ৫০০ বছরের অপেক্ষার অবসান হয়েছে

উনা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃরামভক্তদের জন্য 'আস্থা স্পেশাল ট্রেন'-এর যাত্রার সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। সোমবার ভোরে হিমাচল প্রদেশের উনা জেলার অম্ব আন্দাউরা রেল স্টেশন থেকে 'আস্থা স্পেশাল ট্রেন'-এর যাত্রার সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। এই ট্রেনটি হিমাচল প্রদেশের অম্ব আন্দাউরা রেল স্টেশন থেকে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা ধাম পর্যন্ত চলাচল করবে।এই ট্রেনের যাত্রার সূচনা করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, রামভক্তদের নিয়ে অযোধ্যাধামের উদ্দেশ্যে প্রথম ট্রেন রওনা হয়েছে। আমি খুশি যে, এই ট্রেনটি উনা জেলার অম্ব আন্দাউরা থেকে সূচনা করা হয়েছে। আমি বলতে চাই, প্রধানমন্ত্রী মোদী আপনাদের ৫০০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছেন, এটি একটি বিরাট বিজয়। অনুরাগ বলেছেন, ৫০০ বছরের অপেক্ষার অবসান হয়েছে। রামভক্তদের বহু বছরের অপেক্ষার অবসানও ঘটেছে, একটি বিশাল রামমন্দির (অযোধ্যায়) নির্মিত হয়েছে। 'দেবভূমি' হিমাচল থেকে অযোধ্যা ধাম পর্যন্ত প্রথম ট্রেনের সূচনা করা হয়েছে। আমি আনন্দিত যে, ট্রেনটি আমার লোকসভা কেন্দ্র হামিরপুরের অম্ব আন্দাউরা থেকে সূচনা করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, হিমাচলের কোনও ভাই অথবা বোন যখনই অযোধ্যাধামে রামলালার দর্শন পাবেন, ততবারই আমি বুঝব আপনাদের মাধ্যমে আমিও ভগবান শ্রী রামের চরণে উপস্থিত হয়েছি।..আমাদের প্রজন্ম সত্যিই সৌভাগ্যবান, আমরা রাম মন্দির আন্দোলনও দেখেছে এবং অযোধ্যায় ঐশ্বরিক বিশাল রাম মন্দির তৈরি হতেও দেখেছে।

ভয়াবহ দাবানলে চিলিতে মৃত্যু বেড়ে ৯৯, ভস্মীভূত ১ হাজারেরও বেশি বাড়ি

সান্তিয়াগো, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃবিধ্বংসী দাবানলে জ্বলছে চিলি, মধ্য চিলির শান্ত সৈকত শহর ভিনিয়া দেল মার। এখানকার বিখ্যাত মিউজিক ফেস্টিভ্যালের সময় ছাড়াও সারা বছরই পর্যটকের আনাগোনা লেগে থাকে। সম্প্রতি চিলির সেই শান্ত শহর জ্বলছে দাবানলে। চিলিতে ভয়াবহ দাবানলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৯। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ধ্বংস হয়েছে প্রায় ১ হাজারেরও বেশি বাড়ি। বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বলে ওঠা এই দাবানল বেশি হওয়ার কারণে জারি করা হয়েছে এমার্জেন্সী।উপদ্রুত এলাকা থেকে সরানো হয়েছে মানুষজনকে। প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিকের পক্ষ থেকে সোমবার এবং মঙ্গলবার জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভয়াবহ আগুনের সঙ্গে ঝুঝতে সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে চিলির সরকারের তরফে। ২০২৩ সালে একইরকম ভাবে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটেছিল চিলিতে। সেসময় অগ্নিকান্ডের জেরে প্রাণ হারিয়েছিলেন ২২ জন মানুষ। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল ৪ লক্ষ হেক্টর জমি। গত ২-দিন ধরে দাবানল ছড়িয়েছে মধ্য চিলির ভালপারাইসো এলাকায়। সেই আগুন সর্বগ্রাসীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশের শহরগুলিতে। ইতিমধ্যে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৯ জনের।

শ্রীনগর ও রাজৌরিতে তুষারপাত অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে ভূস্বর্গ, আশঙ্কা তুষারধসেরও

শ্রীনগর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন করে আবারও তুষারপাতের সাক্ষী হল শ্রীনগর, সোমবার ভারী তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতেও। তুষারপাতের পর অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে শ্রীনগর ও রাজৌরি-সহ কাশ্মীরের নানা প্রান্ত। রাজৌরির কিছু অংশে নতুন করে তুষারপাত হওয়ায়. পর্যটকরা তা তুষারপাত উপভোগ করেছেন। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন পর্যটকরা।কাশ্মীরে গত কয়েক দিন ধরেই বরফ পড়ছে। রাস্তাঘাট সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে। বাড়ি, গাড়ির উপরেও বরফের আস্তরণ পড়তে দেখা গিয়েছে। এর মাঝে সোমবার আরও তুষারপাতের কারণে তুষারধস নামতে পারে উপত্যকায়, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে সেই ইঙ্গিত রয়েছে। তবে আবহবিদেরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকে কাশ্মীরে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হতে পারে।

পারস্পরিক সহযোগিতা যে কোনও বিচার ব্যবস্থার রায়দানকে তরান্বিত করে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি,৫ ফেব্রুয়ারিঃপারস্পরিক সহযোগিতা যে কোনও বিচার ব্যবস্থার রায়দানকে তরান্বিত করে। এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কখনও কখনও, একটি দেশে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে অন্য দেশের সাথে কাজ করতে হয়। যখন আমরা সহযোগিতা করি, তখন আমরা একে অপরের ব্যবস্থাগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে পারি। বৃহত্তর বোঝাপড়া বৃহত্তর সমন্বয় আনে এবং সমন্বয় আরও ভাল এবং দ্রুত বিচার প্রদানকে বাড়িয়ে তোলে।প্রধানমন্ত্রী মোদী গত শনিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কমনওয়েলথ লিগ্যাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত কমনওয়েলথ অ্যাটর্নি এবং সলিসিটর জেনারেল কনফারেন্স-২০২৪-এর উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, তদন্ত ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা প্রসারিত করতে হবে। একে অপরের এক্তিয়ারকে সম্মান করার সময়ও সহযোগিতা ঘটতে পারে। যখন আমরা একসাথে কাজ করি, তখন বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রদানের একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, পুনর্বিবেচনা এবং সংস্কার প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে আধুনিকীকরণ আইনী ব্যবস্থা যা ন্যায়বিচার প্রদান করে। এর মধ্যে আমাদের সিস্টেমগুলিকে আরও নমনীয় এবং অভিযোজিত করা অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে আরও নাগরিককেন্দ্রিক করতে হবে।ন্যায়বিচারের সহজতা ন্যায়বিচার প্রদানের একটি স্তম্ভ!

মেয়ে হওয়ার অপরাধ, তিন মাসের শিশুকে আছড়ে খুনের অভিযোগ বাবা-মা-র বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মেয়ে হওয়ার অপরাধ । মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল তিন মাসের শিশু । একরত্তিকে আছড়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে তারই মা-বাবার বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের ভাতশালায় । রবিবারই ওই তিন মাসের শিশুর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় । পরে পুলিশি জেরায় খুনের দায় স্বীকার করে অভিযুক্ত বাবা-মা ।গত রবিবার দুপুরে তিন মাসের এক শিশুর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হওয়ার পরেই পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বাবা রিন্টু শেখ ও তাঁর স্ত্রী বেলুয়ারা বিবিকে গ্রেফতার করেছে ডোমকলের পুলিশ। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, ভাতশালার রিন্টু শেখ কেরলে কাজ করেন। মাস তিনেক আগে তৃতীয় কন্যাসন্তান জন্ম হয়। সেই খবর পাওয়ার পর সপ্তাহখানেক আগে গ্রামে ফিরেছিলেন রিন্টু। বাবা দবির শেখের দাবি, ছেলে রিন্টুই তাঁর ছোট্ট নাতনিকে আছাড় মেরে খুন করেছেন। খুনে জড়িত পুত্রবধূও। দু'জনের বিরুদ্ধেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন দাদু। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পরে দম্পতিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।বছর সাতেক আগে রিন্টুর বিয়ে হয়েছিল ডোমকলের কামুড়দিয়াড়ের বাসিন্দা বেলুয়ারার সঙ্গে। চার বছর আগে তাঁদের প্রথম সন্তান জন্মায়। মেয়ে। পরের সন্তানটিও মেয়েই। তিন মাস আগে তৃতীয় বার কন্যার জন্ম দেন বেলুয়ারা। পড়শিদের একাংশের দাবি, রিন্টু মাদকের নেশায় আসক্ত। তার খরচ জোগাতে এক বার নিজের বড় মেয়েকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিতে যাচ্ছিলেন এক মহিলার কাছে। পরিযায়ী শ্রমিক কলোনির লোকেরা তা জেনে যাওয়ায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। দিল্লিতে রিন্টুর সঙ্গে কাজে গিয়েছিলেন ওই গ্রামেরই বাসিন্দা রিনা পারভিন। তিনি বলেন, ' কাজ করতে চাইত না। সারা দিন বসে থাকত আর নেশা করত। বড় মেয়েকে আট হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার প্ল্যান করেছিল। আমরা জেনে যাওয়ায় তা পেরে ওঠেনি। খবর পেলাম, ছোট মেয়েটাকে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৬ফেব্রুয়ারি ঃমঙ্গলবার, ২২মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২২মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সান্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২২মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন।সংসারে শান্তি হবে। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন **মিথুন রাশিঃ**আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমন কিছুতে নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার উপার্জন ক্ষমতা উন্নত করবে। **কর্কট রাশিঃ**আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। **সিংহরাশিঃ**যদি আপনি সাম্প্রতিককালে হতাশ বোধ করে থাকেন-তাহলে আপনার মনে রাখা উচিত যে আজ সঠিক কাজ **কন্যারাশিঃ**বয়স্করা তাঁদের বাড়তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন। **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্ত করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন **মকর রাশিঃ**বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলে **মীন রাশিঃ**মানসিক চর্চার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পুন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয.করা আপনার আইটেমগুলি চুরি বা অপসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে. তুলতে পারে। কোন প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। কিন্তু

জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজে গতি আনার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজে গতি আনতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর আজ পুনরায় নির্দেশ দিয়েছেন। ওই প্রকল্পে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি ফের একবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। পাশাপাশি এই প্রকল্পের কাজে আরও গতি আনতে মুখ্যসচিবকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রকল্পের জন্য জমি কেনা-সহ অন্যান্য খাতে কেন্দ্রের থেকে রাজ্যকে প্রায় ২৫ শতাংশ বেশি টাকা খরচ করতে হয় । অথচ প্রকল্পের প্রচার হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর নামে। এদিকে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মোট ১১০০-রও বেশি নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। যার মধ্যে যুগ্ম নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট পদে ৩২৪টি, জেলার জনস্বাস্থ্য নার্সিং অফিসার পদে ২৪টি, স্টাফ নার্স ৪০৫টি, গ্রেড-২ তে সিনিয়র পাবলিক হেলথ নার্স ৩৫৮টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হবে।

দুই দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল চেঙ্গাইল চন্ডিবেড়িয়ার মাঠে

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার ও সোমবার চেঙ্গাইল মানব কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় চেঙ্গাইল চন্ডিবেড়িয়ার মাঠে। একাধিক ইভেন্টে বিভিন্ন বিউছাত্র-ছাত্রীসহ হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে, প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান,উলুউ পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক তথা প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার বিদেশ রঞ্জন বোস, উলুবেড়িয়া পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মঈন উদ্দিন মিদ্দা, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা রাখি করন, বিশিষ্ট আইনজীবী মুন্সি মতিয়ার রহমান,বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সংস্থার উপদেষ্টা জনাব ইশা মল্লিক , এবং লাডলো জুট মিলের আধিকারিকগণ, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়, সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, শেখ আনিসুর রহমান, বসির উদ্দিন মোল্লা।

শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর আজ রাজ্য বিধান সভার বাজেট অধিবেশন মুলতুবি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ সর্বসম্মত ভাবে শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর আজ রাজ্য বিধান সভার বাজেট অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। স্পিকার বিধান বন্দোপাধ্যায় সাম্প্রতিক কালে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। পরে সকল সদস্যরা এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন।আজ যাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় তারা হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা, নারায়ণ বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক অনুপ ঘোষাল চিত্ত রঞ্জন রায় মহারানী কোঙার, মির কাশেম মোল্লা , উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী উস্তাদ রশীদ খান এবং কবি দেবারতি মিত্রা। এইদিকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষন ছাড়াই অধিবেশন শুরু নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলেও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় গত অধিবেশন শেষ না করে মুলতুবি করে দেওয়ায় এটি শীতকালীন অধিবেশনের বাকি অংশ ধরে নিয়ে রাজ্যপালকে আমন্ত্রন জানানো হয়নি বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার শ্যামপুর দুনম্বর ব্লকের উত্তর ও মধ্য চক্রের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক সরঞ্জাম প্রদানের জন্য চিহ্নিত করেন শিবির অনুষ্ঠিত হলো শ্যামপুর মধ্য চক্ত সম্পদ কেন্দ্রে। সোমবার আয়োজিত শিবিরে মোট চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রীকে চিহ্নিত করা হয়। এবং চিহ্নিত ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনে যাতে আগামী দিনে হুইল চেয়ার, কৃত্তিম অঙ্গ, বিশেষ জুতা সহ নানান সরঞ্জাম প্রদান করা হবে। চিহ্নিত করন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা আই ই ডি কোন অর্ডিনেটর নীলাঞ্জন ঘোষ,ও সমগ্র শিক্ষা মিশন ও চক্র সম্পদ কেন্দ্রের বিশেষ শিক্ষিকা সহ অন্যান্য।

৩১টি বাসের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারি এনবিএসটিসির নতুন ৩১টি বাসের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কোচবিহারে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন এন বিএসটিসি চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। এদিন তিনি জানান, মাস দুয়েক আগে কোচবিহারে প্রথম পর্যায়ের ৩১টি নতুন বাস এসে পৌঁছেছে। সেই বাসগুলি বিভিন্ন রুটে চলাচল করবে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বাস গুলির উদ্বোধন করবেন। এদিন তিনি সাংবাদিক বৈঠকে আরো জানান, প্রথম পর্যায়ের ৩১টি বাস প্রত্যেকটি ডিভিশনে বিভিন্ন রুটে চলাচল করবে, শুধু তাই নয় বেশ কিছু রুটে যেগুলো পুরনো বাস রয়েছে সেই বাস গুলির বদলে নতুন বাস সেই রুট গুলিতে চলতে বলেও তিনি জানান। দ্বিতীয় পর্যায়ের বারোটি বাস এবং তৃতীয় পর্যায়ের সিএনজি বাস খুব দ্রুত এসে পৌঁছাবে কোচবিহারে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। একদিকে যেমন এন বি এস টি সির বাস উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনি বালুরঘাট এবং শিলিগুড়িতে এনবিএসটিসির দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এমনটাই জানিয়েছেন পার্থপ্রতিম রায়। এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে এনবিএসটিসির আয়ের সংক্রান্ত হিসেবেও সকলের সামনে তুলে ধরেন পার্থ বাবু।

আবর্জনা দিয়ে ৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাকায় বায়ো মাইনিং এর কাজ

বেলুড় চাঁদমারি ভাগাড় এলাকা পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবেঃ দাবি পুরসভার

শ্রেয়া আদক, বেলুড়, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ভাগাড় (ডাম্পিং গ্রাউন্ড) তুলে দেওয়ার দাবি তুলে হাওড়ার বেলুড়ের চাঁদমারি রোডে গত মঙ্গলবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ উঠেছিল চাঁদমারি অঞ্চলে বালি পুরসভার যে ময়লা আবর্জনা ফেলার ডাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে সেটি ময়লা ফেলতে ফেলতে এখন আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, গত কয়েক দিন ধরে জমে থাকা ময়লা আবর্জনায় আগুন লেগে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে স্থানীয় এলাকা। এর প্রতিবাদেই মঙ্গলবার সকালে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা ভাগাড় তুলে দেওয়া হোক বলে দাবি তোলেন। যদিও, সোমবার বালি মিউনিসিপ্যালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার দেবব্রত পাল বলেন, চাঁদমারি ভাড়াড়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আগে যে এজেন্সি ছিল এখন সেই এজেন্সি পরিবর্তন করে নতুন এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ভাগাড়টি অনেকদিন ধরে রয়েছে। আমরা এই এজেন্সি বদলের পর থেকে দেখা যাচ্ছে রাতে আগুন লাগছে। সেই আগুন যাতে না লাগে, স্থানীয় মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় সেখানে ২টো পাম্প দিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু রাতে আগুন ধরছে। এই আগুন লাগানোর কারণে ১ জনকে ধরে নিশ্চিন্দা থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আশা করব পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। রাজ্য সরকার সুডার ব্যবস্থাপনায় কেএমডিএকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কেএমডিএ টেন্ডার ডেকেছিল। এই টেন্ডার মারফত ৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দিয়ে এই এই আবর্জনা দিয়ে বায়ো মাইনিং হবে।

এই কাজ শেষ হতে ১৮ মাস সময় লাগবে। ১৮ মাস পর এই এলাকা পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এই এলাকা সামনের দিকে ঘেরা আছে। পেছন দিক দিয়ে যাতে কোনও দুস্কৃতি ঢুকে অসামাজিক কাজ না করতে পারে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে।

উত্তরপাড়া পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রয়াত

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি,৫ ফেব্রুয়ারিঃ বিশিষ্ট তৃণমূল নেতা তথা উত্তরপাড়া পৌরসভার দুই বারের প্রাক্তন চেয়ারম্যান পিনাকী ধামালি রবিবার রাত সাড়ে দশটায় কলকাতার এক হাসপাতালে পরলোক গমন করেন মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী ও দুই পুত্রকে গত কয়েকদিন ধরে তিনি অসুস্থতার কারণে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই রবিবার রাতে প্রয়াত হন তিনি ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দুবার উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তারপর ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন গত পুরো নির্বাচনে তিনি নির্দল হিসেবে তার ওয়ার্ড থেকে জিতে ছিলেন গত ২১শে জানুয়ারি তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেছিলেন। আরও জানা যায় তিনি ৯০ সাল থেকে কখন কংগ্রেস কাউন্সিলর ছিলেন তারপর তৃণমূল হওয়ার পরে তৃণমূলে চলে আসেন কলকাতা থেকে তার মরদেহ উত্তরপাড়া পৌরসভায় আসার পরে সেখানে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন উত্তর পাড়ার পুরো চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ কাউন্সিলর অর্ণব রায় এরপর মরদেহ হিন্দ মোটরের বাড়িতে যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সব কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর পাড়া মণ্ডলের সভাপতি সঞ্জয় বনিক সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক জ্যোতি কৃষ্ণ চ্যাটার্জি। তারা সমবেদনা জানান। এলাকার লোকেরা উপস্থিত ছিলেন তারপর মরদেহ শিবতলা নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার পুরো চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব কাউন্সিলররা ও পার্টি কর্মীরা এবং ভাইস চেয়ারম্যান এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়ার পুরো চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন তার আত্মার শান্তি কামনা করি তার পরিবারকে সমবেদনা জানাই। আমি বেদনাহত তার পরিবারকে সমবেদনা জানাই পুরসভা সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন খুব দুঃখের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তার আত্মার শান্তি কামনা করি পরিবারকে সমবেদনা জানাই ২০০০ থেকে ২০১০ দুবারের চেয়ারম্যান ছিলেন আমি ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম সেই সময় সিপিএমের জমানা ছিল এটা বোঝার ব্যাপার। ৯০ সাল থেকে কাউন্সিলর ছিলেন।

লেবুখালীতে আত্মঘাতী দশম শ্রেণীর ছাত্রীর পরিবারের পাশে দাঁড়ালো ভারতীয় জনতা পার্টি

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ গত ২রা ফেব্রুয়ারি আত্মঘাতী হয় দশম শ্রেণীর ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা দাশ।তার ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোট। সুইসাইড নোটে বাড়ির পাশের বাসিন্দা দুখিরাম দাসের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় বলে জানা যায়।জানা যায়,ওই ব্যক্তি সবসময় প্রিয়ঙ্কাকে উত্যক্ত করত,এবং তার সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার কথা বলতো।কিন্তু প্রিয়াঙ্কা রাজি না হওয়ায় ১লা ফেব্রুয়ারি রাতে প্রিয়াঙ্কাকে একা পেয়ে দুখিরাম নিজের মনবাসনা পূরন করার চেষ্টা করে।এবং এই ঘটনা কাউকে না জানানোর হুমকি দেয়, জানালে প্রাণে মেরে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয় বলে জানা যায়।এরপরই আত্মঘাতী হয় ওই পড়ুয়া।মৃতার পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশীরা, দুখিরামের ফাঁসির সাজা চাইছেন। এদিন প্রিয়াঙ্কার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির হিঙ্গলগঞ্জ মণ্ডল এক এর বিজেপি সদস্যরা। বিজেপি প্রতিনিধি দলের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রিয়াঙ্কার পরিবার। বিজেপির এই প্রতিনিধি

হিঙ্গলগঞ্জ

দলে উপস্থিত ছিলেন পুস্পেন্দু রায় মন্ডল, পার্থপ্রতিম জানা, চামেলী গায়েন, সুজিত পরামানিক, সুব্রত মন্ডল সহ অন্যান্নরা। এ বিষয়ে হিঙ্গলগঞ্জ মন্ডল এক এর সভাপতি পুস্পেন্দু রায় বলেন, আমরা ওই পরিবারের সাথে আছি। দোষির সাজা চাই, তা যদি না হয় আমরা আন্দোলনের পথে নামবো। এ বিষয়ে দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য বিধান মুন্ডা জানান, বর্তমানে পুলিশ প্রশাসন খুবই সক্রিয়, পুলিশ পুলিশের মত কাজ করছে ইতিমধ্যে ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তের বাড়িতে সংবাদ মাধ্যম গিয়ে প্রশ্ন করলে তার ছেলে ও তার পরিবারের সদস্যরা বলেন দোষ করেছে, সাজা পাবে। আইন আইনের পথে চলবে।

ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুতি, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ আবারও ভিনরাজ্যে রাজমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বহুতল বিল্ডিং থেকে পড়ে মৃত্যু হলো ফারাক্কার এক শ্রমিকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা থানার অর্জুনপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খোদাবন্দপুর এলাকায়। মৃত্যু সংবাদ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নার রোল পড়েছে পরিবারে। মৃত ওই শ্রমিক যুবকের নাম আব্দুল মান্নান (২২)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৭ দিন আগে নিজ বাড়ি থেকে ফরাক্কার খোদাবন্দপুর থেকে হায়দ্রাবাদে রাজমিস্ত্রি কাজের উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছিলো আব্দুল মান্নান। রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ আব্দুলের পরিবারে খবর আসে বহুতলা বিল্ডিংএ কাজ করার সময় হটাৎ নিচে পরে যায় আব্দুল মান্নান। গুরুত্বর জখম অবস্থায় তাকে তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা আব্দুলকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত্যুর খবর বাড়িতে এসে পৌঁছাতে কান্নায় ভেঙে পরে পরিবারের লোকজন। শ্রমিকের মৃত দেহ ময়নাতদন্তের পরেই মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে আসা হবে বলেই জানা গিয়েছে পরিবার সূত্রে। এদিকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ফরাক্কা থানার খোদাবন্দপুর গ্রামে।

বন্ধ হয়ে গেলো ৫৫ বছর ধরে চলা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস

তনয় কুমার মিশ্র, মালদা ৫ ফেব্রুয়ারিঃ একাধিক বার আবেদন করেও খেলার জন্য পাওয়া যায় নি বৃন্দাবনী মাঠ ! এর ফলে ৫৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বন্ধ হয়ে গেলো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস। মালদা শহরের বৃন্দাবনী মাঠে গত ৫৫ বছর ধরে জানুয়ারির শীতে বসতো ছাত্র ছাত্রীদের খেলার আসর, ক্ষুদে ক্রীড়াবিদ ও ছাত্র-ছাত্রীদের হৈ চৈ ও বুটের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠতো গোটা শহর। প্রতি বছর এই মাঠে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস এর জোনের খেলা সম্পন্ন হয়। সেই মাঠে বার বার আবেদন করেও মাঠ পায়নি ছাত্র ছাত্রীরা। ফলে ৫৫ বছরের রিতি ভেঙে এ বছর বন্ধ হয়ে গেলোগেল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস এর খেলা।ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস এর জেলা সেক্রেটারি পুস্পেন্দু কুমার মিশ্র জানিয়েছেন , এবছর মাঠের অভাবে আমরা খেলা করাতে পারিনি। মাঠের জন্য বারবার আবেদন করে আমরা মাঠ পাইনি। তাই এবছর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের খেলা স্থগতি রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বহু স্কুল খেলা করাতে পারে নি।কিছু বিদ্যালয় তাদের অল্প জাগায় কোনো ক্রমে বিদ্যালয়ের খেলা সম্পন্ন করেছে। এই নিয়ে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষক, ও অভিভাবক মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবাদ জানিয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ও বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন। ইংলিশবাজার সদর জোনের প্রায় চল্লিশটি স্কুলের খেলা প্রতি বছর বৃন্দাবনী মাঠে হতো। এ বছর জেলা প্রশাসনের কাছে একাধিক বার মাঠ চেয়ে আবেদন করলেও বিদ্যালয় গুলি মাঠ পায়নি। মাঠের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া চাওয়া হয়েছে। স্পোর্টস কমিটির সেক্রেটারি জয়ন্ত দাস জানিয়েছেন, আমরা মাঠের জন্য বারবার জেলা প্রশাসনের দারস্ত হয়। আমাদেরকে একাধিক বার ঘোরানো হয়। মাঠের জন্য ৫০০০ টাকা দিতে বলা হয়। অথচ খেলার জন্য মাঠ না দিয়ে সেই মাঠ প্রাণী সম্পদ উদ্যান দপ্তরের মেলা হয়। এর ফলে আমরা খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার নগদ টাকা ও রুপোর গহনা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ এবার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার নগদ টাকা ও রুপোর গহনা।এবার গয়নার দোকানের ডাকাতির তদন্তে নেমে বড় সাফল্য পেল বারুইপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হলো প্রচুর রুপোর গহনা ও নগদ টাকা। ধরা পড়েছে এক গহনা ব্যবসায়ী। গত ২৫ শে জানুয়ারি বারুইপুরের ধপধপি এলাকায় একটি গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় ৩১ শে জানুয়ারি আজিজুল ঘরামি নামে গোসাবার বাসিন্দা একজনকে ধরে পুলিশ। তাকে জেরা করেই আরও একজনের খোঁজ মেলে। সোমবার তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ধৃতের নাম সৌম্যজিত মণ্ডল। তার বাড়ি জীবনতলা থানা এলাকায়। তার কাছ থেকে নগদ আশি হাজার টাকা ও কয়েক হাজার টাকার চুরি যাওয়া রুপোর গহনা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বারুইপুর

পুলিশ সূত্রের খবর, জীবনতলা থানার সরবেড়িয়া এলাকায় গয়নার দোকান রয়েছে সৌম্যজিতের। সে চুরি যাওয়া গহনা কিনেছিল। আগে ও তার বিরুদ্ধে চোরাই গহনা কেনার অভিযোগ রয়েছে। এদিন ধৃতকে বারুইপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।পুলিশ সূত্রের খবর,ধৃত আজিজুলের বিরুদ্ধেও একাধিক থানায় বহু অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে।পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর এলাকায় এক ডাকাতির মামলায় তার দশ বছরের সাজা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে ছবছর পর ছাড়া পেয়ে আবার দুস্কর্ম শুরু করেছে সে।

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও খ্যাতনামা সাংবাদিককে মহিলা রোটারি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ জীবন সাথী বিকাশ ফাউন্ডেশনের কর্ণধার তথা প্রেসক্লাব অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এর ন্যাশনাল সেক্রেটারি সহ স্টেট প্রেসিডেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ২৩ নিউজের চিফ এডিটর শ্রীমতি শাশ্বতী দাস মহাশয়ার প্রাপ্ত সম্মাননার মুকুটে আরো একটি সম্মাননার পালক সংযোজিত হলো রোটারি রত্ন । এর আগে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সম্মানিত হয়েছেন যথা - দ্য রিয়েল সুপার ওমেন , ম্যাজিক বুক অফ রেকর্ড নারী শক্তি অ্যাওয়ার্ড , ভারত গৌরব সম্মান এছাড়াও বহু বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। এসব কিছুর পিছনে ছিল কঠোর পরিশ্রম , ধৈর্য - সহনশীলতা , কর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা । সাংবাদিকতা সহ সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজের উন্নতি সাধন তার একমাত্র লক্ষ্য ।

কলকাতার লেকগার্ডেন্স নিবাসী শাশ্বতী দাস যিনি স্বপ্ন দেখেছেন , স্বপ্ন বুনেছেন , স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন । কিশোরী বয়স থেকেই তার সুপ্ত বাসনা ছিল সমাজের জন্য কিছু করার । তার এই কিছু করে দেখানোর ইচ্ছার ফলস্বরূপ হিসেবে , তিনি আজ কেবল গৃহবধূ শাশ্বতী দাস নন । তিনি একজন সাংবাদিক একজন সমাজসেবীও । প্রথম দিকে নিজের কর্মনিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম থাকা সত্ত্বেও সমাজসেবার কাজে অর্থ সংকট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । এই অর্থ সংকট থেকে মুক্তি পেতে , তিনি শহরের নানান প্রান্তে জামা কাপড়ের স্টল দেন এবং সেখান থেকে উপার্জিত অর্থ তিনি সমাজসেবার কাজে ব্যবহার করেন । তিনি আজও লড়ে যাচ্ছেন পথশিশুদের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে । শহর থেকে দূরে ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায় তিনি একটি শিক্ষায়তন করেছেন । যেখানে শিশুরা কেবল পুথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত হয়না , সঙ্গে রয়েছে নাচ গান কবিতা অংকন আর সঙ্গে রয়েছে শিশু এবং তার মায়েদের জন্য হাতের কাজ শিখবার সুযোগ । অসহায় মানুষের পাশে কখনো অভিভাবক , কখনো সন্তান রূপে , আবার কখনো মা রূপে তিনি রয়েছেন পাশে । ঠিক তেমনি মানুষের অধিকারের লড়াইয়ে পাশে রয়েছেন সর্বদা । তার নতুন স্বপ্ন একটি হসপিটালের । অন্ন বস্ত্র এবং কর্মের মতোই সুস্বাস্থ্য মানুষের অধিকার । মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকার দিতেই এই হসপিটাল নির্মাণ । বিনা চিকিৎসায় যেন কারো প্রাণ সংশয় না ঘটে । কিছু করে দেখানোর স্বপ্নের উড়ান শাশ্বতী দাস কে সাধারণ থেকে অসাধারণ করে তুলেছে । নিজস্ব সংবাদমাধ্যম এবং নিজস্ব সমাজসেবী সংস্থার কর্তৃরূপে আজ তিনি বিরাজমান । সমাজের সকল শ্রেণীর নারীর কাছেই শাশ্বতী দাস আজ একজন আইডল । তিনি বলেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কম বেশি স্বপ্ন তো আমরা সবাই দেখি , কিন্তু এই স্বপ্ন কে বাস্তবে পূরণ করে রাত জাগাই তো জীবন । স্বপ্ন পূরণের জন্য লক্ষ্য নয় , লক্ষ্য পূরণের জন্যই স্বপ । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা কি কি পেয়েছি সেটা প্রশ্ন নয় । কিকি করেছি সেটাই প্রশ্ন । কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে । পরিচয় দ্বারা কাজ কিছু সময়ের জন্য থাকে কিন্তু কাজের দ্বারা প্রাপ্ত পরিচয় সারাজীবন থাকে । তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন তার সকল সদস্যদের যারা সহযাত্রী হয়ে নিষ্ঠা এবং ভালোবাসার সাথে তার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

পিতৃহারা-অসহায় শিশু ভাতা-র সূচনা নিমদাঁড়িয়া কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ পঞ্চায়েতের পিতৃহারা শিশুদের প্রত্যেককে মাসিক পাঁচশত টাকা ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নিলো উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের নিমদাঁড়িয়া কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। সোমবার,বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের নিমদাঁড়িয়া কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের, শাঁকচুড়া বাজারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এক দিন থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত পিতৃহারা, অসহায় শিশুদের অসহায়তা দুর করতে পঞ্চায়েতের তরফে এই উদ্যোগ। প্রাথমিক ভাবে আবেদনকরা পঞ্চাশ জন কে নিয়ে এই প্রকল্পের সূচনা হয়। প্রতিমাসে আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে এই টাকা। সূচনা পর্বে কয়েকজন আবেদনকারীর হাতে চেক তুলে দেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গোপাল ব্যানার্জী,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মন্ডল, সুরজিৎ মিত্র, নিমদাঁড়িয়া কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাহারাপ মন্ডল সহ পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যা, টাকীর উপ পৌরপ্রধান ফারুক গাজী, প্রদ্যুৎ দাশ সহ বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের সাতটি পঞ্চায়েতের প্রধান-উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মাধক্ষ্য সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সাহারাপ মন্ডল বলেন, পঞ্চায়েতের সকল সদস্য সদস্যা, আধিকারিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন। পঞ্চায়েতের নিজস্ব ফান্ড থেকে উপভোক্তাদের এই টাকা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। পঞ্চায়েতের যত অনাথ শিশু আছে তাদের সবাই কে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে পঞ্চায়েতের তরফে। ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গোপাল ব্যানার্জী বলেন টাকার অঙ্কে কম হলেও, প্রধান হিসাবে মানসিকভাবে পঞ্চায়েতের সকল অনাথ বাচ্চাদের পাশে থাকার এই বার্তা প্রশংসনীয়। তার কথায় বিডিও হিসাবে তার আট বছরের সময়কালের মধ্যে কোনো পঞ্চায়েতের একক ভাবে এই ধরনের উদ্যোগ প্রথম।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে অটো পরিষেবা দিচ্ছে জয়নগরের অটোচালক চিরঞ্জীত সাহা

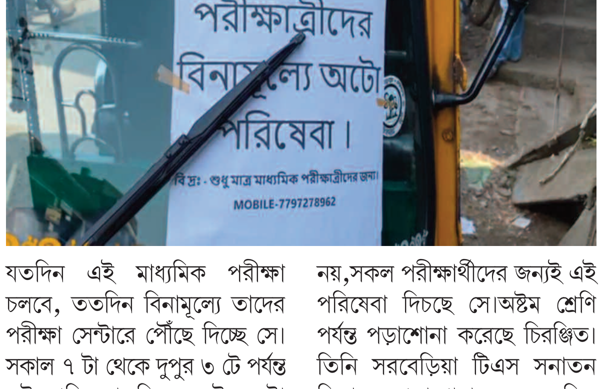

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর দিন থেকে প্রতিদিন বিনামূল্যে অটো পরিষেবা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালেন জয়নগর থানা এলাকার সরবেড়িয়ার বাসিন্দা চিরঞ্জিত সাহা নামে পেশায় এক অটো চালক। প্রথম দিন থেকেই তিনি এই পরিষেবা দিতে শুরু করেছে। পেশায় তিনি একজন অটো চালক। তিনি নিজে আর্থিক সমস্যার কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারিনি। তাই আজ যাতে কোনও পরীক্ষার্থী টাকার অভাবে বা সময়ের অভাবে পরীক্ষা দিতে যেতে অসুবিধায় না পড়ে,তাই সে এইপরিকল্পনা নিয়েছে।পরীক্ষা শুরুর দিন থেকে যতদিন এই মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে, ততদিন বিনামূল্যে তাদের পরীক্ষা সেন্টারে পৌঁছে দিচ্ছে সে। সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ৩ টে পর্যন্ত এই পরিষেবা দিচ্ছে ওই অটো চালক। নির্দিষ্ট কোনও ছাত্র বা ছাত্রী নয়,সকল পরীক্ষার্থীদের জন্যই এই পরিষেবা দিচছে সে।অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে চিরঞ্জিত। তিনি সরবেড়িয়া টিএস সনাতন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে এর বেশি তিনি আর পড়াশোনা করতে পারেনি।

বাড়িতে রোজগার করার মতো তিনি ছাড়া আর কেও নেই। বাড়িতে বাবা মা, স্ত্রী ও এক ছেলে রয়েছে। আর্থিক অনটনের মধ্যেও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য এই পরিষেবা তিনি দিয়ে আসছে এবং আগামী দিনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরও বিনামূল্যে অটোরপরিষেবা দেবেন তিনি এমনটাই জানিয়েছেন তিনি।এ প্রসঙ্গে এলাকার শুভবুদ্ধি মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার অভিভাবকেরা এই অটোচালক কে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। এই ধরনের মানুষের প্রয়োজন আছে সমাজে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৬৭ সংখ্যা,মঙ্গলবার, ২২ মাঘ, ১৪৩০

বিশ্ব জুড়ে আর্থিক সঙ্কট

করোনা সংক্রমণ শুরু হতেই সারা বিশ্ব জুড়ে যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল তার টাল সামলাতে পারছে না এখন বিশ্বের কোনও রাষ্ট্র। সব রাষ্ট্রই আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার এবং চিনের বর্তমান আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। রাশিয়ার অবস্থা একই বলা যেতে পারে। ইউরোপ এখন আর্থিক সঙ্কটে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। তার ওপরে চলছে দুটো যুদ্ধ। রুশ ইউক্রেন এবং ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ। এখন যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি হচ্ছে। খুব সস্তায় যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে চিন, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া এবং ফ্রান্স। রাশিয়া আবার তেল বিক্রি করে টাকা তোলার চেষ্টা করছে। এই মুহর্তে রুশ কোষাগার শক্তিশালী নয়। তারা ভারতের মতো দেশগুলির ওপরে নির্ভর করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা এখন দেউলিয়া পর্যায়ে চলে গিয়েছে। তার মধ্যে পাকিস্তান ইসলামিক দেশগুলির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে কোনও রকমে নিজের দেশকে পরিচালিত করতে পারছে। ভারতের পাশে কোনও দেশ নেই যে ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে. শক্তিশালী করবে। ভারতকে একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে কীভাবে আর্থিক সঙ্ককটের মোকাবিলা করা যেতে পারে। সেই কারণে ভারত সরকার এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ব্যয় কমাতে হবে। তার জন্য 'এক দেশ এক ভোট' করার কথা ভাবতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে দেশের বণিকসভাগুলি 'এক দেশ এক ভোট' করার পক্ষে সায় দিয়েছে। এ ব্যাপারে সর্বদলীয় বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেঃদ্র। সেখানে রাজ্যগুলি এর বিরুদ্ধে বেশ সোচ্চার হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতে একটি নির্বাচন করতে যে বিশাল পরিমানে অর্থ ব্যয় হয় তা আর অন্য কোন দেশে হয় না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকার ফলে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়। যার ফলে ভারতের মতো একটি বিশাল জনসংখ্যার দেশে সুষ্ঠু এবং অবাধ ভোট করা চাট্টি খানি কথা নয়। সেই দিকে তাকিয়ে এবারে লোকসভার নির্বাচন হতে চলেছে। তার জন্য দেশের সব রাজনৈতিক দলগুলিপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ভারতের কোনও বৃহৎ শিল্প আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সারা বিশ্বের আর্থিক মঃদা। বিশ্বের উত্তর থেকে শুরু করে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে শুরু করে পশ্চিম রাষ্টগুলিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সবাই আর্থিক দিক দিয়ে ভুগতে শুরু করেছে। তার পরে রয়েছে আবার খাদ্য সঙ্কট। সেই সঙ্কট সারা বিশ্বের নাগরিকদের কম্পিত করতে শুরু করেছে। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে গমের আকাল দেখতে পাওয়া গিয়েছে। জ্বালানির আকাল দেখতে পাওয়া গেল। করোনা সংক্রমণে সারা বিশ্ব যখন আর্থিক এবং খাদ্য সঙ্ককটে রেশ কাটিয়ে উঠতে পারছে না তকনই রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বের সঙ্কটকে.আরও বাড়িয়ে দিল। কোনও পক্ষই যুদ্ধ থামানোর কোনও চেষ্টা করছে না। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান আর বেশি করে অস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারে সায় দিতে শুরু করেছে ইউক্রেনকে। তার ফলে যুদ্ধ থামেনি বরং আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ইউক্রেনকে ভাগ করে নিল রাশিয়া এবং নেটো গোষ্ঠী সেটা পরিস্কার। এর পরে রয়েছে ইজরায়েল। হামাস জঙ্গি সংগঠনকে মদত দিয়েছিল ইসলামিক দেশগুলি। তারা ভেবে ছিল হামাস জঙ্গি সংগঠন গাজায় ট্যানেল তৈরি করে ইজরায়েলকে বেশ বেগ দেবে। যেমন ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতনামীরা ট্যানেল তৈরি করে আমেরিকাকে বেগ দিয়েছিল। কিন্তু ইজরায়েলি বুদ্ধির কাছে হামাস পরাস্ত হয়েছে। তার ফলে তুরস্ক রেগে আগুন। তারা বলেছে হামাস হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামী একটি সংগঠন। তার জঙ্গি সংগঠন নয়। ইজরায়েল হামাসকে জঙ্গি সংগঠন বলে ভাবে এবং সারা ইউরোপ সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে এই যুদ্ধ চিরকালীন যুদ্ধে পরিণত হলো। ইউক্রেন এবং ইজরায়েল যুদ্ধ কোনও কালে থামবে কিনা তা ভবিষ্যত বলতে পারে। এর ফলে সারা বিশ্বে আর্থিক এবং খাদ্য সঙ্কট বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

একেবারে সব কিছু পাল্টে গিয়েছে

একেবারে সব কিছু পাল্টে গিয়েছে। জীবনে রূপ বদলাতে থাকে। ধর্ম বদলাতে থাকে। ধর্ম দিয়ে সব সময়ে মানুষকে বিচার কার যায় না। মানুষ যে সব সময়ে ধর্ম মেনে চলবে তাও আশা করা উচিত নয়। জীবন ধর্মের পরিবর্তন আছে। সে ধর্ম কোনও দিনই স্থির হয়ে থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্তন ঘটে। আজকে যেভাবে সবাই আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছে বৈদিক যুগে সেই সময়ে এই রকমভাবে সবাই আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতো না। বৈদিক যুগের আধ্যাত্মিক জীবন ছিল একেবারে ধর্ম ভীরু । ধর্মের ওপর নির্ভর করে জীবন চলতো। কিন্তু আজকে শুধু ধর্মের ওপর নির্ভর করে জীবন চলে না। বর্তমান কাল জীবন চলে শ্রম দিয়ে। অর্থ দিয়ে। জীবন চলার ধরনটা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। সবটাই বদলে গিয়েছে। বর্তমান জীবন ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয় না। শ্রম দিয়ে বর্তমান জীবন চলে। অর্থের বিনিময়ে বর্তমান জীবন পরিচালিত হয়। অর্থ দিয়ে বিচার করা হয় বলে বর্তমান জীবন এতো জটিল এবং এতো পরিশ্রম সাধ্য। এতো সংঘাত। এতো হানাহানি। কিন্তু বৈদিক যুগে কোনও সংঘাত ছিল না। সমাজ সংঘাতকে প্রশ্রয় দিত না। কিন্তু বর্তমান জগত সংঘাত ছাড়া চলতে ফিরতে পারবে না। এখানে জীবন মানেই হচ্ছে ব্যবসা। জীবন মানেই হচ্ছে লেনা দেনা। জীবন মানেই হচ্ছে লড়াই। লড়াই ছাড়া জীবনকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। জীবনের ধরনটা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। রামায়ণ মহাভারতে যে জীবনধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করি তা কিন্তু বর্তমান কালে পাই না। তখন সত্যের জয় ছিল সর্বত্র। এতো জীবন ছলনা ছিল না। এতো সংঘাত ছিল না সাধারণ মানুষের মনে। রাজায় রাজায় সংঘাত ছিল। যদিও সেই সংঘাতে বলি হতো সাধারণ জনগণ। কিন্তু জনগণকে রক্ষা করতে তখন রাজা স্থির প্রতিজ্ঞ ছিল। প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের ওপরে বেশি করে নজর রাখতো। কিন্তু বর্তমান কালে রাজার স্থান দখল করেছে সরকার। গণতান্ত্রিক সরকার। স্বামী বিবেকানঃদ বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারের জোর সবচেয়ে বেশি। কারণ এই সরকারের গঠনে সকলের বড় ভূমিকা থাকে। সবার কাছে দায়বদ্ধ থাকে সরকার। জীবন ধরনের পদ্ধতির মধ্যে এসে গিয়েছে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ। গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে গিয়েছে। একেবারে মিলে মিশে গিয়েছে। আর প্রাচীন মনি ঋষিদের জগতে ফিরে যাওয়ার কোনও সম্ভবনা নেই। প্রযুক্তিগত জীবন যাত্রা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তাকে নিয়েই এগোতে হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

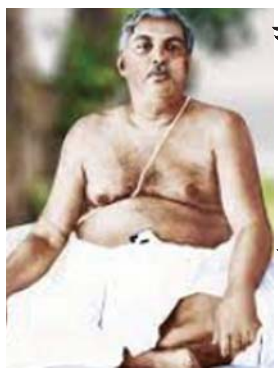

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলিকারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও । সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন।

আডবানী বেঁচে থাকতে অন্য কারও হাত দিয়ে এই মন্দির উদ্বোধন ভাবাই যায় না

নরেন্দ্র মোদী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন অযোধ্যায় মিডিয়া সেন্টারের আড্ডায় এক প্রবীণ মারাঠি সাংবাদিক লালকৃষ্ণ আডবাণীকে নিয়ে আক্ষেপ করছিলেন। 'আডবানী বেঁচে থাকতে অন্য কারও হাত দিয়ে এই মন্দির উদ্বোধন ভাবাই যায় না,' বলেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে যোগ করেছিলেন, 'নরেন্দ্র মোদী কিছু একটা সান্ত্বনা পুরস্কার নিশ্চয়ই প্রবীণ নেতার জন্য ভেবে রেখেছেন।' তিনিই সেদিন মনে করিয়ে দেন, আডবাণী ইতিমধ্যেই পদ্মবিভূষণ, অর্থাৎ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানের অধিকারী। অতএব, বাকি শুধু 'ভারতরত্ন'। শনিবার প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে আডবাণীকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান জ্ঞাপনের কথা ঘোষণা করা মাত্র আমার সেই মারাঠি সাংবাদিকের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। বানপ্রস্থে থাকা বিজেপি নেতার কেন 'ভারতরত্ন' সম্মান প্রাপ্য, তা নিয়ে যুক্তি সাজাতে গিয়ে তিনি সেদিন একপ্রকার একঘরে হয়ে চুপ করে যান। তাঁর যুক্তি ছিল, মোদী যে মন্দিরের উদ্বোধন করলেন সেটির আসল রূপকার আডবাণী। বাকিদের যুক্তি ছিল, আডবাণী বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কারিগরদের একজন। নিম্ন আদালত অভিযুক্তদের নির্দোষ ঘোষণা করলেও পূর্ণাঙ্গ বিচার এখনও শেষ হয়নি।

রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদানে প্রাপকের গোটা জীবনের অবদান বিবেচনায় নেওয়া হয়। কোনও বিশেষ ঘটনা তাতে রেখাপাত করে না। রাজনীতির গুরু আডবাণীকে ভারতরত্ন সম্মানের জন্য নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যেমন বলেছেন, 'জনজীবনে বহু দশক ধরেই কাজ করেছেন আডবাণীজি। তাঁর প্রতিটি কাজকর্মে ছিল অবিচল কর্মনিষ্ঠা, সার্বিক স্বচ্ছতা ও সততা। রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মান অনুসরণ করে চলতেন তিনি। জাতীয় ঐক্য এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অনবদ্য ও অতুলনীয়।' যদিও বহু ক্ষেত্রে কিছু ঘটনাবলীই সাধারণ নাগরিকের চোখে বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্যতম পরিচয় হয়ে ওঠে। লালকৃষ্ণ আডবাণী দেশের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তাঁর এমন কোনও অবদানের কথা জানা নেই যা দেশ ও দেশের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অনেকেই তাই মনে করেন, রাম মন্দির উদ্বোধনের পর নরেন্দ্র মোদী মন্দির আন্দোলনের পুরোধা প্রবীণ নেতাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে তুষ্ট করলেন। মসজিদ ধ্বংসের দিনে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কল্যাণ সিং 'করসেবকদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেওয়া হবে না' বলে যিনি সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিলেও ঘটনার দিন ছিল ভিন্ন ছবি। পুলিশ-প্রশাসনের চোখের সামনে সাড়ে পাঁচশো বছরের পুরনো কাঠামোটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গুড়িয়ে দেয় উন্মত্ত করসেবকেরা। তারপর হিন্দুত্ববাদীদের চোখে রাতারাতি বীরের মর্যাদা পাওয়া কল্যাণ দেশ পরিক্রমায় বেরিয়ে বলেন, 'আগার কনট্রাক্টর কো দিয়া যাতা তো ছহ মাহিনা লাগ যাতা থা। হামারে করসেবকো নে ছহ ঘণ্টা মে ধাঁচা (বাবরি মসজিদ) গিরা দিয়া।' দু' বছর আগে ভারত সরকার উত্তর প্রদেশের সেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে মরণোত্তর 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানজ্ঞাপন করেছে। অথচ, বাবরি ধ্বংসের ঘটনায় ভারত সরকারই কল্যাণের সরকারকে বরখাস্ত করেছিল, আদালতের চোখে যে ঘটনাটি ছিল চরম নিন্দনীয় অপরাধ। প্রয়াত কল্যাণকে পদ্ম-সম্মান প্রদানে সেই চরম অন্যায় রাষ্ট্রীয় মান্যতা পেয়ে গেছে কি না, এ প্রশ্ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাবরি ধ্বংসের আগে মসজিদের জমিতে রাম মন্দির নির্মাণের দাবিতে আডবাণীর

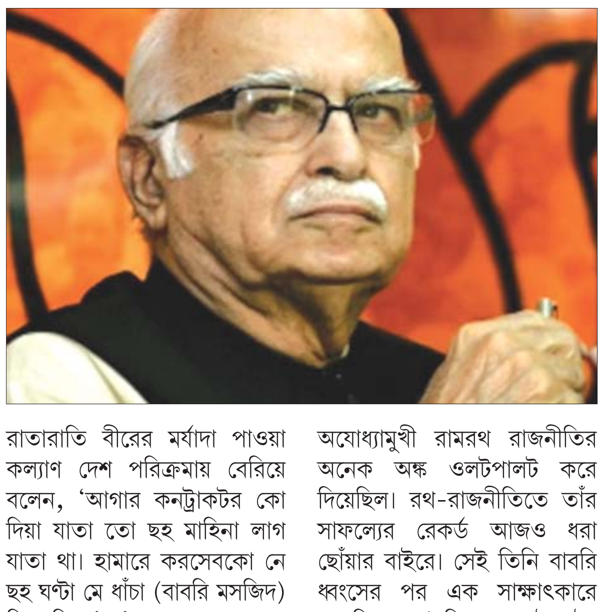

অযোধ্যামুখী রামরথ রাজনীতির অনেক অঙ্ক ওলটপালট করে দিয়েছিল। রথ-রাজনীতিতে তাঁর সাফল্যের রেকর্ড আজও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সেই তিনি বাবরি ধ্বংসের পর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'মন্দির অবশ্যই চাই, কিন্তু মসজিদ ভাঙা হোক চাইনি।' আবার মসজিদ রক্ষায় তাঁর কোনও প্রচেষ্টাও দেখা যায়নি। সেই সব দিনে বিজেপিতে কার্যত শেষ কথা হয়ে ওঠা আডবাণী চাইলে দলের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণকে নির্দেশ দিতে পারতেন পুলিশ-প্রশাসনকে সক্রিয় হতে বলতে। আডবাণী পারতেন, অযোধ্যার পরিস্থিতি সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীকে জানাতে। এই আডবাণী হাওলা কাণ্ডে স্রেফ নাম জড়ানোয় নীতি-আদর্শের প্রতি আনুগত্যের কথা বলে ১৯৯৬-এর লোকসভা ভোটে লড়াই করেননি। এমন প্রায় বিরল, প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের পর প্রত্যাশিত ছিল বাবরি ধ্বংস চাক্ষুষ করে আডবাণী রাজনীতি থেকেই অবসর নেবেন। বিজেপির এই প্রবীণ নেতাকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান জ্ঞাপনের ঘোষণায় কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেস সভাপতি খাড়্গে সরকারি সিদ্ধান্ত সমর্থনের পাশাপাশি বলেছেন, আডবাণীকে আরও আগেই এই সম্মান দেওয়া উচিত ছিল। কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র জয়রাম রমেশ এই অবকাশে আডবাণী ও মোদীর সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে চিমটি কেটেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি কোন ভূমিকার জন্য বিজেপি নেতার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রাপ্য সে প্রশ্ন কংগ্রেস তোলেনি। আদবাণীর রামরথ ঘিরে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, সংঘাত, হিংসা, বাবরি ধ্বংসের জেরে দেশব্যাপী দাঙ্গার ঘটনা তো আছেই, বিতর্কিত এনআরসি, সিএএ-র গোড়াপত্তনকারীও বিজেপির এই প্রবীণ নেতা। কংগ্রেস না ঢুকলো সেই প্রসঙ্গে, না প্রশ্ন তুলল কেন মনমোহন সিংহের নাম সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানের জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে না, যিনি আর্থিক ও শিল্প ক্ষেত্রে আমুল সংস্কার করে দেশকে কয়েক কদম এগিয়ে দিয়েছেন। যাঁর সরকার খাদ্য, শিক্ষা, তথ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং যে মানুষটিকে আর্থিক, রাজনীতিক, কোনও কলঙ্কই স্পর্শ করতে পারেনি। এই ব্যাপারেও কংগ্রেস আসলে গান্ধী পরিবারের বাইরের কারও নাম ভাবতে অভ্যস্ত নয়। আসলে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদানের রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার কংগ্রেস অনেক আগেই হারিয়েছে। জওহরলাল নেহরু ও তাঁর কন্যা ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে নিজেরাই নিজেদের 'ভরতরত্ন' ঘোষণা করেছেন। কাল নরেন্দ্র মোদী সেই তালিকায় নাম তুললে কংগ্রেসের প্রশ্ন তোলার নৈতিক অধিকার নিয়েই পাল্টা প্রশ্ন উঠে যেতে পারে। নেহরু-গান্ধী পরিবারের তৃতীয় 'ভারতরত্ন' রাজীব গান্ধীকে মরণোত্তর এই সম্মান দিয়েছিল নরসিংহ রাওয়ের সরকার। আদবাণী, মোদীদের মতো প্রয়াত রাজীবের প্রতিও হিন্দুত্ববাদীদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যিনি বাবরি মসজিদের তালা খোলার ব্যবস্থা করে .

দক্ষিণেশ্বরের সামান্য পুরোহিত তিনি,জগৎ বিখ্যাত হয়ে ছিলেন তার কারণ কি

যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সারা জীবন ধরে তিনি নারী জাগরণে কথা চিন্তা করে গেছেন। তিনি কোনও দিনই নারীদের অপমান তো দূরের কথা তাদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন, নারীরাপ্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল। বর্তমান যুগেও নারীরা ভারতের আদর্শ। নারীদের সমানে রেখে দেশ এগিয়ে চলে। আজকের বিশ্বে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে নারীরা এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। নারীরা না থাকলে বা নারী শক্তি না থাকলে একটি দেশ কোনও সময়ে সমানের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। এখন প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য নারী শক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নারীরা হচ্ছে প্রেরণাদায়ী। তাঁরা পুরুষ জাতিতে প্রেরণা নামক শক্তি দিয়ে থাকেন। সেই শক্তি গ্রহণ করে পুরুরা কাজ করে চলে। সংসার নারীর দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবন পরিচালিত হয়। সন্তান সন্ততিরা পরিচালিত হয়ে থাকে। নারী শক্তি সংসারে সবাই লাভ করতে পারলে সংসার সুখের হয়। দেশ সমৃদ্ধ লাভকরে। ধনবান হয় দেশ। চৈতন্যদেব শচীমাতাকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসতেন বলেই তিনি বড় হতে পেরেছিলেন। শচীমাতাও চৈতন্যদেবকে ভালোবাসতেন। মা সরদার ছিলেন ভক্তির প্রতীক। তিনি সবার ভালো করার কথা ভাবতেন। সবার উপকারের কথা ভাবতেন। মা সারদা ছিলেন নারী শক্তি জাগরণেপ্রতীক। তিনি নারী শক্তিকে জাগরিত করতে সক্ষম ছিলেন। করে। ধনবান হয় দেশ। চৈতন্যদেব শচীমাতাকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসতেন বলেই তিনি বড় হতে পেরেছিলেন। শচীমাতাও চৈতন্যদেবকে ভালোবাসতেন। মা সরদার ছিলেন ভক্তির প্রতীক। তিনি সবার ভালো করার কথা ভাবতেন। সবার উপকারের কথা ভাবতেন। মা সারদা ছিলেন নারী শক্তি জাগরণেপ্রতীক। তিনি নারী শক্তিকে জাগরিত করতে সক্ষম ছিলেন। চৈতন্যদেবকে ঘিরে একদল বৈষ্ণব পদাকারের দেখা মিলল। তাঁরা বৈষ্ণ পদাবলি রচনা করতে শুরু করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুরারি গুপ্ত, রূপ ও সনাতন, উদ্বব দাস, নরহরি সহ আরও অনেকে। এনারা বৈষ্ণ পদাবলি রচনা করে বাংলার রাদা কৃষ্ণের প্রেম লীলাকে প্রচার করতে শুরু করলেন। ফলে তন্ত্র সাধনা বা শক্তি সাধনা থেকে বাংলার একটি অংশ বের হয়ে এসে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হল। আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা আরা বাংলার শ্যামা সাধনাকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করলেন। সেখানে শ্যামা বাংলার একজন মেয়ে হয়ে দেখা দিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা কালীকে শুধু পুজো করলে হবে না। তার সাধনা করতে হবে। বেদ পড়লেই চলবে না। শাস্ত্র পাঠ করলেই চলবে না। পুজো অঞ্চলী দিলেই কালী সন্তুষ্ট হল না। মানুষের সেবা করতে হবে। তবেই মা কালী সন্তুষ্ট হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধর্মীয় দর্শনটা ছিল সেবা করা। তিনি মানব সেবায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি মানব সেবায় দীক্ষিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন,

শুধু ধর্ম শাস্ত্র পড়লেই দেবতার আরাধনা করা যায় না। তিনি মা ভবতারিণীকে নিজের কন্যার মতো দেখতেন বলেই তাঁকে সবাই পাগল ঠাকুর বলতো। রানী রাসমনি এই পাগল ঠাকুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের সামান্য পুরোহিত তিনি তিনি জগত বিখ্যাত হয়ে ছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মানব সেবা মানুষের সেবা করতে হবে। তিনি পতিতদের সেবা করেছেন। গিরিশ ঘোষকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। অভিনেতা গিরিশ ঘোষ যখন খুবই অসুবিধা পড়ে গিয়েছিলেন তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে শাহস দিয়েছিলেন। শক্তি দিয়েছিলেন। অভিনেত্রী বিনোদিনীকে সবাই যখন ঘৃণা করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁকে আর্শিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তুই একদিন বিখ্যাত হবি। তোর নাম বাংলার যাত্রা জগতে ঘোরা ফেরা করবে। তোর খুব সুনাম হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শুধু ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মন যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে।.মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। এটাই হচ্ছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবন দর্শন। তাঁর.মতে মানব সেবায় কোনও ধর্ম লাগে না। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। তিনি নরেনকে এই সব মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি জানতেন যে নরেন একদিন তাঁর নামটাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নরেনকে আর একটি শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে পতিতদের উদ্ধার করতে হবে। অনাথদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে হবে। শক্তিহীন মানুষকে শক্তি দিতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকোনন্দকে বলেছিলেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মা'ই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

বিশ্ব মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠ

বিশেষ প্রতিবেদক

বিশ্ব মানবতাবাদকেপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। একনই যদ্ধ থামানোর প্রয়োজন। রুশ ইউক্রেন এবং ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ থামাতেই হবে। হামাস এবং ইজরায়েলের সঙ্গে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তার সাময়িক বিরতিরপ্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। এদিকে হামাস, আমেরিকা, ইজরায়েল মধ্যে চুক্তি পথ তৈরি করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কাতারে সিদ্ধান্ত হয়েছে অন্য দেশের নাগরিকেরা যারা গাজায় আটকে পড়ে রয়েছে তাদেরকে মিশরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। তার জন্য রাফা সীমান্ত খোলা হয়েছিল। সেখান দিয়ে বহু ভিন দেশের নাগরিকেরা গাজা ত্যাগ করে মিশরেপ্রবেশ করলেও এখনও পর্যন্ত বহু লোক আটকে পড়ে রয়েছে। তারা এখনও পর্যন্ত মিশরেপ্রবেশ করতে পারেনি। চার সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করেছে অন্য দেশের নাগরিকেরা। এদিকে সাধারণ প্যালেস্টাইনদের মৃত্যু মিছিল চলছে। মৃতের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার অতিক্রম করে গিয়েছে। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেঃট জো বাইডেন বলেছেন যে মানবতার দিকে তাকিয়ে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি খুবইপ্রয়োজন। যারা হামাসের হাতে বঃিদ হয়ে পড়ে রয়েছে এখন তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। পরে হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে যে গাজার যুদ্ধ বঃিদ বিশেষ করে আমেরিকা -ইজরায়েল পণবঃিদদের মুক্তি কথা ভেবেই এই কথা বলা হয়েছিল। তবে গাজা ভূখণ্ডে এখনও ইজরায়েল সেনারাপ্রবেশ করে সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। হামাস জঙ্গি সংগঠন মাটির নিচেপ্রায় ৫০০ কিলোমিটার বিস্তৃত অজস্র সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে। ইজরায়েলের লক্ষ্য হচ্ছে এই সব সুড়ঙ্গগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া। সুড়ঙ্গ রাখা চলবে না। কিন্তু হামাস সুড়ঙ্গ তৈরি করে ইসরায়েল সেনাদের সঙ্গে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। হামাস বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ বাহিনী চোরা আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করছে ইজরায়েল বাহিনী। আকাশ পথ ধরে আক্রমণ করতে শুরু করেছে ইজরায়েল। হামাসের গুপ্ত ট্যানেলগুলোর মুখ বন্ধ করে দিতে ইজরায়েল পঞ্জ বোমা ব্যবহার করে। এখন সব ট্যানেলগুলি ইজরায়েলের সেনাদের দখলে। ইজরায়েল আগে থেকেই ড্রোন আক্রমণ শুরু করেছিল। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত কুকুর সেনারা এই সব সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে হামাসদের ওপরে আক্রমণ করতে শুরু করে। রোবট সেনা প্রবেশ করছে সুড়ঙ্গের ভিতরে। কুকুরগুলি উদ্ধার কার্যে খুবই পারদর্শী। সংবাদ সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে ২০০ জন ইজরায়েলিদের উদ্ধার করেছে কুকুর বাহিনী। এদিকে রাশিয়া ইজরায়েল এবং হামাস নিয়ে কোনও কথা বলতে চাইছে না। তারা চুপ করে রয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেঃট হামাস এবং ইজরায়েল যুদ্ধ চান না বলেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই ইউক্রেন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। চিনও ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চাইছে না। তারা এখন ঘর সামলাতে ব্যস্ত। চিনের প্রেসিডেঃট শি জিনপিং ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ নিয়ে একটি কথাও বলেননি। তিনি চুপ করে রয়েছেন। তবে রাশিয়ার প্রেসিডেঃট পুতিন চিন সফরকালে ইজরায়েল হামাস নিয়ে কী ধরনের আলোচনা হয়েছিল তা প্রকাশ্যে আসেনি। রাশিয়ার প্রেসিডেঃট পুতিন এ ব্যাপারে কোনও সাংবাদিক বৈঠক করেননি। তিনিও ইজরায়েল যুদ্ধ প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে ভারত সন্ত্রাসবাদী ব্যাপারে ইজরায়েলের পক্ষে এবং প্যালেস্টাইনের সাধারণ নাগরিকদের জন্য মানবিক সাহায্য পাঠিয়েছে। তাতে ইজরায়েল কোনও ভারতের ওপরে ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। যদিও গাজায় ইজরায়েল খাদ্য, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিয়েছে। ভারত তার মধ্যে দিয়েই মানবিক সাহায্য পাঠিয়েছে। তবে ভারত ইজরায়েল এখন একই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। তব বিশ্ব মানবতাবাদকেপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। নাহল মানব সভ্যতা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে।

ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

১৮ জুলাই ১৮৬১ সালে জন্ম ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এর। এশিয়ার প্রথম মহিলা ডাক্তার এই বাংলা থেকেই হয়। এশিয়ার প্রথম মহিলা চিকিৎসক মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। আর মেডিকেল কলেজ কলকাতা হচ্ছে এশিয়ার প্রথম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এই মেডিকেল কলেজে মহিলা ছাত্র নেওয়া হতো না। মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার কোনও অধিকার ছিল না। বাংলার গর্ভনরের বিশেষ অনুমতি নিয়ে কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে শুরু করলেন। তিনি ডাক্তারি পরীক্ষা দিলেন। ছোটবেলা থেকেই কাদম্বিনী চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। কলকাতা মেডিকেল জলেজে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় পাশ করে বিদেশে ডাক্তারি পড়তে চলে গেলেন। সেখান থেকে তিনি ডাক্তারি.পাশ করে কলকাতায় ফিরে এলেন। টিকিৎসা জগতে তিনি একটি মাইলস্টোন প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। তারপর থেকেই মেডিকেল কলেজে মহিলারা ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেতে থাকে। তাঁর চিকিৎসক হওয়ার নেপথ্যে একটি কারণ রয়েছে। সেটা হচ্ছে তাঁর শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর স্ত্রী ছিলেন খুবই অসুস্থ। পরে তিনি এক পুত্র রেখে পরলোকগমন করেন। তাঁর একটি পুত্র সন্তান ছিল। সেই পুত্র সন্তান ছিলেন খুবই রোগগ্রস্ত। প্রায় সময়ে দ্বরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে বেশি করে নজর দিতে হতো।

মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে জেলাতে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে জলপাইগুড়ি জেলাতে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। কোচবিহার , আলিপুরদুয়ার জেলার পর সোমবার সকালে জলপাইগুড়ির

ধূপগুড়ি মহকুমার শালবাড়ি হাই স্কুল এবং ধূপগুড়ি গার্লস হাই স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন তিনি। মূলত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির ব্যবস্থাপনা, সমস্যা খতিয়ে দেখতেই পরিদর্শন বলে জানা গেছে। পরিদর্শন শেষে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় মালদার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা ভালোভাবে পরীক্ষা চালাতে চাইছি কিছু লোক বিঘ্ন ঘটাতে চাইছে। কলঙ্কিত করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিভিন্ন ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপ চলবে।

গাড়ি চুরির তদন্তে নেমে উদ্ধার চুরি যাওয়া গাড়ি, গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। গাড়ি চুরির ঘটনা তদন্তে নেমে উদ্ধার চুরি যাওয়া গাড়ি ঘটনায় গ্রেপ্তার ১। জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখ রাত্রি দুটো নাগাদ রামকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দা তেজ বাহাদুর গুরুংয়ের বাড়ি থেকে একটি চার চাকা গাড়ি চুরি যায়। তিনি পেশায় গাড়ির ড্রাইভারের কাজ করতেন। সেই ঘটনার ভিত্তিতে ৯ তারিখ

সকালে গাড়ির মালিক প্রণয় প্রকাশ দেওয়ান মাটিগাড়া থানায় গাড়ি চুরি সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ঘটনারই তদন্তে নেমে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রবিবার চট হাট মেডিকেল মোড়ের সামনে থেকে আনুমানিক রাত্রি ১১ টা নাগাদ। সেই গাড়িটিকে উদ্ধার করে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম রাজা শর্মা (৩৩)। সে ফাঁসিদেওয়া থানার অন্তর্গত বড়পথুর বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ধৃত ব্যক্তি এর আগেও চুরি ও ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিল। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় আরো কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিকে এদিন সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

দিঘায় বেড়াতে এসে 'গণধর্ষণ'-র শিকার পর্যটক মহিলা, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি , ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিঘায় গণধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগ, দিঘায় বেড়াতে এসে গণধর্ষণের শিকার এক পর্যটক মহিলা। জানা গিয়েছে, দিঘায় বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন ওই মহিলা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সৈকত শহরে। অভিযোগ, হোটেল ঠিক করে দেওয়ার নাম করে ওই মহিলা ও তাঁর বন্ধুদেরকে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। বন্ধুর সঙ্গে একটি বাইকে ছিলেন ওই মহিলা। অভিযোগ, একটি ফাঁকা জায়গায় সঙ্গী বন্ধুকে আটকে রেখে জোরপূর্বক ওই মহিলাকে টেনে নিয়ে যায় আরও ভিতরে। মুখে চাপা দিয়ে জোরপূর্বক নির্জন জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। এরপর ওই নির্জন জঙ্গলে ওই মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি আরও অভিযোগ, সঙ্গী যুবককেও গাছে বেঁধে রেখে বেধড়ক মারধর করা হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সৈকত শহরে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে যে, ওই নির্যাতিতা মহিলার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে। নিগৃহীতা মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দিঘা থানার পুলিস রাতভর অভিযান চালিয়ে ২ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। দিঘা লাগোয়া রতনপুর গ্রাম থেকে অভিযুক্ত ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। আরও একজন ফেরার বলে জানা গেছে। এদিন ধৃতদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সৈকত শহরে এই ধরনের ঘটনা ঘটায় জনমানসে মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে দাঁড়ালো অযোধ্যাগামী ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে আলিপুরদুয়ার হয়ে জলপাইগুড়ি রোড় স্টেশনে দাঁড়ালো অযোধ্যা গামি ট্রেন। এই ট্রেন উত্তরবঙ্গের মানুষকে অযোধ্যায় নিয়ে যাচ্ছ। প্রায় দুই হাজারের উপরে রামভক্ত যাচ্ছে এই ট্রেনে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে । জলপাইগুড়িতে রোড স্টেশন থেকে সোমবার ১ টা ৩২ মিনিটে ছাড়া হয় এই ট্রেন। ট্রেনের মধ্যে রযেছে করভক্ত শুরু করে হাজারের উপরে রাম ভক্ত। পুরো ট্রেনে উল্লাসে মেতে উঠেছে অযোধ্যা গামী রাম ভক্তরা। জলপাইগুড়ির স্টেশনে এমনই চিত্র উঠে এলো সোমবার দুপুরে ১ নাগাদ। গোটা ট্রেনকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ফুলের মালা দিয়ে। জানা গেছে মাত্র ১৭০০ টাকায় অযোধ্যা পৌঁছে যাচ্ছে বঙ্গাইগাঁও থেকেই অযোধ্যা। বঙ্গাইগাঁও হয়ে নিউ আলিপুর, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি, কিশান্‌গঞ্জ ও মালদা হয়ে সোজা অযোধ্যায় দাঁড়াবে এই ট্রেন এমনটা জানা গেছে রেলসূত্রে। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে জলপাইগুড়ি থেকে ১৪০ জন যাচ্ছে অযোধ্যায়।

বদলে যেতে পারত নবদ্বীপের চিত্র

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব রেলের গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত প্রজেক্ট গুলির কাজ পশ্চিমবঙ্গের বুকে চলছে সেগুলির মধ্যে নবদ্বীপঘাট থেকে নবদ্বীপধাম ১৫ কিলোমিটার বিস্তৃত নতুন লাইন তৈরীর প্রোজেক্টটি অন্যতম। এই প্রজেক্টের অন্তর্গত হুগলি নদীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ রেলব্রিজ তৈরীর কাজ রেল

সম্পূর্ণ করেছে। ব্রিজটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ১৬৪.২০ কোটি টাকা। কিন্তু ব্রিজ তৈরির সাথে সাথে তার কানেক্টিং রোডের কাজ সম্পূর্ণ হলেই তবে প্রজেক্টটি সফলভাবে শেষ হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জমি অধিগ্রহণ। ২৬৪.০৬৭ একর জমির জন্য ইতিমধ্যেই ৫৫ কোটি টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে। অধিকৃত জমির মধ্যে চাষযোগ্য জমি, ভিটে জমি ছাড়া সরকারি জমিও আছে। এই ব্যাপারে ৯ নভেম্বর ২০২৩-এ নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এর সঙ্গে মিটিংও হয়েছিল। তাছাড়াও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটজমি অধিগ্রহণনদীয়া- এর সঙ্গেও মিটিং হয় ২৪ নভেম্বর ২০২৩-এ। সেই অনুযায়ী ৪ ডিসেম্বর ২০২৩- এ সার্ভে এবং জমির সীমারেখা মাপার কাজ শুরু হয়। কিন্তু স্থানীয় জনগণের বাধায় দু'দিনের মধ্যে সেই কাজ থমকে যায়। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সমাধান হয়নি। ফলে প্রোজেক্টের কাজ থমকে রয়েছে। অথচ এই প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ হলে হুগলি নদীর উভয়তীরের মানুষ ভীষণভাবে উপকৃত হবেন। রেল কর্তৃপক্ষের অনুরোধ, প্রজেক্ট তাড়াতাড়ি শেষ করতে সাহায্য করুন। রেলের বিকাশের অর্থই হলো ওই এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশ। রেল কর্তৃপক্ষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

অমানবিক, ৩ মাসের শিশুকন্যাকে আছাড় মেরে খুন করল বাবা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ৩ মাসের শিশুকন্যাকে আছাড় মেরে খুন বাবার! নারকীয় ঘটনা মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। ৩ মাসের শিশুকন্যাকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত বাবাকে। ধৃতের নাম রিন্টু শেখ। গ্রেফতার করা হয়েছে তার স্ত্রী বেলোয়ারা বিবিকে । জানা গেছে, অভিযুক্ত রিন্টু শেখ একজন পরিযায়ী শ্রমিক। কেরালাতে কর্মরত ছিল রিন্টু। দিন কয়েক আগে কেরল থেকে ডোমকলের

ভাতশালায় কেরল থেকে বাড়ি রিন্টু । এখন মাস তিনেক আগেই রিন্টু শেখ ও তাঁর স্ত্রীর তৃতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কন্যা সন্তান হওয়া নিয়ে তাঁদের পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়। এবার কেরল থেকে বাড়ি ফেরার পর সেই অশান্তি আরও চরমে ওঠে। অভিযোগ, রবিবার নেশাগ্রস্ত হয়ে অশান্তির সময়ই রিন্টু শেখ তার ৩ মাসের কন্যা সন্তানকে তুলে আছড়ে মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশুটির। পুলিস খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ওই শিশুকন্যাটিকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিন্টু শেখ ও তার স্ত্রী, দুজনকেই গ্রেফতার করেছে পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, রিন্টুর বাবার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূকে গ্রেফতার করেছে। তবে এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে এলাকায় মূলতঃ কন্যা সন্তান হওয়ার কারণেই কি এমন ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্ত সেই বিষয়ে এর পাশাপাশি সমগ্র ঘটনা খতিয়ে দেখছে ডোমকল থানার পুলিশ প্রশাসন। অন্যদিকে, কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় বউমাকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল শাশুড়ি। তিন মাসের কন্যা সন্তানকে নিয়ে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার কুর্তি চা বাগানের বাসিন্দা পায়েল দেবনাথ। শাশুড়ি সঙ্গীতা মুন্ডার বিরুদ্ধে পায়েলের অভিযোগ, কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় শাশুড়ি তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। স্বামী প্রসাদ মুন্ডা কাজের তাগিদে ভিন রাজ্য রয়েছেন।

চা বাগান টুকরো টুকরো করে বিক্রির করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া , ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার শ্রমিকদের অন্ধকারে রেখে চা বাগান টুকরো টুকরো করে বিক্রির করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে। এতে সমস্যা পড়েছে শ্রমিকরা। তাই কাজ হারানোর আশঙ্কা ও বাগান টুকরো টুকরো করে বিক্রি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখালো শ্রমিকরা। ঘটনাটি চোপড়া ব্লকের সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঋদ্ধি সিদ্ধি টি স্টেটে। জানা গেছে, চোপড়া ব্লকের সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঋদ্ধি সিদ্ধি টি স্টেট। এই চা বাগানের তিনটি ডিভিশন রয়েছে। প্রায় ১ বছরের মধ্যে চা বাগানের একটি ডিভিশন টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে ফেলেছে মালিক পক্ষ বলে অভিযোগ। এই চা বাগান প্রায় ২০০ শ্রমিক কাজ করে দিনযাপন করেন। হঠাৎ করে বাগান বিক্রির কথা জানতে পেরে বাগানে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে শ্রমিকরা। শ্রমিকদের দাবি মালিকপক্ষ এই বাগান কোনও কোম্পানির কাছে বিক্রি করলে তাদের কোনও সমস্যা হতো না এবং এই বাগানে কাজও করতে পড়তেন। কিন্তু মালিকপক্ষ কিছু দালালদের কাছে চা বাগানটি টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। এতে শ্রমিকরা কাজ হারানোর

আশঙ্কা করছে। তারেই প্রতিবাদে সোমবার চা বাগানের শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। যদিও শ্রমিকদের করা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ঋদ্ধি সিদ্ধি টি স্টেট এর মালিক কমল আগরওয়াল। তিনি বলেন, শ্রমিকরা চা বাগানে কাজ করছে। কিছু শ্রমিক চা বাগানের নাম বদনাম করানোর চেষ্টা করছে। তবে বাগান বিক্রির অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের জেলা সহ সম্পাদক কালু সিংহের দাবি মালিকপক্ষের সাথে কথা হয়েছে। মালিক পক্ষ তাকে জানিয়ে এই সব কিছু না। তবে যদি মালিকপক্ষ বাগান টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

গ্যাস সিলিন্ডার চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক, উদ্ধার সিলিন্ডার

দেবাশীষ কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ গ্যাস সিলিন্ডার চুরির অভিযোগে রানীরচড়া থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। উদ্ধার চুরি যাওয়া দুটি গ্যাস সিলিন্ডার, বাজেয়াপ্ত ব্যবহারকারী টোটো। ধৃত যুবকের নাম অসীম বেরা। তার বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার রানীরচড়া চাকিপাড়া এলাকায়। পেশায় সে একজন টোটো চালক। তদন্তে নেমে সোমবার সকালে রানীরচড়া চাকিপাড়া থেকে চুরির অভিযোগে টোটো চালক যুবককে গ্রেপ্তার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিস সূত্রে জানতে পারা যায়, শনিবার দুপুরে নবদ্বীপ থানার রানীরচড়া পঞ্চতত্ত্ব মন্দির লাগোয়া ও প্রাচীনমায়াপুর নিমতলা মোড় থেকে পরপর দুটিগ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনা ঘটে। জানা যায়, দুটি জায়গাতেই ডেলিভারি বয় গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ট্রলি ভ্যান রাস্তার ধারে রেখে গ্রাহকদের বাড়িতে গ্যাস ডেলিভারি করতে যায় ডেলিভারি বয়। অভিযোগ, ডেলিভারি বয় গ্রাহকদের বাড়িতে সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়ে এসে দেখে ট্রলি ভ্যানে রাখা সিলিন্ডারের মধ্যে একটি করে সিলিন্ডার উধাও। এরপর রবিবার দুপুরে নবদ্বীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করে ডেলিভারি বয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অপরদিকে তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ এবং পুলিশ সোর্স মারফত জানতে পারে এক টোটো চালক যুবক তার টোটোটি ব্যবহার করে গ্যাস সিলিন্ডার দুটি চুরি করে উধাও হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ধৃত টোটো চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিস। লাগাতর জিজ্ঞাসাবাদে চুরির কথা স্বীকার করে আটক টোটো চালক। এরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া দুটি সিলিন্ডার। সোমবার অসীম বেরা নামক ওই টোটো চালকের বিরুদ্ধে চুরির মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

নোটিশ

যে আমার মক্কেল প্রয়াত দীপক কুমার বরাতের ছেলে **সুদীপ্ত বারাত**, ২, শীল ঠাকুর বাড়ি রোড, সাহাপুর, কলকাতা - ৭০০০৩৮- এ বসবাসকারী, ১৯৫০ সালের ৪৫৯৪ নং মূল দলিল হারিয়েছেন এবং নিউ আলিপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। ০৩-০২-২০২৪ তারিখে জি.ডি এন্ট্রি নং ১৩২ এর মাধ্যমে। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাইহোক না কেন তাকে অবশ্যই ৭ দিনের মধ্যে সমর্থনকারী ডকুমেন্টারি প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করতে হবে। এই তারিখ যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং- ৯০০৭৮২৪৯৫৭

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata – 700144

E-tender are invited from reputed agency/supplier for construction of Patient waiting room at ward no 16 under Baruipur Municipality. **NIT no. WBMAD/ULB/BM/NIT-23(e)/2023-24, last date : 15.02.2024 up to 12 NOON.** Details information may be obtained during office hours. Website: **http://wbtenders.gov.in.**

By Order,
Executive Officer, B.M.

Office of the Salboni Panchayat Samity, Salboni, Paschim Medinipur

E-TENDER NOTICE

NIT No. 156/EO/SAL-2023-24
Dated.- 05/02/2024

e-Tender is invited by the E.O, Salboni Panchayat Samity for 7 No. Civil works under Rastashree under Salboni Panchayat Samity.
For details pl visit: **www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in. Bid Publishing date:06/02/2024 Bid Closing Date: 20.02.2024 Bid Opening date: 22.02.2024**

Sd/-
Executive Officer,
Salboni Panchayat Samity

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. Temporary IT works for Arrangement of connectivity at Durgapur City Centre,Jhilimili and Belda Town for virtual inauguration by Hon'ble Chief Minister, West Bengal on 7th February, 2024 2. "Temporary IT works for Arrangement of connectivity at Bankura for virtual inauguration by Hon'ble Chief Minister, West Bengal on 7th ebruary, 2024 " SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-49 & WBPWD/EE/BIT/NIQ-51of 2023-24. Last date of submission of Quotation: 06.02.2024 up to 4:30PM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (https://www.pwdwb.in)

Sd/- EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

Office of the Block Development Officer Chanditala-I Dev. Block MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 14-BDO/CH-I/2023-24 dt: 30/01/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_657921_1 to 2024_ZPHD_657921_6. For details Pl. contact the Office of the Block Development Officer, Chanditala-I Dev. Block, Mashat, Hooghly. Visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
Mashat, Hooghly

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of "Arrangement of Temporary Electrical Installation work at Helipad Ground at VVIP venue at Kallpur Sports Complex Playground, Arambagh, Hooghly.." NIQ No.-WBPWD/EE/HED/NIQ-35 of 2023-24. Bid submission closing date: 07/02/2024 up to 02 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District- Purulia invites Tender for the following items on:-

- NIT No.:- 16/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 15)
- No. of Work:- 15 (Fifteen) nos.
- Last Date of Application:- 08.02.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 09.02.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 12.02.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 12.02.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-রিহ্যাব-এএসটিই১-পিএস-২৩, তারিখঃ ০২.০২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য **টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-রিহ্যাব-এএসটিই১-পিএস-২৩**-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/ সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনের এএসটিই/১/হাওড়া এবং এসএসই/পিএস/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে অ্যাসেটের রিলায়েবিলিটি উন্নতির জন্য সিগন্যালিং গিয়ারের রিহ্যাবিলিটেশন এবং উন্নতি। শিডিউল-এ-এএসটিই/১/হাওড়া শাখার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে রিলায়েবিলিটি উন্নতির জন্য সিগন্যালিং গিয়ারের রিহ্যাবিলিটেশন। শিডিউল-বি-এসএসই/পিএস/ হাওড়া শাখার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে রিলায়েবিলিটি উন্নতির জন্য সিগন্যালিং গিয়ারের রিহ্যাবিলিটেশন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৭৭,৫২,৭৬৫.৭৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৩৮,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ এবং সময়ঃ** ০২.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.০১ মিনিটে। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ১৫.০২.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৯.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

HWH-482/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Notice inviting e-Tender for NIT No-260/MPLAD/ Jangipara/23-24 for 03 nos. works by the undersigned through online mode (https://wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 15/02/2024 upto 13.00 Hrs.

Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

OFFICE OF THE MANDARAN GRAM PANCHAYAT
(Under Goghat-II Panchayat Samity)
VILL.- MANDARAN, P.O.- SINRAPUR, DIST.- HOOGHLY
PIN CODE : 712614
e-mail : mgpanchayet@gmail.com
Memo No.- 23 /MGP/2023 Dated: 03.02.2024

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide NIT No.: 15/ MGP/XVFC /2024 (1 no of CULVERT), NIT No.: 16/MGP/5TH SFC /2024 (1 No of BOUNDARY WALL), Dated 02.02.2024. Bid Submission Start Date (Online)- 03.02.2024 (15.00 hrs), Closing Date (Online): 10.02.2024 (15.00 hrs). Bid Opening Date (Online): 12.02.2024 (15.00 hrs). Please look for details on www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Thanking You.

Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

E-TENDER INVITING NOTICE

Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-28/2023-24
(Memo No: 106/Panch, Dated: 02/02/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of two (02) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন - ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.myhmc.in

প্রকাশনার জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী এইচএমসি এইচএমসি-এর অধীনে ৪ (চার) নম্বর বৈদ্যুতিক কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে। অভিপ্রায় ঠিকাদাররা গুকগ কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং আপ টু ডেট জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার) পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখ- ০৩.০২.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ থেকে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ- ২০.০২.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন **https://wbtenders.gov.in**

262 (3)/ 23-24
5.2.24

হাওড়া পৌর নিগম

Office of the
Thalia Gram Panchayat
Vill-Schagori, P.O.-Khoriop, P.S.-Joypur, Dist-Howrah, Pin-711401
Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from experienced and resourceful contractors for the work of (1) NIT No.: TGP/21/5 th SFC/24, Solar Pumping System for Irrigation 5 HP Pump. Date of start of downloading the documents. Etc. date :- 06/02/2024 Time :- 10:30 AM , Date of opening date :- 21/02/2024 Time :- 12 Noon. For details visit office of the undersigned or visit www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Prodhan
Thalia Gram Panchayat

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAMPANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-30(1)/FGP/2024, Date:-01/02/2024
Notice Inviting e-Tender No.- 25/(23-24)

As per Decision of Artho-O- Parikalpona Upo-samity vide Meting no.-07, dated on 04/01/2024) on behalf of said upo- Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e- tendering) for the total 04 (Four) Nos. Work. Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online) starting from 05/02/2024 at 10.30 am to 17/02/2024 at 01:30 PM. Date of opening of technical Proposals (Online) on 19/02/2024 at 02.00 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following Repairing and restoration work under Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1.	2024_MAD_661088_1	06.02.2024	15.02.2024	17.02.2024
2.	2024_MAD_661088_2	06.02.2024	15.02.2024	17.02.2024
3.	2024_MAD_661088_3	06.02.2024	15.02.2024	17.02.2024

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in

Chairman
Tarakeswar Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites online percentage rate tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : X/094/023/2023-2024/D
Name of the work: **Maintenance of paver block footpath at DPS Road from P. A. Shah crossing to Tram Depot in Ward No.-94, BR-X.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,94,173.55.** Earnest money: ₹ **3,900.00.** Period of completion: **75 days.**

(2) NIT No. : X/098/026/2023-2024/BUSTEE (2nd Call)
Name of the work: **Construction of manhole, catchpit and other allied works near 8/1 Netaji Nagar Colony etc. (Slum and Colony places) in Ward No.-98, BR-X.** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **1,77,749.00.** Earnest money: ₹ **3,560.00.** Times of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **17.02.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1)** and **16.02.2024 - 12 noon (For Sl. No. 2).** Date and time of opening of bid: **19.02.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **06.02.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/30/31/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Repair of passage at 3/1S G.V.R. Lane and surrounding areas in Ward No.-30 to be disturbed by Water Supply Department and laying of sewer line.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,79,481.66.** Earnest money: ₹ **7,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/031/20/2023-24 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road surface at Shib Krishna Daw Lane, Jogodyan Lane and surrounding area in Ward No.-031.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,37,706.00.** Earnest money: ₹ **4,800.00.** Period of completion: **120 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/034/21/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Supplying, fitting and fixing MH cover, GP cover and CP cover at 132 B. M. Road and surrounding area in Ward No.-034.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,63,258.00.** Earnest money: ₹ **3,300.00.** Period of completion: **365 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/031/27/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of I.P.S footpath at P-226A, P-343 CIT Sch.VI(M), R.K.S Road and its surrounding area in Ward No.-031 to be disturbed by C.E.S.C and Water Supply Department.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,97,269.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/031/01/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of paver block footpath at Maniktala Main Road, CIT Road and its surrounding areas in Ward No.-031.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,98,729.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **15.02.2024 upto 12 noon (For Sl. No. 1 to 5).** Date and time of opening of bid: **17.02.2024 after 12 noon (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **06.02.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/90/23-24/BUSTEE
Name of the work: **Improvement of C.C roads at slum area of Hossenpur Dharapara near H/o - Uday Bag, Sanjeeb Malik etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **2,34,256.45.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/88/23-24
Name of the work: **Improvement of roads at Prasanta Sur Nagar, Old Madurdah near Premises No.-31 P. S. Colony, H/o - Kanchan Sardar etc. in Ward No.-108, BR-XII/KMC.** Estimated cost: ₹ **3,53,782.01.** Earnest money: ₹ **7,100.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/93/23-24
Name of the work: **Improvement of C.C roads at West Chowbagha near H/o - Lakshmikanta Gharami, Niva Naskar etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **3,50,583.63.** Earnest money: ₹ **7,100.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/91/23-24
Name of the work: **Maintenance of C.C roads at Chowbagha near H/o - Tapan Mondal, Pradip Naskar etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **2,99,114.96.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **15.02.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 4).** Date and time of opening of bid: **17.02.2024 - 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **06.02.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/084/21/2023-2024/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of latrines near 15B, 18 M. P. Road and different places (all Bustee) in Ward No.-84.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,74,494.64.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **19.02.2024 - 12 noon.** Date of opening of tender: **21.02.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **07.02.2024 (5 p.m.).**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/090/027/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of footpath damaged by Lighting Dept. at Gariahat Road near City College in Ward No.-90.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,48,202.05.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **22.02.2024 - 12 noon.** Date of opening of tender: **24.02.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **12.02.2024 (5 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/038/2023-2024/R
Name of the work: **Maintenance of drain with allied works at Cotton Mill, Molla Para and Haldar Para and at different places in Ward No.-137, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,90,708.31.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **16.02.2024 - 11 a.m.** Date of opening of tender: **19.02.2024 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.02.2024 (5 p.m.).**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/063/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing works of drainage at different area of Kanthalberia, Khaldhari, Satghara Lane/Bye Lane in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,17,578.77.** Earnest money: ₹ **8,400.00.** Period of completion: **120 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/054/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing & maintenance of surface drain with allied works at T-117, T-153, T-238, Murray Road etc. in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,90,762.92.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **19.02.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 2 & 3).** Date of opening of tender: **21.02.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **07.02.2024 (5 p.m.). (For Sl. No. 2 & 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/IX/080/040/2023-2024/A
Name of the work: **Maintenance of 'UPHC' and 'UCHC' at 2, Hide Road and 96/2, Karl Marx Sarani in Ward No.-80.** Estimated cost: **Rate to be quoted in percentage rate.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **360 days.** Last date and time of submission of bid: **19.02.2024 - 12 noon.** Tender will be opened on: **21.02.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **06.02.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (1396/23-24)

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

রাজ্যের উপকূল এলাকা থেকে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হচ্ছে বিরোধিতায় পরিবেশ কর্মীরা

রাজ্যের উপকূল এলাকা থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করতে চলেছে ডিআরডিও

বলে জানতে পারা গিয়েছে। কাঁথির জুনপুট উপকূল থেকে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে এই পরীক্ষা হবে বলে প্রাথমিকভাবে খবর মিলেছে। সেই খবর মৎস্যজীবীদের চিন্তায় ফেলেছে বলেও শোনা গেল। বিশেষ করে যাঁরা সমুদ্রে নৌকা নিয়ে মাছ ধরেন এবং তা শুটকি মাছে পরিণত করে বাজারজাত করেন, তাঁদের বেশি সমস্যা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁদের রুজিরুটি বলতে সমুদ্রে মাছ ধরা। সমুদ্রের উপর নির্ভর করেই দিনযাপন করে তাঁরা। কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে সমুদ্রে ফেলা হলে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মাছ ধরার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে বলে আশঙ্কা। যার ফলে রুটিরুজিতে টান পড়বে, তাই চিন্তায় পড়েছেন মৎস্যজীবীরা।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, মিসাইলের লঞ্চিং প্যাড তৈরির জন্য জুনপুটে ডিআরডিওকে রাজ্য সরকার জমি দিয়েছে। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে অথবা মার্চে ডিআরডিও ওই জায়গা থেকে টেস্ট লঞ্চ হবে। অন্যদিকে, বালেশ্বর থেকেও একটি মিসাইল ছোঁড়া হবে। দু'টি মিসাইল মাঝপথে একে অপরকে কীভাবে আলাদা করে সম্ভবত সেই বিষয়ে গবেষণা করবে ডিআরডিও।

রাজ্যের উপকূল এলাকা থেকে প্রথম এধরনের মিসাইল টেস্ট লঞ্চ হচ্ছে। রাজ্যের উপকূল এলাকার নিরাপত্তা ও নজরদারি বাড়াতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা এজেন্সিগুলি বাড়িত গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের উপকূলে মিসাইল টেস্ট লঞ্চ প্যাড গড়ে তোলা হচ্ছে বলে মনে করছে প্রশাসন। সম্প্রতি ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর আইজি ইকবাল সিং চৌহান হলদিয়ায় জানিয়েছিলেন, রাজ্যে আরও দু'টি রেডার স্টেশন গড়ছে কোস্টগার্ড। একটি রেডার স্টেশন হচ্ছে জুনপুটে। হলদিয়ায় জেলাশাসক জানান, উপকূলের নিরাপত্তায় কোস্টগার্ড নজরদারি বাড়াতে শুরু করেছে। জুনপুট উপকূলে মিসাইলের লঞ্চিং প্যাড তৈরি হচ্ছে। রেডার স্টেশনে যাওয়ার জন্য কোস্টগার্ড জমি চেয়েছিল। রাস্তার জন্য জমি শুধু নয়, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় রাস্তাও করে দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তায় সহায়তা করছে রাজ্য। জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখা। সংগঠনের সম্পাদক বলেন, ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে কাঁথির উপকন্ঠে জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু কাঁথির শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনসাধারণ ও জুনপুট এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে পিছু হটে। কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ন থেকে সরে আসেনি। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিআরডিও খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এই মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক কাজ শুরু করতে চলেছে জুনপুটে উপকূল থেকে। আমরা এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আবারও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁর আরও বক্তব্য, আমরা মনে করি, আধুনিক যুদ্ধে মিসাইল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু ভারতে ইতিমধ্যেই চাঁদিপুরে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে, যেখান থেকে পাঁচ ছয় মাস অন্তর একটি মিসাইল পরীক্ষা করা হয়।

শিয়ালদহ কৃষ্ণ পদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে কবি সাহিত্যিক বিজন রায়ের বই প্রকাশ

মলয় সুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার শিয়ালদহ, কৃষ্ণ পদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার আয়োজনে, কবি বিজন রায়ের লেখা সংকলন পিছনের মুখ এর শুভ মোড়ক উন্মোচন হল। এর পাশাপাশি এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানে, বহু গুণী শিল্পীর সমন্বয়ে গান, কবিতা, ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে. অনুষ্ঠানের সূচনা হল। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোলকাতা সিটি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. মহীতোষ গায়েন, রবীন্দ্র গবেষক ড. সমীর শীল, কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক এর উত্তরসূরি কবি মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি , সহিত্যিক ডা. পবিত্র কুমার সাহা, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায .,সবুজ সংকল্প এর প্রণেতা সমাজসেবী রঞ্জিত দে ,শিক্ষক ও কবি মানব মুখোপাধ্যায়, পরিমল সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক শিল্পী দাস, নাট্যকার সুকেশ চন্দ্র কামার এবং রণজি সিংহ। এই দুই নাট্য ব্যক্তিত্ব কবি বিজন রায়ের কর্ম ও ব্যক্তি জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে এই অনুষ্ঠানে আগত ড. সুজন দের নৃত্য উপস্থাপনা এক অনন্য মাত্রা আনে, এছাড়া কবি মাধব ব্যানার্জী , কবি গৌরী রায, শুভ্র ব্যানার্জী সহ বহু বিশিষ্ট লেখক উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গ ভূমি সাহিত্য পত্রিকা র পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক ড. অর্ণব দত্ত ও ড. সহদেব দোলুই এবং পত্রিকার উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বৃন্দ, মৌটুসী বীর, ত্রিদীপ রায়, অঙ্কুশ অধিকারি, শ্রীমন্ত মণ্ডল, রাজেশ মণ্ডল। এদিন উপস্থিত কবিদের জন্যে চারাগাছ উপহার তুলে দেন সমাজ সেবি রঞ্জিত দে যিনি দীর্ঘ ১২বছর বিনা অর্থে গাছ পৌঁছে দেন সবার হাতে। এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. অর্নব দত্ত ও ডা. পবিত্র কুমার সাহা।। সহ-সভাপতি ড. সুরজি কোলে জানান এই অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে সফল হয়েছে। শিয়ালদহ কৃষ্ণ পদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে কবি সাহিত্যিক বিজন রায়ের বই প্রকাশ। মলয় সুর শনিবার শিয়ালদহ, কৃষ্ণ পদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার আয়োজনে, কবি বিজন রায়ের লেখা সংকলন পিছনের মুখ এর শুভ মোড়ক উন্মোচন হল। এর

আগত ড. সুজন দের নৃত্য উপস্থাপনা এক অনন্য মাত্রা আনে, এছাড়া কবি মাধব ব্যানার্জী , কবি গৌরী রায, শুভ্র ব্যানার্জী সহ বহু বিশিষ্ট লেখক উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গ ভূমি সাহিত্য পত্রিকা র পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক ড. অর্ণব দত্ত ও ড. পাশাপাশি এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, বহু গুণী শিল্পীর সমন্বয়ে গান, কবিতা, ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হল। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোলকাতা সিটি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. মহীতোষ গায়েন, রবীঃদ্র গবেষক ড. সমীর শীল, কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক এর উত্তরসূরি কবি মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি , সহিত্যিক ডা. পবিত্র কুমার সাহা, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ,সবুজ সংকল্প এর প্রণেতা সমাজসেবী রঞ্জিত দে ,শিক্ষক ও কবি মানব মুখোপাধ্যায়, পরিমল সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক শিল্পী দাস , নাট্যকার সুকেশ চন্দ্র কামার এবং রণজি সিংহ। এই দুই নাট্য ব্যক্তিত্ব কবি বিজন রায়ের কর্ম ও ব্যক্তি জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে এই অনুষ্ঠানে আগত ড. সুজন দের নৃত্য উপস্থাপনা এক অনন্য মাত্রা আনে, এছাড়া কবি মাধব ব্যানার্জী, কবি গৌরী রায, শুভ্র ব্যানার্জী সহ বহু বিশিষ্ট লেখক উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গ ভূমি সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক ড. অর্ণব দত্ত ও ড. সহদেব দোলুই এবং পত্রিকার উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বৃন্দ, মৌটুসী বীর, ত্রিদীপ রায়, অঙ্কুশ অধিকারি, শ্রীমন্ত মণ্ডল, রাজেশ মণ্ডল। এদিন উপস্থিত কবিদের জন্যে চারাগাছ উপহার তুলে দেন সমাজ সেবি রঞ্জিত দে যিনি দীর্ঘ ১২বছর বিনা অর্থে গাছ পৌঁছে দেন সবার হাতে। এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. অর্নব দত্ত ও ডা. পবিত্র কুমার সাহা সহ-সভাপতি ড. সুরজি কোলে জানান এই অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে সফল হয়েছে।

১৪.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে অসমের ওদালগুড়ি স্টেশনের পুনর্বিকাশ

মালিগাঁও, ০৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর পূর্বাঞ্চল ও অসমে রেলওয়ে সা-সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৬০টি রেলওয়ে স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধাযুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত স্টেশনগুলির মধ্যে অসমের ওদালগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ১৪.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুবিধা লাভ করবেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে রঙিয়া-মুর্কংসেলেক সেকশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হলো ওদালগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন। রিটায়ারিং রুম এবং ওয়েটিং রুম সহ যাত্রীদের সুবিধার্থে সর্বশেষ সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিদ্যমান স্টেশন ভবনটি উন্নত সম্মুখ অংশ সহ সম্প্রসারণ করা হবে। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য অনুকূল রেম্প এবং দুটি লিফট ও একটি ৫ মিটার চওড়া ওভার ব্রিজের মতো অন্যান্য আধুনিক সুবিধা সহ শৌচালয়ের সুবিধাও প্রদান করা হবে। নতুন টয়লেট ব্লকটি পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্মাণ করা হবে। চারপাশের সৌঃদর্যায়ন সহ উন্নতমানের পার্কিং সুবিধার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। যাত্রীদের সহজ চলাচলের জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে শেল্টার প্রদান করা হবে এবং মার্বেল পাথর, টাইল্স ইত্যাদি দিয়ে নতুনভাবে সারফেস নির্মাণ করা হবে। আগমন ও প্রস্থানের পথ পুনঃউন্নয়ন করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন। উপরোক্ত সকল কাজের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। নতুন স্টেশন ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অন্যান্য যাত্রী সুবিধার জন্য কাজ যেমন কোচ গাইডেন্স বোর্ড স্থাপন, ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম, প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, দিব্যাঙ্গজনের জন্য সহজলভ্য ওয়াটার বুথের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যও কাজ চলছে। এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করে তুলবে।

রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড দ্বারা আরআরবি রিক্রুটমেন্টস এর জন্য একটি বার্ষিক সময়সূচী প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এই মুহূর্তে যারা একটি চাকরির

চেষ্টায় আছেন, তাদের সকলের জন্য সুখবর। চলতি বছরে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড দ্বারা RRB রিক্রুটমেন্টস এর জন্য একটি বার্ষিক সময়সূচী প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের সারা বছর ধরেই সেই রিক্রুটমেন্টস নোটিফিকেশন ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হবে। যেমন অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদের রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশনের জন্য চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকনিশিয়ানস পদের রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন এর জন্য এপ্রিল থেকে জুন মাস এর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে চারটি আলাদা ক্যাটিগরিতে রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন রিলিজ করা হবে। যেমন গ্রাজুয়েট ক্যান্ডিডেটদের জন্য নন টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটিগরিস, যেটা সপ্তম পে কমিশনের লেভেল ফোর, লেভেল ফাইভ, এবং লেভেল সিক্স এ রিক্রুটমেন্ট করা হবে। আন্ডারগ্রাজুয়েট ক্যান্ডিডেটদের জন্য নন টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটিগরিস থাকছে সেখানে লেবেল টু এবং লেবেল থ্রি তে রিক্রুটমেন্ট করা হবে। এছাড়াও, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং প্যারামেডিকেল ক্যাটিগরির জন্যও রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন রিলিজ হবে। এছাড়াও অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে লেভেল ওয়ান ছাড়াও মিনিসট্রিয়াল ও আইসোলেটেড ক্যাটেগরিস পদ্গুলির জন্য রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন রিলিজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাই যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট রেলওয়েতে চাকরির জন্য আপিল করতে চান তারা অফিসিয়াল আরআরবি ওয়েবসাইট গুলিতে খোঁজ রাখুন। দয়া করে কোন জাল চাকরিচক্রের দ্বারা প্রতারিত হবেন না। মনে রাখবেন রেলওয়েতে চাকরি শুধুমাত্র আরআরবি এবং আরআরসি এর মাধ্যমে জারি করা রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

পূর্ব রেলের গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট গুলির মধ্যে নবদ্বীপঘাট থেকে নবদ্বীপধাম নতুন লাইন তৈরীর প্রোজেক্টটি অন্যতম

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারীঃ পূর্ব রেলের গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত প্রজেক্ট গুলির কাজ পশ্চিমবঙ্গের বুকে চলছে সেগুলির মধ্যে নবদ্বীপঘাট থেকে নবদ্বীপধাম ১৫ কিলোমিটার বিস্তৃত নতুন লাইন তৈরীর প্রোজেক্টটি অন্যতম। এই প্রজেক্টের অন্তর্গত হুগলি নদীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ রেলব্রিজ তৈরীর কাজ রেল সম্পূর্ণ করেছে। ব্রিজটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ১৬৪.২০ কোটি টাকা। কিন্তু ব্রিজ তৈরির সাথে সাথে তার কানেক্টিং রোডের কাজ সম্পূর্ণ হলেই তবে প্রজেক্টটি সফলভাবে শেষ হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জমি অধিগ্রহণ। ২৬৪.০৬৭ একর জমির জন্য ইতিমধ্যেই ৫৫ কোটি টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে। অধিকৃত জমির মধ্যে চাষযোগ্য

জমি, ভিটে জমি ছাড়া সরকারি জমিও আছে। এ ব্যাপারে ৯ নভেম্বর ২০২৩-এ নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এর সঙ্গে মিটিংও হয়েছিল। তাছাড়াও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটজমি অধিগ্রহণ নদীয়া-এর সঙ্গেও মিটিং হয় ২৪শে নভেম্বর ২০২৩-এ। সেই অনুযায়ী ৪ ডিসেম্বর ২০২৩-এ সার্ভে এবং জমির সীমারেখা মাপার কাজ শুরু হয়। কিন্তু স্থানীয় জনগণের বাধায় দু'দিনের মধ্যে সেই কাজ থমকে যায়। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সমাধান হয়নি। ফলে প্রোজেক্টের কাজ থমকে রয়েছে। অথচ এই প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ হলে হুগলি নদীর উভয়. তীরের মানুষ ভীষণভাবে উপকৃত হবেন। রেল কর্তৃপক্ষের অনুরোধ, প্রজেক্ট তাড়াতাড়ি শেষ করতে সাহায্য করুন। রেলের বিকাশের অর্থই হলো ওই এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশ।

বিশ্রামগঞ্জে সিপাহিজলা জেলাভিত্তিক জাতীয় কন্যা শিশুদিবস উদযাপিত

বিশালগড়, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরা সরকার মহিলা ও শিশুকন্যাদের সার্বিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার কন্যা সন্তানদের জন্য বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে। বিশ্রামগঞ্জের শচীন দেববর্মণ স্মৃতি কলাক্ষেত্রে সোমবার সিপাহিজলা জেলাভিত্তিক জাতীয় কন্যা শিশুদিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন সিপাহিজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, একজন শিক্ষিত মা হচ্ছেন বিকশিত সমাজ ও দেশ গঠনের মূল চালিকাশক্তি। মহিলা এবং শিশুদের জন্য রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচির কথাও বক্তব্যে তুলে ধরেন তিনি। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিগণ বক্তব্য পেশ করেছেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক উত্তম দাস, জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপঅধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা, ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের সদস্যা যামিনী চৌধুরী প্রমুখ।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শংকর নেত্রালয়ের তত্ত্বাবধানে বিধায়কদের চক্ষু শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী বিমান বন্দোপাধ্যায় আগামী দিনে বিধানসভার আধিকারিক ও স্টাফদেরও চক্ষু শিবিরের আয়োজন করা হবে। ছবি সুবল সাহা।

উজ্জ্বল এক ঝাঁক দাবাড়ুদের নিয়ে দাবা প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সারা বাংলা র‍্যাপিড চেস প্রতিযোগিতা রবিবার মানকুন্ডুর আম্রপালি গার্ডেনে সারাদিন ধরে চন্দননগর চেস লাভার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত সোমনাথ কুন্ডু স্মরণে চতুর্থতম এই টুর্নামেন্টের অনূর্ধ্ব ৫ বছর থেকে ৯ বছর পর্যন্ত ছটি গ্রুপে ৫৫২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন ছয় রাউন্ডের খেলায় ১১৫ টি টেবিল থাকে। এদিন সকালে উদ্বোধন করেন দুবারের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত দাবাড়ু স্নেহা হালদার। এই টুর্নামেন্টে ২০১ টি সেরা খুদে দাবা খেলোয়াড় কে রুপোর তৈরি বোড়ে দিয়ে সম্মানে ভূষিত করা হয়। সংগঠনের কর্ণধার তথা সম্পাদক শুভম সুর বলেন বর্তমানে যেভাবে ছোটরা মোবাইলের প্রতি গভীরভাবে আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ছে। অবশ্য যদি তারা দাবা খেলায় মনঃসংযোগ দেয় তাহলে জীবনে রীতিমতো চমকপ্রদ সাফল্য আসবে। এদিন সর্বকনিষ্ঠ খুদে দাবারু ভিভান মিশ্র (৫ বছর) এবং সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে অঙ্কিতা পণ্ডিত খেলায় অংশ নেয়। এখানে ক্ষুদে খেলোয়ারদের সবকিছু ব্যবস্থা থাকার দরুন আয়োজকদের অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে। আগামী দিনে এখান থেকেই উঠে আসবে নবীন প্রতিভা ঝাঁকে ঝাঁকে। প্রত্যেকেই প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, Basir Molla (পুরাতন নাম) পিতা Nasiruddin Molla, ঠিকানা-Molla Para, Moukhali, Bishnupur, Daimond harbour- 743503, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.02.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Basiruddin Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Basiruddin Molla (নতুন নাম) এবং Basir Molla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি,Subasis Chakraverty (পুরাতন নাম) পিতা Sambhu Nath Chakraverty, ঠিকানা- 6, Robinson Street, Circus Avenue, Kolkata-700017, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.02.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Subasish Chakraverty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম।Subasish Chakraverty (নতুন নাম) এবং Subasis Chakraverty (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Sangeeta (old name) W/o Narayan Prasad Lohia, D/o Trilok Chand Rathi, Residing at 84/P, Bhairab Dutta Lane, Haora (M Corp), Howrah- 711106, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sangeeta Lohia (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/02/2024. Sangeeta Lohia (new name) and Sangeeta (old name) both are same identical person.

Name Change

I SANGITA PRADHAN, W/O DEEPAK PRADHAN , R/O WARD NO 5, LOWER DUMARAM BUSTY KURSEONG, DARJEELING - 734203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGITA LAMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT SANGITA LAMA AND SANGITA PRADHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I CHHATTU SHAIKH, S/O NAZIR SK, R/O SULTANGANJA, GOTALAHAT KRISHNAPUR, PS BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHHOTTU SK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT CHHATTU SHAIKH AND CHHOTTU SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MONTU SK, S/O TAHAJUL SEKH, R/O SUBARNAMRIGI KALUKHALI, PS BHAGWANGOLA, MURSHIDABAD -742135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINARUL ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT MONTU SK AND MINARUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK KURBAN ALI,SON OF HARU RASID, RESIDING AT VILL-BHAIRA, PO-BELUN,PS-PANDUA,HOOGHLY-712149, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KURBAN ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024.THAT SK KURBAN ALI AND KURBAN ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,Ismail Mondal s/o Mahim Mondal of Vill: Panchberia, PO:Boyra, PS:Bagdah, Dist:24Pgs(N), W.B.-743232.By Affidavit of notary public Bongaon S.D.Court on 22/01/2024 my father Mahim Mondal and Mahibul Mondal is same one identical person having no difference henceforth.

Name Change

I,KAMAL DAS, RESIDING AT GOPINATHPUR,GHONZA, NORTH24PARGANAS-743249, WEST BENGAL.THAT MY FATHER SHAILESH DAS SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAILESH DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024.THAT SHAILESH DAS AND SAILESH DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Santosh Kumar Sanyal (old name) S/O Sanatan Sanyal, residing at Bhawanipur Maitra Bagan, Basirhat (M), Basirhat College, Dist-North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Santosh Sanyal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/02/2024. Santosh Sanyal (new name) and Santosh Kumar Sanyal (old name) both are same identical person.

Name Change

I MOHAMMAD MAHASHIN MONDAL, S/O MD AMIR ALI MONDAL, R/O VILL SHYAMNAGAR, PO NADIA GARAPOTA, PS HANSKHALI,NADIA, PIN-741502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHASIN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT MAHASIN MONDAL AND MOHAMMAD MAHASHIN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,KUSAI KALOLWALA S/O SAIFUDDIN KALOLWALA Presently residing at 33/4, Prasanna Naskar Lane, PS-Kasba, Kolkata-700039 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name BURHANUDDIN KALOLWALA instead of BURHANUDDIN KUSAI KALOLWALA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2023. BURHANUDDIN KUSAI KALOLWALA and BURHANUDDIN KALOLWALA both are same and one identical person.

Name Change

I SNEAHA DAS, W/O AMANINDER SINGH GILL, R/O NEAR GURUDWARA G T ROAD, PANAGARH, PASCHIM BARDDHAMAN, PIN-713148, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SNEAHA KAUR GILL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT SNEAHA DAS AND SNEAHA KAUR GILL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SMT NISHAT SIDDIQUE, W/O NAZIR HASSAN SIDDIQUE, R/O 52A, TALTALA LANE, PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NISHAT JABEEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT NISHAT JABEEN AND SMT NISHAT SIDDIQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BAISAKHI BERA, W/O BIRESWER BERA, R/O 5/1/A, PEARY MOHAN MUKHERJEE STREET, PO BELUR MATH, HOWRAH -711202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BAISHAKHI BERA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT BAISAKHI BERA AND BAISHAKHI BERA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MAHAMMAD FIROZ,SON OF MONIR AHMED, RESIDING AT 16 SWINHOE LANE, KASBA, KOLKATA- 700042, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD FIROZ, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024.THAT MAHAMMAD FIROZ AND MOHAMMAD FIROZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAVI JAIN,SON OF RAJ KUMAR JAIN, RESIDING AT 60,BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD,FL NO-18B/19B,BALLYGUNGE,KOLKATA -700019,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAVI KUMAR JAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024.THAT RAVI JAIN AND RAVI KUMAR JAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,BANAMALI DAS,SON OF SUSHIL DAS, RESIDING AT PURBA MAMUDPUR JANA BERA O MANNAPARA, PO-MAMUDPUR, NORTH 24 PARGANAS-743435, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BANAMALI KRISHNA DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024.THAT BANAMALI DAS AND BANAMALI KRISHNA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMAD MAHASHIN MONDAL, S/O MD AMIR ALI MONDAL, R/O VILL SHYAMNAGAR, PO NADIA GARAPOTA, PS HANSKHALI,NADIA, PIN-741502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHASIN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT MAHASIN MONDAL AND MOHAMMAD MAHASHIN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, GOPI RABI DAS(old name) S/O Late M Rabi Das(Old Name) residing at Near 24 Hours Club, 494, B.B. Ghosh Street, Goala Para Monirampur, VTC Barrackpore, P.O. & P.S. Barrackpore, Dist.-North 24 Parganas, Pin-700120 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name GOPI RABIDAS and my father's actual name LATE MUNILAL RABIDAS instead of LATE M RABI DAS, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore, North 24 Parganas on 31/01/2024. GOPI RABI DAS S/O LATE M RABI DAS and GOPI RABIDAS S/o LATE MUNILAL RABIDAS all are same and one identical persons.

Name Change

I, Manish Kumar Pachisia S/o Satish Kumar Pachisia previously called Manish Pachisia resident of Diamond City South, Tower-4, Flat – 3A, 58, Mahatma Gandhi Road, Kolkata – 700041 have changed my name from Manish Pachisia to Manish Kumar Pachisia and henceforth I shall be known as Manish Kumar Pachisia in all purpose. That Manish Kumar Pachisia and Manish Pachisia is the same and one identical person vide affidavit dated 03.02.2024 sworn before Notary Public at C.M.M's Court Kolkata.

Name Change

I AJIT MALOGI SHINDE, SON OF MALOGI SHINDE RESIDING AT 25/2, KSHETRA MOHAN LANE, BLOCK-A, FLAT 1A5, HOWRAH - 711106, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJIT SHINDE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024.THAT AJIT MALOGI SHINDE AND AJIT SHINDE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAMIR KUMAR JENA,SON OF SUDARSHAN JENA, RESIDING AT NRC - 141,DLF NEWTOWN HEIGHTS, A A III NEWTOWN, PATHARGHATA, NORTH 24 PARGANAS -PIN 700135,WEST BENGAL.\THAT MY MINOR DAU GHTER AKANKSHYA PRIYA DARSINI SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKANKSHYA PRIYADARSHINI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024.THAT AKANKSHYA PRIYADARSINI AND AKANKSHYA PRIYADARSHINI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMED SERAJ ANOWAR, S/O LATE MOHAMMED HUSSAIN, R/O 65/I/9/E, RAM KRISHNA ROAD, RISHRA, PS SERAMPORE, CHANDANNAGAR,PIN-712248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SERAJ ANWAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT MD SERAJ ANWAR AND MOHAMMED SERAJ ANOWAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I HARINARAYAN ROY, S/O NRIPEN RAY, R/O MAGURAKONA, NALDUGARI, PS BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARINARAYAN RAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT HARINARAYAN RAY AND HARINARAYAN ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AJMAT PARVEEN, W/O MD SERAJ ANWAR, R/O 65/I/9/E, RAM KRISHNA ROAD, RISHRA, PS SERAMPORE, CHANDANNAGAR -712248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AZMAT PARVEEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT AZMAT PARVEEN AND AJMAT PARVEEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NRIPEN CHANDRA ROY & NRIPEN CH ROY, S/O GANESH RAY, R/O MAGURAKONA, NALDUGARI, PS BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NRIPEN RAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT NRIPEN CHANDRA ROY & NRIPEN CH ROY AND NRIPEN RAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KAMALA ROY, W/O NRIPEN RAY, R/O MAGURAKONA NALDUGARI, PS BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMALA RAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT KAMALA ROY AND KAMALA RAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD SERAJUDDIN KHAN, S/O MD BAFATI KHAN, R/O T-293/2, PANCH PARA ROAD, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, PIN-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SIRAJUDDIN KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT MD SERAJUDDIN KHAN AND MD SIRAJUDDIN KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DEBOBROTO DAS, S/O LATE SHAYAN DAS, R/O MB-105, MAHISHBATHAN SALT LAKE CITY, SEC-5, PS BIDHANNAGAR EC , NORTH 24 PARGANAS, PIN-700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBABRATA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT DEBOBROTO DAS AND DEBABRATA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

ভালুকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী, বাজেয়াপ্ত বাইক

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভালুকা এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় ব্যবহারকারী একটি বাইক। পুলিশ জানায়, ধৃত দুষ্কৃতীর নাম স্বপন মন্ডল। তার বাড়ি নদীয়ার শান্তিপুর থানার সাহেবডাঙ্গা গ্রামে। সোমবার দুপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হওয়া ওই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতে পেশ করল পুলিশ। পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে ধৃত দুষ্কৃতীকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানালে, বিচারক তা মঞ্জুর করেন। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, রবিবার রাত পৌনে নটা নাগাদ সোর্স মারফত খবর আসে নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত গৌরাঙ্গ সেতু রোডে ভালুকা নব নির্মিত টোল প্লাজার কাছে দুই দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করছে। খবর পাওয়া মাত্রই নবদ্বীপ থানার একটি টহলদারি পুলিশ ভ্যান ঘটনাস্থল ভালুকা টোল প্লাজার কাছে পৌঁছায়। পুলিশকে আসতে দেখে স্বপন মন্ডল সহ দুই দুষ্কৃতী পালাবার চেষ্টা করে। পুলিশের তৎপরতায় গ্রেপ্তার হয় স্বপন মন্ডল নামক ওই দুষ্কৃতী। স্বপন মন্ডলকে গ্রেপ্তার করতে পারলেও তার এক সঙ্গী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পালিয়ে যাওয়া দুষ্কৃতীর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃত স্বপন মন্ডলের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ। পাশাপাশি ছিনতাইয়ের জন্য ব্যবহারকারী বাইকটিকে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

নিহত দুই দলীয় কর্মীর স্মরণে বিশাল মিছিল তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, মাড়গ্রাম, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ গত পঞ্চায়েতে নির্বাচনের আগে পাঁচ-ই ফেব্রুয়ারি দুই তৃণমূল জিয়ারুল আলী ওরফে লাল্টু ও নজরুল ইসলাম ওরফে নিউটন নিহত হন আততায়ীর হাতে। মোট পনেরো জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়। সোমবার সেই জোড়া তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় দিনটিকে শহীদ দিবস হিসেবে স্মরণ করে মাড়গ্রামে শহীদ বেদীতে মাল্যদান

করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে শহীদ বেদী থেকে এলাকার হাতি বাঁধা স্থান পর্যন্ত মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিলে শামিল হন শত শত মানুষ। সেখানেও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন তাঁরা। মিছিলে হাঁটেন হাঁসন বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়, রামপুরহাট দুই ব্লক সভাপতি সুকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় জিয়ারুল আলী ওরফে লাল্টু (৩৮) ও নজরুল ইসলাম ওরফে নিউটন শেখ (৩৭)। দুজনেরই বাড়ি বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার হাসপাতাল পাড়ায়। ঘটনাটি ঘটে ৪ ফেব্রুয়ারি রাত ৯ টার দিকে মাড়গ্রাম হাসপাতাল পাড়ায়। অভিযোগ, বাড়ির কাছে দুষ্কৃতীরা ঝোপের মধ্যে থেকে বাইক লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিউটনের। কলকাতার পিজি হাসপাতালে মৃত্যু হয় মাড়গ্রাম ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভুট্টু শেখের ভাই জিয়ারুল আলী ওরফে লাল্টুর। ঘটনার রাতেই পুলিশ শেখ সুজাউদ্দিন, তার দুই ছেলে সহ মোট ছয় জনকে গ্রেফতার করে। শেখ সুজাউদ্দিন অভিযুক্ত সুজাউদ্দিন মাড়গ্রামের প্রাক্তন কংগ্রেস পঞ্চায়েত প্রধান। ২০১৩ থেকে আঠারো সালের আগে পর্যন্ত তিনিই প্রধান ছিলেন। তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিতে যোগ দেয় সুজাউদ্দিন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাস তিনেক আগে কংগ্রেসে ফিরে যান সুজাউদ্দিন। ঘটনার পরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাতেই গ্রামে পৌঁছে যান তৃণমূলের রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি। তিনি স্বজনহারা পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি উত্তেজিত কর্মীদের শান্ত করেন। না হলে হয়তো ফের দ্বিতীয় বগটুইয়ের মতো ঘটনা ঘটতো। কারণ নিহতের অনুগামীরা দুষ্কৃতীদের বাড়িতে আগুন লাগানোর প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে। সেই পরিস্থিতি সামাল দেন রামপুরহাট এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি।

এসডি পিও-র নেতৃত্বে ও ময়না থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে বাকচায় রুটমার্চ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এসডি পিও-র নেতৃত্বে ও ময়না থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে বাকচায় রুটমার্চ। সংবাদের শিরোনামে বারংবার উঠে আসে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাকচা এলাকার নাম। বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক সংঘর্ষ লেগেই থাকে। পঞ্চায়েত ভোটের পর থেকে কিছুটা হলেও শান্ত পরিবেশ ছিল বাকচা এলাকা তারই মধ্যে গত শনিবার পেট্রোল ডিউটি করতে গিয়ে বেধড়ক মারধরের শিকার আহত হয় ময়না থানার পুলিশ শনিবার রাত ৯ টা নাগাদ ময়না থানার অন্তর্গত বাকচাগ্রামে নিমতলা এলাকায় ময়না থানার পুলিশ পেট্রোল ডিউটি করতে গিয়ে এক পুলিশ অফিসার সহ চার পুলিশ কর্মী আক্রান্ত হয় বলে জানা গেছে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছু লোকজন পুলিশকে লক্ষ্য করে বাঁশ, ডাবের খোলা, ইঁট দিয়ে আক্রমণ করে, আক্রমণে পুলিশের গাড়ির পেছনের কাঁচ ভেঙে যায় আহত পুলিশ কর্মীদের ময়না ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় তবে কি কারণে এই ঘটনা তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা পুলিশের গাড়িতে আক্রমণ করল এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি, তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তরা অধরা তদন্তে ময়না থানার পুলিশ। আজ বিকেলে তমলুকের এসডিপিও অফিসার আফজাল আবরারের নেতৃত্বে ও ময়না থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কাজল দত্তর উপস্থিতিতে বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশ মাথা বাজার থেকে খিদিরপুর মোড় পর্যন্ত ময়না থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে রুটমার্চ করা হয়।

উত্তর-পূর্ব রেলের খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স অব্যাহত

গোরক্ষপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব রেলের খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স অব্যাহত রয়েছে। এই ক্রমানুসারে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের আশু, ০২ থেকে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত জয়পুরে অনুষ্ঠিত সিনিয়র ন্যাশনাল রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪-এ গ্রিকো-রোমান স্টাইলে ভারতীয় রেলের প্রতিনিধিত্ব করে, ৬৭ কেজি জিতেছে। ৫৫ কেজিতে সোনা এবং ৫৫ কেজিতে রোহিত যাদব ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। এছাড়াও সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে প্রতিদিন অনুশীলন করা তিনজন সাব-জুনিয়র হ্যান্ডবল খেলোয়াড়কে উত্তরপ্রদেশ হ্যান্ডবল দলে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই হ্যান্ডবল খেলোয়াড়রা ০৭ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ এর মধ্যে চিতোরগড়ে অনুষ্ঠিত ৩৮তম সাব জুনিয়র হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবে।

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Share Certificate no. 2067-2068 bearing Distinctive Nos. 168614-168799 of Smt. ILA DEBI, Folio No. **D0639** for 186 Shares of F. V. Rs. 10/- per shares, for the under-mentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder of the said securities/applicant has/have applied to the Company to issue duplicate certificate. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office **M/S The Grob Tea Company Ltd.** at its Registered Office **HAUTE STREET", 9th Floor, 86A, Topsia Road, Kolkata, 700046,** within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate without further intimation.

Place: Kolkata — Name(s) of the Survivor(s)
Date: 02-02-2024 — Balaram Mukherjee

নবদ্বীপে শিক্ষকের বদলি রুখতে বিদ্যালয়ের গেটের বাইরে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্রছাত্রীদের সাথে বিরূপ আচরণ, সময় মতো বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হওয়া সহ মদ্যপ অবস্থায় শিক্ষকের বিদ্যালয়ে আসার মতো ঘটনা নিয়ে এই রাজ্যে অভিভাবকদের বিক্ষোভ, আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছে সকলেই। এবার নদীয়ার নবদ্বীপে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বদলির বিরুদ্ধে ও বদলি রুখতে অভিভাবকদের একাংশের আন্দোলন ও বিক্ষোভে সামিল হওয়ার সাক্ষী থাকলো গোটা বাংলা। এমনই ব্যাতিক্রমি ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া নবদ্বীপ শহরের নন্দীপাড়া রোড এলাকায় অবস্থিত বকুলতলা ফিডার ইন্সটিটিউশন, (প্রাথমিক বিদ্যালয়)। জানা যায় সেই বিদ্যালয়ে দীর্ঘ দশ বছরের অধিক সময় ধরে টিচার ইনচার্জ পদে চাকুরী করে আসছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৌতম গড়াই, সম্প্রতি সরকারি নিয়মানুযায়ী প্রধান শিক্ষক রূপে তার বদলির অর্ডার হয়েছে নবদ্বীপ শহরের অপর এক বিদ্যালয়ে। আর এই খবর বকুলতলা ফিডার ইন্সটিটিউশনের পড়ুয়াদের অভিভাবকদের কানে আসতেই তারা গৌতম গড়াই এর বদলি আটকাতে সোচ্চার হয়ে পরে, পাশাপাশি এই বিদ্যালয়েই পুনঃ বহালের দাবীও তোলেন অভিভাবকেরা। আর এই দাবীকে সামনে রেখে সোমবার বিদ্যালয়ের গেটের বাইরে রীতিমত বিক্ষোভ ও আন্দোলনে সামিল হয় পড়ুয়াদের অভিভাবকদের একাংশ। অভিভাবকদের দাবী নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদয়ালয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছরে এই বিদ্যালয়টির মানোন্নয়ন ঘটেছে। ঘটেছে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সহ পঠন- পাঠনের ও বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মিডডে মিলের খাবারেও। আর এসবটাই ঘটেছে শিক্ষক গৌতম গড়াই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেবার পর। আর এখন এই বিদ্যালয় থেকে এই শিক্ষকের বদলি কোন মতেই মেনে নিতে পারছেনা বলেও দাবী করেন একাধিক অভিভাবক-অভিভাবিকারা। অভিভাবকেরা আরও জানান, এই বিদ্যালয়ে আগে পড়ুয়াদের সংখ্যা ছিলো সামান্য। শিক্ষক গৌতম গড়াই দায়িত্ব নেবার পর থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ তাদের সন্তানদের এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে আগ্রহী হয়েছে, আমরা নিজেদের সন্তানদের এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নিশ্চিত হতে পারি আর এটা এই শিক্ষক আসার পর থেকেই সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি পড়ুয়াদের মিড ডে মিল খাবার খাওয়ারও নির্দিষ্ট জায়গাও তৈরী করা হয়েছে, সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকে এই বিদ্যালয়ের চত্বর। মোটের ওপর শহরের বুকে একটা দৃষ্টান্ত তৈরী করতে পেরেছে এই বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন সহ পরিকাঠামো ও পরিবেশ, আর এর কৃতিত্ব শিক্ষক গৌতম গড়াইকেই দেয় অভিভাবকেরা। ঘটনাটা প্রসঙ্গে শিক্ষক গৌতম গড়াই জানান, আমি সরকারি চাকরি করি সরকারি নির্দেশ মানাও আমার কর্তব্য, এই এখন অভিভাবকেরা চাইছে এখানে আমি কি করতে পারি, আমি বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব আগত প্রধান শিক্ষকের হাতে তুলে দেবার যাবতীয় অফিশিয়াল কাজ সম্পন্ন করছি তিনি আসলেই আমি তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে প্রস্তুত। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, তবে একথা সত্যি আমি জয়েন করার সময়ের এই বিদ্যালয় আর আজকের বিদ্যালয় আকাশ পাতাল তফাৎ। বর্তমানে বিদ্যালয়ে তিনশো দশ জন পড়ুয়া আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা আটজন, এই নিয়ে আমরা চেষ্টা করি সর্বদা পড়ুয়াদের সুশিক্ষা দিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৫২ সালে তার পর থেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকাটামো বদল হয়ে আসছে, ঠিকই কিন্তু গত কয়েক বছরে এই বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভাবে যে উন্নত হয়েছে তা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি আরও জানা যায়, একাধিক বার এই বিদ্যালয় জেলাস্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি পুরস্কারও অর্জন করেছে। মোটের ওপর পড়ুয়াদের ভবিষ্যত ও বিদ্যালয়ের উন্নত পরিকাঠামো বজায় রাখতে অভিভাবকদের এহেন পদক্ষেপ ব্যাতিক্রমি ও প্রশসনীয় এমনটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

খেলার মাঠ দখল করেছে মেলা ! একাধিক বার আবেদনেও পাওয়া যায়নি বৃন্দাবনী মাঠ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ একাধিকবার আবেদন করেও খেলার জন্য পাওয়া যায়নি বৃন্দাবনী মাঠ ! এর ফলে ৫৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বন্ধ হয়ে গেলো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস। মালদা শহরের বৃন্দাবনী মাঠে গত ৫৫ বছর ধরে জানুয়ারির শীতে বসতো ছাত্রছাত্রীদের খেলার আসর, ক্ষুদে ক্রীড়াবিদ ও ছাত্র-ছাত্রীদের হৈ চৈ ও বুটের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠতো গোটা শহর। প্রতি বছর এই মাঠে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস এর জোনের খেলা সম্পন্ন হয়। সেই মাঠে বার বার আবেদন করেও মাঠ পায়নি ছাত্রছাত্রীরা। ফলে ৫৫ বছরের রিতি ভেঙে এ বছর বন্ধ হয়ে গেলো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস এর খেলা। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস এর জেলা সেক্রেটারি পুস্পেন্দু কুমার মিশ্র জানিয়েছেন , এবছর মাঠের অভাবে আমরা খেলা করাতে পারিনি। মাঠের জন্য বারবার আবেদন করে আমরা মাঠ পাইনি। তাই এবছর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের খেলা স্থগতি রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন । বহু স্কুল খেলা করাতে পারে নি। কিছু বিদ্যালয় তাদের অল্প জায়গায় কোনো ক্রমে বিদ্যালয়ের খেলা সম্পন্ন করেছে।' এই নিয়ে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষক, ও অভিভাবক মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবাদ জানিয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ও বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন। ইংলিশবাজার সদর জোনের প্রায় চল্লিশটি স্কুলের খেলা প্রতি বছর বৃন্দাবনী মাঠে হতো। এ বছর জেলা প্রশাসনের কাছে একাধিকবার মাঠ চেয়ে আবেদন করলেও বিদ্যালয়গুলি মাঠ পায়নি। মাঠের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া চাওয়া হয়েছে। স্পোর্টস কমিটির সেক্রেটারি জয়ন্ত দাস জানিয়েছেন, আমরা মাঠের জন্য বারবার জেলা প্রশাসনের দারস্ত হয়। আমাদেরকে একাধিক বার ঘোরানো হয়। মাঠের জন্য ৫০০০ টাকা দিতে বলা হয়। অথচ খেলার জন্য মাঠ না দিয়ে সেই মাঠ প্রাণী সম্পদ উদ্যান দপ্তরের মেলা হয়। এর ফলে আমরা খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের জন্য শহরের আকার চল্লিশটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এবছর খেলা থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষক সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয়.শৈক্ষিক মহাসংঘ এর প্রাদেশিক সম্পাদক উজ্জ্বল কুমার তালুকদার জানান, খেলার ব্যাপারে এই প্রশাসন উদ্যোগী নয়। মেলার ব্যাপারে ইনারা যত উদ্যোগ নেন, খেলার ব্যাপারে ইনারা ততটাই উদাসীন। কর্মশিক্ষা, শরীরশিক্ষা সিলেবাসে ঐচ্ছিক, তাই সরকার এবার খেলাকে গুরুত্বহীন করে দিল। শহর ও জেলার শতাধিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী খেলা থেকে বঞ্চিত হল। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের পর অন্তত জেলার খেলার আয়োজন যাতে করা যায়, সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওযার আবেদন রাখছি। বাম শিক্ষক সংগঠনের একাধিক শিক্ষক নেতার অভিযোগ , বর্তমান সরকার চুরি মেলা ও অর্থ অপচয়ের সরকার। শিক্ষা ও খেলাধুলাকে এর এরা গলা টিপে মেরে ফেলেছে। এর উদাহরণ হচ্ছে এবার বৃন্দাবনী মাঠের ডিস্ট্রিক্ট স্কুল কাউন্সিলের খেলা বন্ধ রাখা। প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মেলা করার জন্য খেলা বন্ধ করে দিল ভাবাই যায.না। উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য প্রসেনজিত দাস জানান, বিষয়টা আমার জানা নেই, তবে শিক্ষকরা যদি আমার কাছে আসতো আমি শহরের ভিতরে বিকল্প মাঠের ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম।

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত যুবকের জেল হেপাজত

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সাংসারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার যুবক। পুলিশ জানায়, ধৃত যুবকের নাম সাদ্দাম হোসেন বিশ্বাস। তার বাড়ি নদীয়ার চাপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে। রবিবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত যুবককে চাপড়া থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে, সোমবার বধূ নির্যাতন ও খুনের চেষ্টা সহ অন্যান্য ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর এজলাসে পেশ করলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, গত ১০ জানুয়ারি নির্যাতিতা গৃহবধূ নবদ্বীপ থানায় স্বামী সাদ্দাম হোসেন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করলে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে গতকাল সন্ধ্যায় চাপড়া থানা এলাকা থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে চাপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা পেশায় হোটেল কর্মী সাদ্দাম হোসেন বিশ্বাসের সঙ্গে সামাজিক মতে বিয়ে হয় নবদ্বীপ ব্লকের তিওরখালির বাসিন্দার নির্যাতিতা ওই গৃহবধূর। অভিযোগ বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামী শহর শশুর বাড়ির লোকেরা তার উপরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতে শুরু করে। সম্প্রতি সেই অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করলে প্রতিবাদ করেন নির্যাতিতা গৃহবধূ। আর তাতেই আগুনে ঘি পড়ে। নির্যাতিতা গৃহবধূর অভিযোগ, জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অভিযুক্ত স্বামী সাদ্দাম হোসেন বিশ্বাস তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করে। গত ১০ জানুয়ারি প্রতিকার পেতে নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে, তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে।

মৃত্যু এক ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সাইকেল নিয়ে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে নকশালবাড়ির কিরণচন্দ্র চাবাগান মোড়ে এশিয়ান হাইওয়ে ২ জাতীয় সড়ক পারাপার করতে গিয়ে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম জুগিয়া মুন্ডা, মৃত হাতিঘিসার বাসিন্দা। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

KABIRDAS INVESTMENTS LIMITED
(CIN : L65993WB1974PLC157598)
REGD. OFFICE : UNIT NO 3B, 5TH FLOOR ,7, CAMAC STREET, AZIMGANJ HOUSE,KOLKATA-700017
Phone No. : (033) 2282-5513,
E-MAIL: kilgroup2010@gmail.com ; Website: www.kabirdasinvestmentslimited.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 31.12.2023

(Rs. in Lacs)

Sl. No	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	Year to Date 31.12.2023 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	Year to Date 31.12.2023 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited
1	Total Income from Operations	8.15	26.60	(0.72)	8.15	26.60	(0.72)
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items #)	(37.85)	(57.02)	(18.81)	(37.87)	(57.06)	(18.88)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and / or Extraordinary items #)	(37.85)	(57.02)	(18.81)	(37.87)	(57.06)	(18.88)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items#)	(37.85)	(57.02)	(18.81)	(37.87)	(57.06)	(18.88)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	425.99	1033.07	(131.74)	425.97	1033.03	(131.81)
6	Equity Share Capital	39.57	39.57	39.57	39.57	39.57	39.57
7	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)** - Basic :	(0.96)	(1.44)	(0.48)	(0.96)	(1.44)	(0.48)
	Diluted :	(0.96)	(1.44)	(0.48)	(0.96)	(1.44)	(0.48)

Note:
1 The above is an extract of the detailed format of Standalone and consoildated audited Financial Results for the quarter ended 30th September, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Unaudited quarterly Financial Results are available on the website of MSEI (www.msei.in) and on the Company's website (www.kabirdasinvestments.com)
2 These unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 5th February, 2024.
3 Figures for the previous periods have been regrouped and reclassified to conform to the classification of the current period, wherever considered necessary.

By Order of the Board of Directors
For **Kabirdas Invesments Ltd.**
Sd/-
Zubin Dipak Mehta
Director
DIN : 06558255

Place: Kolkata
Date: 5th February,2024

পুনর্বাসনের দাবিতে রামপুরহাট ষ্টেশনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রেলষ্টেশন চত্বরে থাকা অস্থায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়া ও উচ্ছেদের প্রতিবাদে ষ্টেশন চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভ করল ব্যবসায়ীরা। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট রেল ষ্টেশনে। পরে রেল আধিকারিকদের আশ্বাস পেয়ে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। অমৃত ভারত প্রকল্পে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে

রামপুরহাট রেল ষ্টেশন। পুরোনো পরিকাঠামো ভেঙ্গে গড়ে তোলা হচ্ছে নতুনভাবে। সেই কারনে রামপুরহাট রেল ষ্টেশন চত্বরে ফুটপাত দখল করে থাকা অস্থায়ী ও অবৈধ দোকান উচ্ছেদে নামে রেল কর্তৃপক্ষ। সেই উচ্ছেদের প্রতিবাদ শুরু করে ষ্টেশন চত্বরে থাকা অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা। হকারদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেয় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত হকার ইউনিয়ন। তারা রামপুরহাট রেল ষ্টেশনের সামনের রাস্তায় বসে পড়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। পরে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে বিক্ষোভ তোলে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যদিও স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে ব্যবসায়ীদের সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রেলওয়ে হকার ইউনিয়নের সভাপতি আঙ্গুর শেখ বলেন, রেল উন্নয়ন করুক। তবে দু ঃস্থ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে উন্নয়ন হোক। না হলে বেকার যুবকরা না খেয়ে মরবে।

চার হাত এক করার উৎসব শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরিতে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর , ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিন মজুর, রঙ মিস্ত্রির ঘরের মেয়েদের হাতে লাগবে মেহেন্দির রঙ, চার হাত হবে এক। তাই সোমবার সকাল থেকেই সোনাঝুরির বাউলহাট কটেজে ছিল সাজো সাজো রব। তারাস্মৃতা ওয়েলফেয়ার ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে মাড়গ্রাম, তারাপীঠ সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নুন আনতে পান্তা ফুরায় পরিবারের মোট সাতজন কনে হাজির করায় ওই সংগঠন। সংগঠনের একুশ তম বর্ষে উনপঞ্চাশ তম অনুষ্ঠানে ছিল না কোনো খামতি। বধূবেশে এই সাত কন্যার আনন্দে পরিবারের সঙ্গে সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষঙ্গ মেনে ছিল না কোন না অভাব। শেষে ভুড়িভোজের সঙ্গে হয় মধুরেণ সমাপয়ে।

Office of the Chhaighari Gram Panchayat Daulatabad Murshidabad
e-N.I.T. No. 13/2023-24
e.-N.I.T.-13 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 03(Three) no. work under Chhaighari Gram Panchayat from 06.02.2024 to 13.02.2024. N.B.: Details my be obtained from http://etender.wb.nic.in & from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দিলেন এক ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর , ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় দিনে, ইতিহাস পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পরেই হঠাৎই অসুস্থ বোধ করে ধলহরা পাগলিমাতা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে আসা এক ছাত্রী। বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজীব ঘোষ জানান, পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ পরেই অসুস্থ বোধ করেন ওই ছাত্রটি। পরে স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব থাকা ম্যাডামদের জানান, পরে কেশপুর হাসপাতালে তাকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর ছাত্রটিকে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় হাসপাতালের বেডেই। এখন সুস্থ রয়েছে, পরীক্ষা দিচ্ছে ঝেতলা শশীভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুপ্রিয়া বর। শিক্ষক আরো জানান পুলিশ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের তৎপরতাই ছাত্রীটি আবার ভালোভাবে হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দিতে পারছে।

Office of the Chhaighari Gram Panchayat Daulatabad Murshidabad
e-N.I.T. No. 14/2023-24
e.-N.I.T.-14 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 02(Two) no. work under Chhaighari Gram Panchayat from 06.02.2024 to 13.02.2024. N.B.: Details my be obtained from http://etender.wb.nic.in & from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড
CIN : L51909WB1895 PLC 001021
রেজি . অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড,
কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫
ই-মেইলঃ allianceudyog@gmail.com
নোটিশ
সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা মঙ্গলবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত হবে। ইন্টার আলিয়া, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি বিবেচনা এবং রেকর্ড করার জন্য। আরও জানানোর জন্য যে কোম্পানির সমস্ত পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সিকিউরিটিজে লেনদেনের জন্য **ট্রেডিং উইন্ডো** বন্ধ রয়েছে। কোম্পানি, আগেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং সভা শেষ হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে পুনরায় খুলবে।
অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পক্ষে,
অরুণ কুমার লোহিয়া
পরিচালক
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৫.০২.২০২৪ DIN- 00613114

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN: L67120WB1979PLC032376
অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড,
কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৩০৯০৯৫
ই-মেইলঃ omnikol1997@gmail.com
নোটিশ
সেবি(লর্ড), ২০২৫-এর রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে **সোমবার, ১২ ফেব্রুয়ারি,** ২০২৪-এ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে এবং রেকর্ডে নেওয়ার জন্য, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নলিখিত-
১. বিবেচনা করার জন্য, **৩১ ডিসেম্বর,** ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল।
২. চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করা। আরও জানানোর জন্য যে কোম্পানির সমস্ত পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সিকিউরিটিজে লেনদেনের জন্য **ট্রেডিং উইন্ডো** বন্ধ রয়েছে। কোম্পানি, আগেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং সভা শেষ হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে পুনরায় খুলবে।
ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডের পক্ষে,
অরুণ কুমার লোহিয়া
পরিচালক
স্থানঃ কলকাতা
তারিখ- ০৫.০২.২০২৪ **DIN- 00613114**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer(WS)/IGWTP, KMC invites e-tender for the following works (Submission of Bid through online) :

(1) NIT No.: KMC/EE/IGWTP/209/23-24, Dated : 05.02.2024
Name of the Work : **Development of the surrounding area of stack yard with common utilities premises to keep hygienic ambience at IGWTP;** Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs. 2,13,136.00**; Earnest Money : **Rs. 5,500.00**; Time of Completion : **45 Days**; Cost of Tender & Tender documents : **NIL**;

(2) NIT No.: KMC/EE/IGWTP/210/23-24, Dated : 05.02.2024
Name of the Work : **Development of the surrounding area with approach way of electric panel switch room near D1 type labour quarter at IGWTP;** Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs. 2,19,663.00**; Earnest Money : **Rs. 5,500.00**; Time of Completion : **45 Days**; Cost of Tender & Tender documents : **NIL**;

(3) NIT No.: KMC/EE/IGWTP/211/23-24, Dated : 05.02.2024
Name of the Work : **Development of the areas of the suction valve chamber no-4 and surrounding inspection pits at north east corner of intake-3, IGWTP;** Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs. 2,68,000.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **90 Days**; Cost of Tender & Tender documents : **NIL**;

(4) NIT No.: KMC/EE/IGWTP/212/23-24, Dated : 05.02.2024
Name of the Work : **Upliftment of the areas around the clarifier no-6, main well and surrounding 42 inch dia valve chamber of 60 mgd plant, IGWTP;** Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs. 2,57,176.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **90 Days**; Cost of Tender & Tender documents : **NIL**;

(5) NIT No.: KMC/EE/IGWTP/216/23-24, Dated : 05.02.2024
Name of the Work : **Improvement of the water logged areas along the western side boundary wall of the 4-storied labour quarters at IGWTP;** Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs. 2,67,964.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **45 Days**; Cost of Tender & Tender documents : **NIL**;

(6) NIT No.: KMC/EE/IGWTP/218/23-24, Dated : 05.02.2024
Name of the Work : **Statutory maintenance of the fire extinguisher under new 100mgd plant and office establishment at IGWTP;** Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs. 4,77,745.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Time of Completion : **30 Days**; Cost of Tender & Tender documents : **NIL**;
Last date and time of online submission of tender : **01.03.2024 up to 1 p.m.** (for Sl. no. 1 to 6); For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for Sl. no. 1 to 6)

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-I/BR-II, KMC invites e-tender online percentage Bid system for the following work :
NIT No.: LTG/439/WD-16/BR-II/Z-I/23-24
Name of the Work : **Supply and delivery of LED street light at Sahitya Parisad Street, Gorachand Street and different places in Ward No. 16 under BR-II;** Estimated Amount : **Rs. 1,96,816.35**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of Bid : **15.02.2024 at 10 p.m.**; The bid forms and other details are available on & from **05.02.2024 at 12 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender by two Bid system for the following work :
NIT No.: LTG/170/62/VI/Z-II/23-24
Name of the Work : **Installation of glow sign board at Haji Md Mohsin Square Park, Syed Badrudduza Park and Ripon Square Park in Ward No. 62;** Estimate Amount : **Rs. 1,98,450.95**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and time of submission of Bid : **17.02.2024 up to 10 a.m.**; The bid forms and other details are available on & from **06.02.2024 at 4 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/435 (1st Call)
Name of the Work : **Raising PIT covers at Purbachal Main Road, North Purbachal Road and P. Majumder Road under BR-XII;** Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,98,581.12** (excluding Contingency amount); Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **90 Days**; Last date and time of submission of Bid : **21.02.2024 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on & from **09.02.2024 at 12 noon** in the website **https://wbtenders.gov.in.**

1395/23-24

রোহিতের জায়গায় কেন হার্দিক? ব্যাখ্যা করলেন কোচ

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের আগামী মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে খেলতে দেখা যাবে হার্দিক পান্ডিয়াকে। যদিও তিনি কবে মাঠে ফিরতে পারবেন নিশ্চিত নয়। ওয়ান ডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। রিহ্যাব চলছে তাঁর। আইপিএলের গত দুই সংস্করণে গুজরাট টাইটান্সকে নেতৃত্ব দিয়েছেন হার্দিক। আইপিএল অভিষেকে হার্দিকের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন এবং গত সংস্করণে রানার্স হয় টাইটান্স। আগামী মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে রোহিতের জায়গায় অধিনায়ক করা হয়েছে হার্দিক পান্ডিয়াকে। আগামী আইপিএলেও হার্দিককে নেতা করে এগিয়েছিল টাইটান্স। যদিও প্লেয়ার রিটেনশন লিস্ট জমা দেওয়ার পরই ট্রেডিংয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেন হার্দিক পান্ডিয়া। কয়েক দিনের মধ্যেই রোহিত শর্মাকে সরিয়ে মুম্বইয়ের অধিনায়ক করা হয় হার্দিককে। যা নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অন্দর এবং বাইরেও ক্ষোভ ধরা পড়ে। রোহিতের নেতৃত্বেই পাঁচ বার আইপিএল জিতেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরানোটা ভালো ভাবে নেননি সমর্থকরা। হার্দিককে কেন রোহিতের আসনে বসানো হল? মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ মার্ক বাউচার এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন। স্ম্যাশ স্পোর্টস পডকাস্টে বাউচার বলেন, ‘‘পুরোটাই ক্রিকেটিয় সিদ্ধান্ত। আমাদের এখন ট্রানজিশন পিরিয়ড চলছে। ভারতের অনেকেই সব বিষয় আবেগ দিয়ে দেখেন। আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আবেগটাকে সরিয়ে রাখতে হয়। এই সিদ্ধান্তে প্লেয়ার

হিসেবে রোহিতকে আরও ভালো ভাবে পাওয়া যাবে বলেই মনে করি। ওকে খেলাটা উপভোগ এবং প্রচুর রান করতে দিন।’’ রোহিতের উপর নেতৃত্ব কি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল? বাউচারের কথায় যেন তেমনই ইঙ্গিত! আরও বলছেন, ‘‘রোহিতের সঙ্গে মিশে যা বুঝেছি ও মানুষ হিসেবেও দারুণ। ও দীর্ঘ দিন মুম্বইকে নেতৃত্ব দিয়েছে। দলকে সাফল্য দিয়েছে। ভারতীয় দলকেও দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ও যেখানেই যায়, সারাক্ষণ ক্যামেরা ফলো করে। রোহিত প্রচণ্ড ব্যস্ত। এতগুলো দায়িত্ব একসঙ্গে থাকার কারণেই হয়তো গত দুই আইপিএলে ব্যাটিং কিংবা নেতৃত্বে ওর পারফরম্যান্স ভালো হয়নি।’’ দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রোহিত শর্মা। সদ্য আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি নেতৃত্বেও ফিরেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত। সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপও রয়েছে। তাই আইপিএলের নেতৃত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া রোহিতকে কিছুটা হলেও রিল্যাক্স থাকতে সাহায্য করবে বলে মনে করেন মার্ক বাউচার।

পৌনে চার দিনে শেষ ভাইজ্যাগ টেস্ট

ইংল্যান্ডকে মাটিতে টেনে নামাল রোহিতের ভারত

বিশাখাপত্তনম, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ যে লক্ষ্য নিয়ে হায়দরাবাদ টেস্টের পর বিশাখাপত্তনমে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া, অবশেষে তা পূরণ হল। ভাইজ্যাগে আজ সোমবার প্রথম সেশনের পর থেকেই ভারতীয় শিবিরে হালকা হালকা জয়ের গন্ধ আসছিল। লাঞ্চ বিরতির পর ভারতীয় দর্শকদের যেন আর তর সইছিল না। অবশ্য ধৈর্য ধরতে হয় চা বিরতির আগে অবধি। এক এক করে ইংল্যান্ড উইকেট হারাচ্ছিল, আর গ্যালারিতে ভারতীয় অনুরাগীদের গর্জন বাড়ছিল। হায়দরাবাদ টেস্ট ২৮ রানে হেরেছিল ভারত। বিশাখাপত্তনমে তাই সিরিজে সমতা ফেরানোই লক্ষ্য ছিল রোহিত অ্যান্ড কোংয়ের। ভারতের মাটিতে পরপর ২টো টেস্ট জিততে হলে বেন স্টোকসদের সামনে টার্গেট ছিল ৩৯৯। নেপথ্যে শুভমনের দুরন্ত শতরান। জয়ের জন্য চতুর্থ দিন টিম ইন্ডিয়ার প্রয়োজন ছিল ৯টি উইকেট। আর ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ৩৩২ রান। শেষ অবধি হাসি ফুটল ভারতীয় শিবিরে। ১০৬ রানের বড় ব্যবধানে জয়ের পাশাপাশি সিরিজে সমতা ফেরাল রোহিতের ভারত। তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ড ১ উইকেট হারিয়ে ৬৭ রান তুলেছিল। চতুর্থ দিন ভারতকে প্রথম উইকেট এনে দেন অক্ষর প্যাটেল। তিনি ফেরান রেহান আহমেদকে। দেখতে দেখতে অর্ধশতরান পূরণ করেন জ্যাক ক্রলি। এরপর ভারতকে তৃতীয় উইকেট এনে দেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ২৩ রানে ফেরেন অলি পোপ। দারুণ ক্যাচ তালুবন্দি করেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। এরপর জো রুটের উইকেট তুলে নিয়ে টেস্ট কেরিয়ারের ৪৯৯তম উইকেট পূরণ করেন অশ্বিন। ভারতের মাটিতে ১২তম টেস্ট ম্যাচ খেললেন রুট। তাতে তিনি ১০০৪ রান করেছেন। ফিল্ডিং করার সময় তিনি আঙুলে চোট পেয়েছিলেন। তারপরও দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন। ১৬ রান করেন তিনি। লাঞ্চ

বিরতিতে যখন যায় দুই দল ততক্ষণে স্কোরবোর্ডে ইংল্যান্ড তুলেছে ১৯৪ রান। আর ভারতীয় বোলাররা তুলে নেন ৬টি উইকেট। দ্বিতীয় সেশনে অষ্টম উইকেটে টম হার্টলি ও বেন ফোকস জুটি ধীরে ধীরে জমাট হয়। এরপর ফোকসকে কট অ্যান্ড বোল্ড করে এই জুটি ভাঙেন জসপ্রীত বুমরা। এরপর শোয়েব বশিরকে ফিরিয়ে নবম উইকেট তুলে নেন মুকেশ কুমার। আর ৩৬ রানে হার্টলিকে ফিরিয়ে শেষ উইকেটটি তুলে নেন বুমরা। অল্পের জন্য ৫০০ টেস্ট উইকেটের রেকর্ড পূর্ণ হল না রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩টি করে উইকেট নেন জসপ্রীত বুমরা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ১টি করে উইকেট নেন কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল ও মুকেশ কুমার। চা বিরতির আগেই ২৯২ রানে অলআউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড। যার ফলে পৌনে চার দিনেই শেষ দ্বিতীয় টেস্ট।

রাজকোটেও হয়তো কোহলির সার্ভিস পাবে না টিম ইন্ডিয়া

বিশাখাপত্তনম, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের মাঝে মাথাব্যথা বাড়ল ভারতের। অন্যদিকে স্বস্তি ফিরল ইংল্যান্ড শিবিরে। দুটোরই কারণ বিরাট কোহলি। পারিবারিক কারণ দেখিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ২টো টেস্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিরাট কোহলি। মনে করা হচ্ছিল সিরিজের শেষের তিনটি টেস্ট খেলতে দলে ফিরবেন বিরাট। কিন্তু আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে শোনা গিয়েছে তৃতীয় টেস্টেও হয়তো বিরাট কোহলির সার্ভিস পাবে না টিম ইন্ডিয়া। বিশাখাপত্তনমে ভারত-ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ চলাকালিনই সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, তৃতীয় টেস্টেও পাওয়া যাবে না বিরাট কোহলিকে। ইংল্যান্ড সিরিজ শুরু হওয়ার আগে ভারতীয় বোর্ডের সচিব জয় শাহ এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, ‘ব্যক্তিগত কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুটো টেস্ট ম্যাচে খেলবেন না বিরাট কোহলি। অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও টিম ম্যানেজমেন্টকে এই ব্যাপারে জানিয়েছেন বিরাট। বিসিসিআই বিরাট কোহলির এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে।’ ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা আশাবাদী ছিলেন দুটো টেস্টের পর রাজকোটে তাঁরা দেখতে পাবেন কিং কোহলিকে। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হওয়ার পথে সেই সম্ভবনা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে। আসলে বিরাট কোহলির স্ত্রী, বলিউড তারকা অনুস্কা শর্মা সন্তানসম্ভবা। বিরুস্কার পরিবারে যে দ্বিতীয় সন্তান আসছে, সেই খবর সম্প্রতি নিশ্চিত করেছেন বিরাট কোহলির খুব কাছের বন্ধু, প্রোটিয়া কিংবদন্তি এবি ডে ভিলিয়ার্স। তিনি জানান, এই সময় পরিবারের পাশে থাকার জন্য বিরাট ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২টো টেস্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের সূত্রের খবর, বিসিসিআই এখনও জানতে পারেনি বিরাট তৃতীয় টেস্টের টিম বাছাইয়ের জন্য উপলব্ধ কিনা। যে কারণে বারবার আলোচনা হচ্ছে যে রাজকোটেও হয়তো দেখা যাবে না বিরাট কোহলিকে। এ বার দেখার ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের শেষ ৩ টেস্টের জন্য ভারতীয় দল কবে, কখন ঘোষণা হয়। এবং তাতে বিরাট কোহলির নাম থাকে কিনা।

REQUIRED
SALES EXECUTIVES
to work for a technical textiles Company based in Mumbai on a commission basis - those presently supplying or catering to the Footwear / Orthopedic / Home Furnishing / Automobile Seating industry - are encouraged to apply.
Kindly mail your details to
recruit.hr2717@gmail.com

বিশ্বকাপ ২০২৬

মেক্সিকো সিটিতে উদ্বোধনী ম্যাচ

জুরিখ, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ অনেক নতুন কিছুর সাক্ষী হতে যাচ্ছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে তিনটি দেশে- কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলবে ৪৮টি দেশ। প্রথমবারের মতো নকআউট পর্ব শুরু হবে ৩২ দল নিয়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে বিশ্বকাপের ব্যাপ্তি ও ম্যাচের সংখ্যাও। ৩০-৩২ দিনের বদলে আগামী বিশ্বকাপ হবে ৩৯ দিনের, ম্যাচের সংখ্যা ৬৪ থেকে বেড়ে হচ্ছে ১০৪টি! তবে এত নতুনের মধ্যেও ২০২৬ বিশ্বকাপ ফেরাবে কিছু পুরোনো স্মৃতি। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর উপস্থিতিতে আজ ফিফা টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে আগামী বিশ্বকাপের বিভিন্ন পর্বের ম্যাচের সূচি ও ভেন্যু ঘোষনা করা হয়েছে। সেখানেই জানানো হয়েছে, ১১ জুন মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ, ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। আজতেকা স্টেডিয়ামের চেয়ে বেশি বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করার সৌভাগ্য হয়নি বিশ্বের অন্য কোনও ভেন্যুর। ১৯৭০ সালে সেখানেই ফাইনালে ইতালিকে ৪-১ গোলে হারিয়েছিল ব্রাজিল, পেলে জিতেছিলেন তাঁর তৃতীয় বিশ্বকাপ। এর ১৬ বছর পর এই স্টেডিয়ামেই দিয়েগো মারাদোনা আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে হয়ে উঠেছিলেন ফুটবল ইতিহাসে সর্বকালের সেরাদের একজন। ১৯৭০ ও ১৯৮৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল ছাড়াও এই দুই বিশ্বকাপ মিলিয়ে আরও ১৭টি ম্যাচ হয়েছে মেক্সিকোর এই বিখ্যাত স্টেডিয়ামে। ২০২৬ বিশ্বকাপে হবে উদ্বোধনীসহ মোট পাঁচটি ম্যাচ। তিনটি দেশের ১৬টি ভেন্যুতে আগামী বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৪ বিশ্বকাপের স্বাগতিক হলেও সেই বিশ্বকাপের কোনও স্টেডিয়ামে হবে আগামী বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচ। ৮২ হাজার ৫০০ দর্শক ধারণ ক্ষমতার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে এই প্রথম হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপের ম্যাচ। ফাইনাল ছাড়াও এই স্টেডিয়ামে হবে গ্রুপ পর্বের পাঁচটি, শেষ ৩২ এর একটি এবং শেষ ষোলোর একটি ম্যাচ। সবচেয়ে বেশি ৯টি ম্যাচ হবে ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামে। ১১ জুন ২০২৬ তারিখে শুরু হবে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব, চলবে ২৭ জুন পর্যন্ত। ২৯ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত হবে শেষ ৩২ এর ম্যাচগুলো। ১৪টি ভেন্যুতে হবে এই রাউন্ডের ম্যাচগুলো। লস অ্যাঞ্জেলস ও ডালাসে হবে এই রাউন্ডের দুটি করে ম্যাচ। শেষ ১৬ রাউন্ডের খেলা চলবে ৪ থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত। কোয়ার্টার ফাইনাল হবে ৯ থেকে ১১ জুলাই, চারটি ম্যাচের ভেন্যু লস অ্যাঞ্জেলস, কানসাস সিটি, মায়ামি ও বোস্টন। ১৪ ও ১৫ জুলাই দুটি সেমিফাইনাল হবে ডালাস ও আটলান্টায়। তৃতীয় স্থান নির্ধারনী ম্যাচ মায়ামিতে, ১৮ জুলাই। ১৯ জুলাই নিউজার্সির ফাইনাল দিয়ে বিশ্ব পাবে ফুটবলের নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে আতলেতিকোর সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি রিয়াল মাদ্রিদের

মাদ্রিদ, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রবিবার রাতে লা লিগায় দুই নগর প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইটি শেষ হয়েছে ১-১ ড্রয়ে। ব্রাহিম দিয়াস রিয়ালকে এগিয়ে নেওয়ার পর শেষ সময়ে সমতা টানেন মার্কোস ইয়োরেন্তে। মাদ্রিদের এই দুই দল চলতি মরসুমে এর আগেও তিনবার মুখোমুখি হয়েছিল। গত সেপ্টেম্বরে লা লিগায় প্রথম দেখায় প্রতিপক্ষের মাঠে ৩-১ গোলে হেরেছিল রিয়াল। এরপর জানুয়ারিতে স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমি-ফাইনালে ১২০ মিনিটের লড়াইয়ে ৫-৩ ব্যবধানে জেতে আনচেলত্তির দল। পরে তারা ওই ট্রফিটিও ঘরে তোলে। সপ্তাহখানেক বাদে আবারও মুখোমুখি হয় তারা, কোপা দেল রের শেষ ষোলোয়। ওই ম্যাচও গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে যেখানে ৪-২ গোলে হেরে বিদায় নেয় রিয়াল। এবার তাদের ছিল প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ। ঘরের মাঠে সেই সম্ভাবনাও জাগায় দলটি, কিন্তু তীরের কাছে গিয়ে তরী ডুবল তাদের। ম্যাচ শুরুর খানিক আগেই অনেক বড় ধাক্কা খায় রিয়াল। ওয়ার্ম-আপ করার সময় কাঁধে ব্যথা অনুভব করেন দলের সবচেয়ে গতিময় ফরোয়ার্ড ভিনিসিউস জুনিয়র। ফলে বাধ্য হয়েই তাকে বেঞ্চে রেখে খেলতে নামে দলটি। তারপরও প্রথম পাঁচ মিনিটেই গোলের উদ্দেশ্যে তিনটি শট নেয় তারা, যদিও কোনোটিতেই প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে তেমন কঠিন কোনও পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি। শুরু থেকে আতলেতিকোও তাদের চিরচেনা জমাট রক্ষণ গড়ে তোলে। অবশ্য ২০তম মিনিটে তারা যে পিছিয়ে পড়ে, তাতে দলটির রক্ষণের দায়ও আছে যথেষ্ট। ডি-বক্সে দুইবার বল বিপদমুক্ত করার সুযোগ পেয়েও

পারেনি তারা। দ্বিতীয় দফায় লুকাস ভাসকেস চেষ্টা করেন জুড বেলিংহ্যামকে খুঁজে নেওয়ার কিন্তু প্রতিপক্ষের একজনের পায়ে লেগে বল পেয়ে যান ব্রাহিম দিয়াস। ঠাণ্ডা মাথায় দুইজনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গোলরক্ষকের সামনে চিপ শটে বল জালে পাঠান ভিনিসিউসের জায়গায় খেলতে নামা দিয়াস। পিছিয়ে পড়ার তিন মিনিট পরই প্রতিপক্ষ শিবিরে ভীতি ছড়ায় আতলেতিকো তবে মিডফিল্ডার অ্যালেক্স উইটসেলের হেড লাফিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে এরপরেও কিন্তু বিরতির আগে আর কোনও নিশ্চিত সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কেউ। দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে আঁতোয়ান গ্রিজমানের কর্নারে দারুণ হেডে পেছনের পোস্ট দিয়ে জালে বল জা।ান স্তেফান সাভিচ। তবে উল্লাস থেমে যায় মুহূর্তেই ভিএআরের সাহায্যে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি, অফসাইডে ছিলেন সাউল নিগেস। ৬১তম মিনিটে আতলেতিকো কোচ একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন আনেন। একটু একটু করে খেলার গতি বাড়তে থাকে। ভিনিসিউকেও দেখা যায় ওয়ার্ম-আপ করতে। ৬৬তম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ পেয়ে যায় রিয়াল। তবে রদ্রিগোর জোরাল শট রুখে দেন আতলেতিকো গোলরক্ষক। আট মিনিট পর গোল খেতে বসেছিল রেয়াল তবে গ্রিজমানের ব্যাকহিল পা দিয়ে রুখে দেন লুনিন। সময় গড়াতে থাকে, আক্রমণও হতে থাকে কিন্তু গোলের দেখা আর মেলে না। রিয়াল শিবিরে পূর্ণ তিন পয়েন্ট পাওয়ার আশাও বা।তে থাকে। কিন্তু চার মিনিট যোগ সময়ের তৃতীয় মিনিটে সব ওলটপালট মেম্ফিস ডিপাইয়ের হেড পাস ডি-বক্সে পেয়ে হেডেই ক্রসবার ঘেঁষে ঠিকানা খুঁজে নেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ইয়োরেন্তে।

আলিসনের অবিশ্বাস্য ভুল, আর্সেনালের কাছে ৩-১ গোলে লিভারপুলের হার

লন্ডন, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ ‘মাঠে এ সব কী হচ্ছে!’-বিস্ময়টা ফুটবল বিশেষজ্ঞ অ্যান্ডি টাউনসেন্ডের। লিভারপুল গোলরক্ষক আলিসন যে রকম হাস্যকর ভুল করে আর্সেনালকে গোল উপহার দিলেন তা দেখে প্রাক্তন এই ফুটবলার কথাটা না বলে পারলেন না। আলিসনদের ওই ভুলেই গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি দ্বিতীয় গোল এনে দেন আর্সেনালকে। শুধু এই একটি ভুলের কথাই বলেননি টাউনসেন্ড। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়েও তো কাছাকাছি মানের ভুল দেখেছে আর্সেনাল-লিভারপুল ম্যাচটি। তখন ভুলটি করেছে আর্সেনালের রক্ষণভাগ। আর সেই ভুলের ফায়দা তুলেই সমতা ফিরিয়েছিল লিভারপুল। আর্সেনালের আরেক গ্যাব্রিয়েল, গ্যাব্রিয়েল মাগালাইস তালগোল পাকিয়ে আত্মঘাতী গোল উপহার দেন লিভারপুলকে। এমিরেটসে রবিবারের ভুলে ভরা এই ম্যাচটা জিতেছে আর্সেনাল। ১৪ মিনিটে বুকায়ো সাকার গোলে এগিয়ে যাওয়া গানাররা জিতেছে ৩-১ গোলে। ম্যাচের যোগ করা সময়ে আর্সেনালকে তৃতীয় গোলটি এনে দেন লিয়ান্দ্রো ত্রোসার। ২৩ ম্যাচে পাওয়া ১৫তম জয়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে এক দিনের জন্য হলেও প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে আর্সেনাল। এই হারের পরও অবশ্য ৫১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে লিভারপুল। শুরু থেকেই লিভারপুলকে চেপে ধরার ফলটা ১৪ মিনিটেই পেয়ে যায় মিকেল আরতেতার আর্সেনাল। মার্টিন ওডেগার্ডের পাস থেকে কাই হাভার্টজ শট নিয়েছিলেন লিভারপুলের গোলে। আলিসন দারুণভাবেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেই শট।

কিন্তু বলটি পেয়ে যান সাকা। ডান পাশ থেকে প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে নিজের তৃতীয় গোলটি করতে ভুল করেননি সাকা। তবে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে কী অবিশ্বাস্য ভুলই না করল তাঁর দলের রক্ষণভাগ। গ্রাভেনবার্চের বাড়ানো পাস দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন লুইস দিয়াজ। আর্সেনাল ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবা বল কেড়ে নিয়ে দিয়েছিলেন গোলরক্ষক রায়াকে। কিন্তু হিসেবে একটু গরমিল হওয়ায় বলটা আবার পেয়ে যান দিয়াজ। কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড আবার শট নেন। গ্যাব্রিয়েলের শরীরে লেগে কীভাবে কীভাবে যেন বল গোললাইন পেরিয়ে যায়। হঠাৎ করেই পেয়ে যাওয়া এই গোলের সুবিধা যে নিতে পারেনি লিভারপুল সেটি তো স্কোরই বলছে। বরং ৬৭ মিনিটে সেই অবিশ্বাস্য ভুল। এই গোলের উৎস ছিলেন সেই গ্র্যাব্রিয়েল। আরেক গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লিকে উদ্দেশ্য করে নিজেদের অর্ধ থেকে লম্বা পাস বাড়িয়েছিলেন গ্যাব্রিয়েল। বলটি পড়ে ফন ডাইক ও আগুয়ান লিভারপুল গোলরক্ষক আলিসনের মাঝে। মার্তিনেল্লির গায়ে গায়ে লেগে থাকা ফন ডাইক বলটির কাছে যেতে পারেননি। বলটাকে কীভাবে যেন স্পর্শ করতে পারলেন না গোলরক্ষক আলিসনও। বাউন্স খেয়ে বলটি চলে যায় মার্তিনেল্লির কাছে। লিভারপুলের বিপক্ষে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে নিজের পঞ্চম গোলটি করার পর অবিশ্বাস্যে হাসি লেগে ছিল মার্তিনেল্লির মুখে। লিভারপুলের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে ৮৮ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার ইব্রাহিমা কোনাতে। এর ৪ মিনিট পরেই ত্রোসারের সেই গোল আর টাচলাইন ধরে আরতেতার পাগুলে দৌড়।

গভীর রাতে কলকাতায় পা রাখলেন ইস্টবেঙ্গলের ভিক্টর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ গভীর রাতে কলকাতার সময় রাত তিনটেতে দমদম বিমানবন্দরে পা রাখলেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি ভিক্টর ভাসকুয়েজ। ৩৭ বছরের এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার চলতি আইএসএল থেকে ভারতে ফুটবল অভিযান শুরু করবেন। ভিক্টর নামী তারকা, যিনি ২০১০ সালে লিওনেল মেসির সঙ্গে বার্সেলোনা দলে একসঙ্গে খেলেছেন। সেসময় বার্সায় কোচ ছিলেন পেপ গার্দিওলা। ইস্টবেঙ্গল তিনি এলেন ফুটবল জীবনের একেবারে শেষ দিকে। তবুও কিছু ঝলকও এই স্প্যানিশ তারকা দেখালে বিপক্ষে থাকা দল প্রভূত সমস্যায় পড়বে। ভিক্টর শেষ খেলেছেন কানাডার টরেন্টো এফসিতে। সেখান থেকেই লাল হলুদে যোগ দিচ্ছেন। তিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এলেন বোরহার বদলে। কোচ কার্লোসই তাঁকে পছন্দ করে নিয়ে এলেন। ভিক্টর কাতার থেকে এলেন। সেইসময় লাল হলুদের কিছু কর্তা তাঁকে আনতে যান। ছিলেন ইমামি ইস্টবেঙ্গলের মিডিয়া ম্যানেজার ঋতমও। লাল হলুদ উত্তরীয় পরিয়ে নয়া বিদেশিকে স্বাগত জানানো হয়।

মেসি না খেলায় আয়োজকদের ডলার কেটে রাখবে হংকং সরকার

হংকং, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ ইন্টার মায়ামির হয়ে হংকং একাদশের বিপক্ষে লিওনেল মেসি না খেলায় হতাশা প্রকাশ করেছে হংকং সরকার। রবিবার হংকং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ‘হাইব্রিড প্রীতি ম্যাচে’ এক মিনিটও খেলানো হয়নি মেসিকে। এই ম্যাচটির জন্য আয়োজকদের অনুদান দিয়েছিল হংকং সরকার। সেখান থেকে অর্থ কেটে রাখার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নতুন মরসুম শুরুর আগে এশিয়ায় প্রাক্-মরসুম সফরে রয়েছে ইন্টার মায়ামি। দলের সঙ্গে থাকলেও মেসি হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে মাঠে খুব একটা নামছেন না। গত বৃহস্পতিবার রাতে সৌদি আরবের আল নাসরের বিপক্ষে ম্যাচে মাত্র ৬ মিনিট খেলেছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। তবে হংকংয়ের নির্বাচিত একাদশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে মেসিকে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মায়ামি কোচ জেরার্ড মার্টিনো। ম্যাচটি দেখতে হংকংয়ের

ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহও ছিল ব্যাপক। এএফপি জানায়, এক হাজার হংকং ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১১ হাজার টাকা) খরচ করে টিকিট কিনেছিলেন দর্শকেরা। ৩৮ হাজার ধারণক্ষমতার স্টেডিয়াম ছিল ভরা। কিন্তু যাঁর খেলা দেখার জন্য তাঁদের উৎসাহ, সেই মেসিকে নামানোই হয়নি। খেলানো হয়নি লুইস সুয়ারেজকেও। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে দর্শকেরা ‘রিফান্ড’ চেয়ে আওয়াজ তোলেন। দর্শকদের হইচইয়ের পর ম্যাচশেষে মেসিকে না খেলানোয় তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন মায়ামি কোচ। ইএসপিএন জানিয়েছে, মেসি না খেলায় আয়োজক টেটলার এশিয়ার ওপর অসন্তুষ্ট হংকং সরকার। সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘মেসি না খেলায় সরকার ও ফুটবল-ভক্তরা আয়োজকদের কার্যক্রমে খুবই হতাশ। আয়োজকদের কাছে সব ফুটবল-ভক্ত ব্যাখ্যা পাওয়ার দাবি রাখে।’ বিবৃতিতে জানানো হয়, মায়ামি-হংকং একাদশ ম্যাচের জন্য হংকংয়ের মেজর স্পোর্টস ইভেন্টস কমিটি (এমএসইসি) ভেন্যু বাবদ ১০ লাখসহ মোট দেড় কোটি হংকং ডলার (১৯ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার) অনুদান দিয়েছিল। এখন আয়োজকদের প্রদেয় অর্থ কেটে নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে, ‘এমএসইসি আয়োজকদের সঙ্গে হওয়া শর্তাবলির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে মেসি না খেললে তহবিলের পরিমাণ হ্রাস অন্তর্ভুক্ত।’ চোটের কারণে মেসি ও সুয়ারেজের না খেলার বিষয়টি আয়োজকেরা জানতেন না বলেও দাবি করা হয় বিবৃতিতে, ‘সংবাদমাধ্যমে খবরে প্রকাশের পরও মেসি ও সুয়ারেজের না খেলা বিষয়ে ম্যাচের আগে কোনও তথ্যই জানত না টেটলার এশিয়া।’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com